নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাংস্কৃতিক বিভাগ মাঙ্গলিকী
৭ এর পাতায়

৬০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

সারা বাংলা জুড়ে

আমাদের শিক্ষাঙ্গন
৬ এর পাতায়

কলকাতা ঃ ৬০ বর্ষ, ৩৩ সংখ্যা, ২৯ জৈষ্ঠ্য থেকে ০৪ আষাঢ়, ১৪৩৩ ঃ ১৩ জুন –১৯ জুন, ২০২৬ Kolkata : 60 year : Vol No.: 60, Issue No. 33, 13 June - 19 June 2026 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : রাজ্যে পালা বদলের পর পালা বদল ঘটলো কলকাতা

পুরসভায়। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কাজ করতে পারছেন না বলে জানিয়ে কলকাতার মেয়র পদে ইস্তফা দিলেন ফিরহাদ হাকিম। ২০১৮ সালে এই পদে শোভন চ্যাটার্জী ইস্তফা দেওয়ার পর ফিরহাদকে বসান মমতা।

রবিবার : পিছু ছাড়ছে না মধ্য প্রাচ্যের যুদ্ধ। আন্তর্জাতিক বাজারে

দাম বাড়ছে জ্বালানি তেল ও গ্যাসের। সামাল দিতে ফের দাম বাড়লো রান্নার গ্যাসের। ২৯ টাকা বেড়ে কলকাতায় দাম হল ৯৬৮ টাকা। এর আগে ৭ মার্চ বেড়েছিল ৬০ টাকা।

সোমবার : শিবাজী কলেজের ইংরেজির অধ্যাপিকা দেবস্মিতা

পালকে দিল্লিতে গিয়ে খুন করার অভিযোগে বর্ধমানের বাদামতলা থেকে রামপ্রসাদ দাস ও বনশ্রী দাস নামে এক দম্পতিকে গ্রেফতার করল দিল্লি পুলিশ। সম্পত্তির লোভে এই খুন বলে প্রাথমিক ভাবে জানিয়েছে পুলিশ।

মঙ্গলবার : চরম লজ্জাজনক হারের পর দিল্লিতে মমতা যখন ইন্ডি

জোটের শরণাপন্ন তখন তৃণমূলের ২৮ জন লোকসভা সাংসদের মধ্যে ২০ জন আলাদা জোট করে এনডিএ জোটের শরিক হতে চাইলেন। অর্থাৎ বিধানসভার মত লোকসভাতেও ভেঙে গেল তৃণমূল।

বুধবার : এতদিন যা দেখার অপেক্ষা করে ছিল বাংলার মানুষ

তাই ঘটলো। সই কাণ্ডের তদন্তে মমতার বাড়ি থুড়ি তৃণমূল অফিসের ঠিকানা ৩০বি হরিশ চ্যাটার্জী স্ট্রিটের চৌকাঠ টপকালো সিআইডি। গেল তৃণমূলের সেন্ট্রাল অফিস ক্যামাক স্ট্রিটেও।

বৃহস্পতিবার: ভয়াবহ আগুন লাগলো আলিপুরে অবস্থিত নিউ

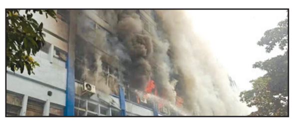

অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং–এর চার তলায় জেলা পরিষদ দপ্তরে। ছড়িয়ে পড়ল উপরের তলাগুলিতেও। ভস্মিভূত হয়ে গেল বহু নথি ও গুদামে রাখা ইভিএম। এই আগুন লাগাকে নাশকতা বলে সন্দেহ করছেন অনেকে।

শুক্রবার: তিনবার উপেক্ষা করার পর অবশেষে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে সিআইডির সঙ্গে সন্ধ্যা ৫ টা ৪৯ মিনিটে দেখা

করতে ভবানী ভবনে গেলেন অভিষেক ব্যানার্জী। সাড়ে ৫ ঘন্টা জেরার পর তাঁকে ছাড়া হলেও ফের ডাকা হয়েছে ১৪ তারিখ।

সবজান্তা খবরওয়ালা

বাংলা জুড়ে পাপের বাসা

ওঙ্কার মিত্র

শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশ খন্ডের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৭ নম্বর শ্লোকে বলা হয়েছে,

'এবং প্রজাভীর্দুষ্টাভিরাকীর্ণে ক্ষিতিমন্ডলে।
ব্রহ্মবিট্‌ক্ষত্রশুদ্রাণাং যো বলী ভবিতা নৃপঃ।।'

অর্থাৎ এইভাবে পৃথিবী যখন দুষ্ট প্রজাদের দ্বারা জনাকীর্ণ হয়ে উঠবে, তখন সমাজের বিভিন্ন বর্ণের মানুষের মধ্যে যিনিই নিজেকে সবচেয়ে শক্তিশালী বলে প্রদর্শন করতে পারবেন, তিনিই রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ করবেন।

ঠিক এর পরে ৮ নম্বর শ্লোকে রয়েছে,

'প্রজা হি লুব্ধৈরাজন্যৈর্নির্ঘৃণৈর্দস্যুধর্মভিঃ।
আচ্ছিন্নদারদ্রবিণা যাস্যন্তি গিরিকাননম্।।'

অর্থাৎ ঐ সমস্ত লোভী, নিষ্ঠুর, দস্যু স্বভাব রাজারা প্রজাদের স্ত্রী ও সম্পত্তি অপহরণ করবে এবং প্রজারা পর্বত–জঙ্গলে পলায়ন করবে। কি আশ্চর্য দুটি শ্লোকের যোগফল যেমন ১৫ তেমনি গত ১৫ বছর ধরে এই দুই শ্লোকেরই যোগফল ফলেছে বাংলায়।

শাসক যদি লোভী ও নিষ্ঠুর হয় তাহলে রাজ্য জুড়ে কিভাবে পাপ বাসা বাঁধে তার পাঠ দিয়ে গেল পশ্চিমবঙ্গের ১৫ বছরের মমতা সরকার। সমাজের এমন কোনো ক্ষেত্র নেই যেখানে জোড়া ফুলের কীটরা বিষ ছড়ায়নি। সর্বত্র পাপ আর পাপ। বাঙালির গর্ব ছিল শিক্ষা, সেই শিক্ষাকেন্দ্র এখন নেতাদের মধুচক্র, ভোগ লালসায় ম ম করছে। অনেকের ধারণা, মমতা ব্যানার্জী অ্যান্ড কোম্পানি চক্রান্ত করে যে হাজার তিনেক স্কুল বন্ধ করেছে এবার জিতলে তার ক্লাসরুমগুলো নেতা মন্ত্রীদের বেডরুমে স্থানান্তরিত হত। শুধু শিক্ষা নয় স্বাস্থ্য থেকে খাদ্য, বাসস্থান মানুষের সব মৌলিক অধিকার বাংলায় মমতার ঘুন পোকায় ছিন্নভিন্ন। ছোট লোকাল নেতা থেকে কালীঘাটের শীর্ষ নেতৃত্ব সবাই ডুবে গেছে আকণ্ঠ পাপে। এর সঙ্গে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে ভয়, নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হয়েছে পুলিশকে। স্তব্ধ হয়েছে প্রতিবাদের ভাষা। আজ ডিমে, টোম্যাটোয়, কাদায়, গোবরে ঘটছে তার বহিঃপ্রকাশ।

পথ ছিল দুটো। হয় সব পাপ স্বীকার করে অনুশোচনা, শাস্তির আগুনে পুড়ে নিজেদের শুদ্ধ করা নয়তো সব ছেড়ে পলায়ন। প্রথমটা তারাই পারে এখনও যাদের সামান্যতম সুকর্ম বেঁচে আছে। মমতা ও তাঁর ভাইপো অভিষেকের সেটুকুও নেই। তাই সব ছেড়ে, সবাইকে ছেড়ে দুজনকেই বেছে নিতে হয়েছে পলায়ন। কিন্তু বাংলায় পালাবার সব রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী। পথ একটাই খোলা যেটা পৌঁছেছে ইন্ডি জোটের দরজায়। প্রত্যাশিতভাবে সেখানেই গিয়ে উঠেছে পিসি–ভাইপো। এই জোট হল আসলে ব্যর্থতার মঞ্চ। এরা মমতাকে কতটা আশ্রয় দিতে পারবে তাতে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। ঘটেছেও তাই।

এরপর দুয়ের পাতায়

তোলাবাজির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি : পশ্চিমবঙ্গে সরকারের পালাবদলের পরই ক্রমশঃ প্রকাশ্যে আসতে শুরু করেছে একের পর এক দুর্নীতির খতিয়ান। তোলাবাজি, কাটমানি, নিয়োগ দুর্নীতির পর এবার সামনে এল আরও এক বিস্ফোরক অভিযোগ। উত্তর চব্বিশ পরগনার বনগাঁ পুরসভার প্রাক্তন পুরপ্রধান শঙ্কর আঢ্যর বিরুদ্ধে গায়ের জোরে জমি ও আইসক্রীম কারখানা দখল করার অভিযোগ উঠল। বনগাঁর প্রতাপগড়ের বাসিন্দা রাজা বিশ্বাস ও তার পরিবারের অভিযোগ, যশোর রোডের পাশে গাইঘাটার দোগাছিয়া এলাকায় ৪৮ শতক জমির উপরে রাজা বিশ্বাসের একটি আইসক্রীম কারখানা ছিল। ২০১৭ সালে ওই আইসক্রীম কারখানাটির মান উন্নয়নের কথা বলে শঙ্কর রাজার সাথে যোগাযোগ করেন। এর পরের বছরই শঙ্করের লোকজন ওই কারখানায় তালা লাগিয়ে দেয় এবং জোর করে রাজার কাছ থেকে শঙ্কর ওই জমি লিখিয়ে নেয়। রাজ্যে সরকারের পালাবদল হতেই ভয় ভেঙে অন্যদের মতই রাজাও এই অবৈধ দখলদারির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয় এবং সংশ্লিষ্ট গাইঘাটা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে।আর সেই রেশ কাটতে না কাটতেই বনগাঁর টোটো চালক ইউনিয়ন–এর তরফ থেকে বনগাঁ থানায় শঙ্কর আঢ্যর বিরুদ্ধে তোলাবাজির অভিযোগ দায়ের করা হয়। এরপর দুয়ের পাতায়

পাল্টানো দরকার গরিবের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা

শক্তি ধর

দীর্ঘ ৩৪ বছর ধরে যে সরকারটা বাংলার শাসন ক্ষমতা আঁকড়ে বসে ছিল তারা নিজেদের খেটে খাওয়া মেহনতি মানুষের প্রতিনিধি বললেও সামান্য একটা স্বাস্থ্যের

সুব্যবস্থাও উপহার দিতে পারেনি গরিব মানুষকে। সরকারি হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোতে দলবাজি, ইউনিয়নবাজি যত বেড়েছে চিকিৎসা পরিষেবা তত তলানিতে চলে গেছে। পরিকাঠামো নেই, ডাক্তার নেই, স্বাস্থ্যকর্মীর অভাব। শেষের দিকে ডাক্তার মন্ত্রী করেও কোনোটাকেই সামাল দেওয়া যায়নি।

রাজ্যের স্বাস্থ্যসেবা পরিকাঠামো তিনটি স্তরে বিভক্ত — প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা নেটওয়ার্ক, জেলা ও মহকুমা হাসপাতাল নিয়ে গঠিত মাধ্যমিক সেবা ব্যবস্থা এবং বিশেষ ও অতি–বিশেষ সেবা প্রদানকারী তৃতীয় স্তরের হাসপাতাল। আঠারোটি জেলার প্রতিটির প্রধান হিসেবে একজন প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা (সিএমওএইচ) থাকেন। সিএমওএইচ–এর দায়িত্ব হল প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা খাত পরিচালনা করা এবং বিভিন্ন চিকিৎসা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কর্মসূচির কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা। মাধ্যমিক স্তরের হাসপাতালগুলির (মহকুমা ও জেলা হাসপাতাল) প্রধান হিসেবে থাকেন সুপারিনটেনডেন্টরা, যারা সিএমওএইচ–এর কাছে রিপোর্ট করেন এবং হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা কমিটির কাছে জবাবদিহি করেন। ব্লক পর্যায়ে ব্লক স্বাস্থ্য কর্মকর্তা (বিএমওএইচ) সেবা প্রদান এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও স্বাস্থ্য কর্মসূচি বাস্তবায়নের পর্যবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধানের জন্য দায়ী থাকেন।

সাজানো গোছানো এই কাঠামো সবই আছে। নেই শুধু চিকিৎসার সুব্যবস্থা। তাকে গ্রাস করেছে নেতা মন্ত্রীদের দাদাগিরি আর অবাধ দুর্নীতি।

এরপর দুয়ের পাতায়

বিপজ্জনক কাঠের সেতু, ঝুঁকির যাতায়াত

সৌরভ নস্কর : দক্ষিণ ২৪ পরগনার গঙ্গাসাগরের সুমতি নগর ও জীবনতলা গ্রামের সংযোগকারী একমাত্র কাঠের সেতুটি দীর্ঘ ১ বছর ধরে বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। জরাজীর্ণ এই সেতু দিয়েই প্রতিদিন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করতে বাধ্য হচ্ছেন এলাকার সাধারণ মানুষ। বিশেষ করে রোগী, বৃদ্ধ এবং স্কুলগামী ছাত্রছাত্রীদের চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, সেতুটির কাঠ পচে গিয়ে বিভিন্ন জায়গায় বড় বড় গর্ত তৈরি হয়েছে। যেকোনো সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটার আশঙ্কা করছেন তারা। স্থানীয়রা জানান, বারংবার স্থানীয় প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের কাছে এই বিষয়ে অভিযোগ জানিয়েও কোনো সুরাহা মেলেনি। বর্ষার মরশুম সামনে আসায় আতঙ্ক আরও বেড়েছে এলাকাবাসীদের মধ্যে। দ্রুত সেতুটি মেরামতি বা নতুন সেতু নির্মাণের দাবিতে সরব হয়েছেন স্থানীয়রা।

এই বিষয়ে স্থানীয় নবনির্বাচিত বিজেপি বিধায়ক সুমন্ত মণ্ডল জানান, তিনি ব্যক্তিগতভাবে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। সেতুটির বেহাল দশা সম্পর্কে তিনি অবগত। বিধায়ক আশ্বাস দিয়েছেন, প্রশাসনিক স্তরে আলোচনা করে দ্রুততম সময়ের মধ্যে সেতুটি মেরামতির ব্যবস্থা করা হবে। এখন প্রশাসন কবে এই সমস্যা সমাধানে উদ্যোগী হয়, সেটাই দেখার বিষয়।

রেলের উচ্ছেদ অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি : শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার সন্তোষপুর স্টেশনে ৮ জুন গভীর রাত থেকে রেল দপ্তর অবৈধ দখলদারীদের উচ্ছেদ শুরু করলো। এই টেশন চত্বরে অবৈধ যে সমস্ত হকার যারা রেলের জমিতে ঘর নির্মাণ করে ব্যবসা চালাচ্ছিল তাদের বুলডোজার দিয়ে সেই সমস্ত ঘর গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। ৯ জুন সকাল পর্যন্ত এই উচ্ছেদ চলতে থাকে। এই উচ্ছেদ অভিযানে রেল পুলিশের পাশাপাশি রাজ্য পুলিশের ঊর্ধ্বতন আধিকারিকরা উপস্থিত ছিল সঙ্গে ছিল বিশাল কেন্দ্রীয় বাহিনী। দুটি প্ল্যাটফর্মে দীর্ঘদিন ধরে অবৈধ দখলদারদের রমরমা ছিল চোখে পড়ার মতো। সন্তোষপুর স্টেশনে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে বহুবার। রেলের পক্ষ থেকে উচ্ছেদের চেষ্টা করা হলেও স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন সেভাবে আগে সহযোগিতা করতো না। তার ওপর পূর্বতন তৃণমূল সরকারের ট্রেড ইউনিয়ন এবং বাম ট্রেড ইউনিয়নগুলি এই সমস্ত অবৈধ দখলদারদের পেছনে মদত দিত। সেই কারণে বারবার হকার উচ্ছেদ করতে গিয়েও রেল পুলিশকে থমকে যেতে হয়েছে। এরপর দুয়ের পাতায়

স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্পে বকেয়া ৩০ কোটি

কুনাল মালিক

১২ জুন দক্ষিণ ২৪ পরগনার অন্তর্গত বজবজ বিধানসভায় জগন্নাথ গুপ্তা ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সাইন্স অ্যান্ড হাসপাতালে ছিল মেডিকেল স্টুডেন্টদের গ্রাজুয়েশন

সেরিমনি অনুষ্ঠান। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সরকারের মন্ত্রী কলিতা মাজী, বেহালা পূর্বের বিধায়ক শংকর সিকদার, টালিগঞ্জের বিধায়ক পাপিয়া অধিকারী, সাতগাছিয়ার বিধায়ক অগ্নিশ্বর নস্কর প্রমূখ। কলেজের মেডিকেল স্টুডেন্ট যারা উত্তীর্ণ হয়েছেন তাদের ডিগ্রি প্রদান করা হয়। সেই সঙ্গে নতুন সরকারের মন্ত্রী এবং বিধায়কদের সংবর্ধনা দেওয়া হয় জিমস হাসপাতালের পক্ষ থেকে। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন হাসপাতালে প্রতিষ্ঠাতা জগন্নাথ গুপ্তা, জিমসের চেয়ারম্যান কে কে গুপ্তা, বিবিআইটির চেয়ারম্যান বলরাম গুপ্তা, হাসপাতালের জনসংযোগ আধিকারিক কমলেশ সিং প্রমূখ। জগন্নাথ গুপ্তা তার বক্তব্যে বলেন, বিগত তৃণমূল সরকার কোনরকম সহযোগিতা করেনি। স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্পে এখনো হাসপাতাল প্রায় ৩০ কোটি টাকা পায়।

ছবি : অরুণ লোধ

এরপর দুয়ের পাতায়

রাস্তার বেহাল অবস্থায় নাজেহাল নিত্যযাত্রীরা

নিজস্ব প্রতিনিধিঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিষ্ণুপুর ২ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত রায়পুর মোড় থেকে বাখরাহাট বাজার পর্যন্ত নিবারণ দত্ত রোডের বেহাল অবস্থায় জেরবার নিত্যযাত্রীরা। প্রসঙ্গত, আমতলা থেকে চড়িয়াল পর্যন্ত বেহাল রাস্তার সংস্কার ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে। কিন্তু বাখরাহাট রায়পুর মোড় থেকে বাখরাহাট বাজার পর্যন্ত রাস্তার সংস্কার থমকে ছিল দীর্ঘদিন। রাস্তার দুদিকে উঁচু করে ড্রেনেজ ব্যবস্থা করার জন্য উঁচু করে দেওয়াল তোলা হয়েছে। এই বেহাল রাস্তায় পেভার ব্লক বসানোর জন্য খোঁড়াখুরিও করা

হয়। কিন্তু দীর্ঘদিন পরেও সেই কাজ হয়নি। সম্প্রতি দুদিনের বৃষ্টিতে সেই খোঁড়াখুঁড়ি রাস্তায় জল জমে রাস্তার অবস্থা বেহাল হয়েছে। পরিস্থিতি এমন হেঁটে যাওয়াও দুষ্কর হয়ে উঠেছে। কারণ রাস্তার দুদিকে উঁচু পাঁচিল থাকায় জল নিষ্কাশন হতে পারছে না।

এই ব্যস্ততম রাস্তায় প্রচুর বাস লরি টোটো অটো ম্যাটাডোর যাতায়াত করে। এই অঞ্চলে একাধিক স্কুল থাকায় প্রচুর ছাত্রছাত্রীরাও যাতায়াত করে। পরিস্থিতি এমন চরম জায়গায় গেছে যে কোন মুহূর্তে বড় দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। এলাকার সাধারণ মানুষরা জানাচ্ছেন, অবিলম্বে প্রশাসন এই রাস্তার সংস্কার করুক। এই প্রসঙ্গে বিষ্ণুপুর ২ নম্বর ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক আলমগীর হোসেন জানান, বিষয়টি তিনি পূর্ত দপ্তরকে বলে দ্রুত সংস্কারের ব্যবস্থা করবেন। বিষ্ণুপুর ২ নম্বর ব্লকের বিজেপির কনভেনার অখিল মান্না এই প্রসঙ্গে বলেন, আসলে পেভার ব্লক পাওয়া যাচ্ছে না সেই কারণে সংস্কার করতে দেরি হচ্ছে। ইতিমধ্যেই পূর্ত দপ্তরকে বিষয়টি জানানো হয়েছে আশা করা যায় খুব দ্রুত রাস্তার সংস্কার হয়ে যাবে।

শতাব্দী প্রাচীন পাটশিল্পে বন্ধের খাঁড়া

কর্মহীন ৮০ হাজার শ্রমিক

কল্যাণ রায়চৌধুরী

পশ্চিমবঙ্গের শতাব্দী প্রাচীন ঐতিহ্যমন্ডিত প্রাকৃতিক তন্তুর শ্রম নিবিড় পাটশিল্প আজ ভয়ঙ্কর সংকটের মধ্য দিয়ে চলছে। পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে এই পাট শিল্পে প্রায় আড়াই লক্ষ শ্রমিক পরিবার ও প্রায় চল্লিশ লক্ষ পাট চাষি পরিবার যুক্ত রয়েছে। কিন্তু কয়েকমাস ধরে রাজ্যের ঐতিহ্যমন্ডিত এই পাট শিল্প ও তার চটকলগুলির ওপর ক্রমাগত নেমে আসছে একের পর এক বন্ধের খাঁড়া। কাঁচা পাটের অভাব এবং কাঁচা পাট নিয়ে অবৈধ মজুতদারি ও কালো বাজারির জন্য আজ ১৬–১৭টি বড় চটকল ছ'মাস যাবৎ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে রয়েছে। অন্যান্য চালু মিলগুলি সপ্তাহে ৫ দিন বা ৪ দিন অথবা ৩ দিন ৫ ঘণ্টা করে চলছে।

শ্রমিকরা অর্ধেক মজুরি পাচ্ছে। তাতে তারা অর্ধভুক্ত অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে। বর্তমানে ৮০ হাজারের বেশি শ্রমিক রাজ্যে চরম দুর্দশাগ্রস্থ অবস্থায়। এহেন পরিস্থিতিতে

মালিকরাও সমস্ত সংকটের বোঝা শ্রমিকদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিচ্ছে। এর ফলে জুটমিলকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা স্থানীয় অর্থনীতি চরমভাবে ধাক্কা খাচ্ছে। এ আই ইউ টি ইউ সি–র রাজ্য সম্পাদক অশোক দাস বলেন, 'কোনও কোনও মিল মালিক অবৈধভাবে বাংলাদেশ থেকে তৈরি অথবা অর্ধ তৈরি মাল নিয়ে এসে সেটাই সম্পূর্ণ তৈরি করে বাজারে বিক্রি করছে। এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে প্রতিটি কারখানাই আধুনিকীকরণের নামে শ্রমিকদের উপর যথেচ্ছ কাজের বোঝা চাপাচ্ছে অথবা শ্রমিক ছাঁটাই করছে। ইতিমধ্যেই বস্ত্র মন্ত্রক চটের বস্তার অভাবের অজুহাতে ১০ লক্ষ ৭০ হাজার টন সিন্থেটিক বস্তার অর্ডার দিয়েছে।'

এরপর দুয়ের পাতায়

ফলতা এসইজেডে অন্য রাজ্য এগোলেও পিছিয়ে পড়েছে পশ্চিমবঙ্গ

প্রিয়ম গুহ : উত্তর–পূর্ব ভারতের ১২টি রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ঝাড়খন্ড, ওড়িষ্যা, সিকিম, আসাম, অরুনাচল প্রদেশ, মেঘালয়, ত্রিপুরা, মনিপুর, নাগাল্যান্ড ও মিজোরাম নিয়ে গঠিত এই বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল। ভারতের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও রপ্তানি বৃদ্ধিতে এই বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল(এসইজেড) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। এসইজেড হল একটি নির্দিষ্ট শুল্কমুক্ত এলাকা, যা অনুমোদিত কার্যক্রমের ক্ষেত্রে ভারতের কাস্টমস এলাকার বাইরে অবস্থিত বলে গণ্য হয়। এখানে পণ্য উৎপাদন, পরিষেবা প্রদান এবং ফ্রি ট্রেড ওয়্যার হাউজিং জোনের মাধ্যমে গুদামজাতকরণের সুবিধা দেওয়া হয়।

ভারতে এসইজেড পরিচালিত হয় এসইজেড আইন, ২০০৫ এবং এসইজেড বিধি, ২০০৬–এর আওতায়। এই অঞ্চলগুলির মূল উদ্দেশ্য হল রপ্তানি বৃদ্ধি, দেশি–বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং আন্তর্জাতিক মানের অবকাঠামো গড়ে তোলা। গত দুই দশকে এসইজেডগুলি দেশের

শিল্পোন্নয়ন, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন এবং আঞ্চলিক অর্থনৈতিক বিকাশে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। বর্তমানে দেশে মোট ৩৬৮টি অনুমোদিত এসইজেড রয়েছে। কর–সুবিধা, সহজ প্রশাসনিক প্রক্রিয়া এবং আধুনিক অবকাঠামোর কারণে এসইজেডগুলি ভারতের বৈশ্বিক প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতা বাড়িয়েছে এবং বিভিন্ন শিল্পক্ষেত্রে বিশেষায়িত ক্লাস্টার গড়ে তুলতে সহায়তা করেছে।

পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ ২৪ পরগনায় অবস্থিত ফলতা বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল দেশের অন্যতম প্রাচীন রপ্তানি অঞ্চল। ১৯৮৪ সালে কেন্দ্র সরকার এটি প্রতিষ্ঠা করে। পরবর্তীতে ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০০৬ সালে সরকারি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এটি এসইজেড আইনের আওতায় আসে।

প্রায় ২৮০ একর জমি জুড়ে বিস্তৃত এই অঞ্চলটি কলকাতা শহর থেকে প্রায় ৫৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। প্রাকৃতিক ও দূষণমুক্ত পরিবেশে গড়ে ওঠা ফলতা এসইজেড বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম প্রধান রপ্তানি কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত।

এরপর দুয়ের পাতায়

অর্থনীতি

বাজারে আশার সঞ্চার

সঞ্জয় দত্ত
শেয়ার বাজার বিশেষজ্ঞ ও
মিউচুয়াল ফান্ড ডিস্ট্রিবিউটর

গত সপ্তাহে শেয়ার বাজার সংক্রান্ত লেখাতে আমরা উল্লেখ করেছিলাম ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ সূচক নিফটির সম্ভাব্য রেঞ্জ ২৩,৮০০ থেকে ২২,৫০০ পর্যন্ত গতকাল হয়েছে যে যুদ্ধ হয়তো বন্ধ হওয়ার দিকে এগোবে। এই খবরে কাঁচা তেলের দামেও ভাল রকম পতন এসেছে যদিও সেটা এখনো পর্যন্ত সহনশীলসীমার মধ্যে পৌঁছায়নি তবুও বলা যায় গত সপ্তাহে যে নেগেটিভিটি তৈরি হয়েছিল সেই হতাশা যেন পরিস্থিতি থেকে এই সপ্তাহে খানিকটা

অর্থাৎ মঙ্গলবার পর্যন্ত বাজার ওই রেঞ্জের মধ্যেই ছিল তবে এই সপ্তাহে ইরান–ইজরায়েলের যুদ্ধে নতুনভাবে হস্তক্ষেপ শুরু করেছে আমেরিকা এবং আমেরিকার তরফ থেকে পরিষ্কারভাবে জানিয়েছে যুদ্ধ যদি বন্ধ না করে ইজরাইল তাহলে তারা আর সমর্থন করবে না। এই বক্তব্যের প্রেক্ষিতে নতুন করে আশার সঞ্চার রিলিফ। এই প্রেক্ষিতে বাজার আগামী সপ্তাহে উপরের দিকে ২৩,৮০০ থেকে ২৪,০০০ পর্যন্ত এবং নিচের দিকে ২২,৮০০ এই লেভেলের মধ্যেই থাকা উচিত। এখন দেখার অন্যান্য বারের মত আমেরিকার প্রেসিডেন্টের যুদ্ধ সংক্রান্ত বিবৃতি কেবল ফাঁকা আওয়াজ নাকি তার সারবর্তা আছে!

তোলাবাজির অভিযোগ

প্রথম পাতার পর

টোটো চালকদের বক্তব্য, টোটোর দাম ১ লাখ টাকা হলেও তাদের কাছ থেকে ৩ লাখ করে টাকা নেওয়া হত। আর টোটো রাস্তায় নামালে প্রতিদিন টোটো পিছু ২০ টাকা করে দৈনিক তোলা আদায় করা হত। এই মর্মে বনগাঁ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন প্রায় হাজার খানেক টোটো চালক। শঙ্করের বিরুদ্ধে তারা লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাতের অভিযোগ তোলেন এবং তা ফেরতের দাবি জানায়।

উভয়ক্ষেত্রেই শঙ্কর আঢ্যর প্রতিক্রিয়া জানতে চেয়ে ফোন করা হলেও কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায় নি। তবে গাইঘাটা ও বনগাঁ থানার পক্ষ থেকে অভিযোগগুলি তদন্ত করে দেখার আশ্বাস দেওয়া হয়।

কর্মহীন ৮০ হাজার শ্রমিক

প্রথম পাতার পর

অশোকবাবু আরও বলেন, উত্তর চব্বিশ পরগনার ব্যারাকপুর সংলগ্ন এলাকা মূলতঃ ২৫টি জুট মিলের জন্য বৃটিশ আমল থেকেই শিল্পাঞ্চল হিসেবে পরিচিত। সেই এলাকায় একের পর এক জুট মিল বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এখানে ইতিমধ্যেই ১০ টি চটকল বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এই তালিকায় ৫ জুন এবং ৬ জুন সংযোজিত হল নৈহাটি জুট মিল ও ভাটপাড়ার রিলায়েন্স জুট মিল। এর ফলে নতুন করে ৬ হাজার এবং ৩ হাজার অর্থাৎ আরও প্রায় ৯ হাজার–এর মত শ্রমিক কর্মহীন হয়। মুনাফালোভী ব্যক্তি মালিকরা আজ পাট শিল্পকে এক প্রকার লুটের বাজারে পরিণত করে ফেলেছে।'

এ প্রসঙ্গে বিজেপির ব্যারাকপুর সাংগঠনিক জেলার ভাইস প্রেসিডেন্ট মানস দে বলেন, 'কেন্দ্রীয় সরকার জুট মিলগুলো নিয়ে একটু আলাদা চিন্তাভাবনা করছে। ইতিমধ্যে মেটিরিয়ালের দাম কিছুটা বাড়ানো হয়েছে। মিল শ্রমিক এবং কাঁচামালের যোগানদাররা একে অন্যের পরিপূরক। রাজ্যে এখন ডবল ইঞ্জিন সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ও ব্যারাকপুরের বিধায়ক অর্জুন সিং উভয়েই ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চল নিয়ে ইতিবাচক পদক্ষেপের চেষ্টা চালাচ্ছেন।'

বিজ্ঞপ্তি

(কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৪) এবং কোম্পানিজ (ইনকর্পোরেশন) রুলস, ২০১৪-এর রুল ৩০-এর উপ-রুল (৫)-এর ধারা (ক) অনুসারে)

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাচ্ছে যে, ভবানী কংক্রিট প্রাইভেট লিমিটেড-এর বর্তমান কার্যালয় পুনওয়ানি চেম্বার্স, ১ম তলা, ৭বি, কিরণ শঙ্কর রায় রোড, কলকাতা – ৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ-এ অবস্থিত। কোম্পানিটি কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১৩ এবং কোম্পানির সদস্যবৃন্দ কর্তৃক ১১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে গৃহীত বিশেষ প্রস্তাবের ভিত্তিতে তার কার্যালয় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য থেকে ঝাড়খণ্ড রাজ্যে স্থানান্তরের প্রস্তাব দিয়েছেন ।

ঝাড়খণ্ড রাজ্যে কোম্পানির প্রস্তাবিত কার্যালয়ের ঠিকানা হবে কে-৫৪, কল্পতরু, জালান রোড, আপার বাজার, রাঁচি – ৮৩৪০০১, ঝাড়খণ্ড।

উক্ত কার্যালয় স্থানান্তরের ফলে যদি কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তবে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ১৪ (চৌদ্দ) দিনের মধ্যে তাঁদের আপত্তির কারণ জানিয়ে , রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিয়ন, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক, কলকাতা-এর নিকট লিখিতভাবে জানাতে পারেন এবং তার একটি কপি কোম্পানির বর্তমান কার্যালয়ের ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

ভবানী কংক্রিট প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে

স্বাক্ষরিত

দীপক কুমার আগরওয়াল
ডিরেক্টর
DIN: 00670914

প্রকাশ আগরওয়াল
ডিরেক্টর
DIN: 11400225

স্থান: কলকাতা

প্রাথমিক শিক্ষকদের টেট পাশ বাধ্যতামূলক

নিজস্ব প্রতিনিধি: কর্মরত প্রাথমিক শিক্ষক–শিক্ষিকাদের টেট পাশ করতেই হবে। ২৯ মে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত ও বিচারপতি মনমোহনের ডিভিশন বেঞ্চ স্পষ্টভাবে জানিয়েছে, কর্মরত প্রাথমিক শিক্ষক–শিক্ষিকা, যাঁদের চাকরি থেকে অবসর নিতে এখনো ৫ বছরের বেশি সময় বাকি আছে, তাঁদের সবাইকেই প্রাথমিক টেট–এ সফল হতে হবে। ২০২৮ সালের ৩১ আগস্টের মধ্যেই এই টেট পাশ বাধ্যতামূলক। কেউ টেট–এ সফল না হলে তার চাকরি হারাতে হতে পারে। ২০০৯ সালের রাইট টু এডুকেশন বা শিক্ষার অধিকার আইন কার্যকরী হওয়ার আগে নিয়োগ হওয়া যেসব প্রার্থীদের টেট পাশ নেই, তাঁদের সবাইকেই নতুন করে টেট পাশ করতে হবে। এছাড়াও কর্মরত কোনো শিক্ষক–শিক্ষিকা পদোন্নতি চাইলে, তাঁকেও টেট পাশ হতে হবে।

এর আগে বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়েছিল, ২০২৭ সালের ৩১ আগস্টের মধ্যে টেটহীন প্রার্থীদের টেট পাশ করতে হবে। এরপর বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠন –সহ একাধিক শিক্ষক–শিক্ষিকা রিভিউ পিটিশনের জন্য আদালতে আর্জি জানান। ২৯ মে সুপ্রিম কোর্টের দুই বিচারপতি শুধুমাত্র টেট পাশ করার সময়সীমা বাড়িয়ে ২০২৮ সালের ৩১ আগস্ট করেছে। এই রায়ের প্রভাব পড়বে সারা ভারতের প্রায় ৩০ লাখ প্রাপ্তমিক শিক্ষক–শিক্ষিকার ওপর।

'পুষ্পা'কে বাড়মুড়া পরিয়ে প্যারেড করালো পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ফলতা তথা দক্ষিণ শহরতলির অন্যতম বেতাজ বাদশা পুষ্পা, জাহাঙ্গীর খান পালিয়ে গিয়েও রক্ষা পেলেন না। এসটিএফ এবং ডায়মন্ডহারবার পুলিশ জেলা ৮ জুন নেপাল সীমান্ত থেকে গ্রেপ্তার করল। ২১ মে ফলতা বিধানসভা নির্বাচনের ২ দিন আগে তিনি নিজেই ঘোষণা করেছিলেন যে ফলতার উন্নয়নের স্বার্থে ভোট থেকে সরে দাঁড়ালেন। ভোটের দিন এবং পরবর্তী ফল প্রকাশের পর থেকেই তাকে আর এলাকায় দেখতে পায়নি মানুষজন। বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পরই তার বিরুদ্ধে ফলতা থানা সহ অন্যান্য থানায় একাধিক অভিযোগ দায়ের করেছিলেন অত্যাচারিত বিজেপি কর্মীরা এবং সাধারণ মানুষ। হাইকোর্টে ২৬ মে পর্যন্ত রক্ষা কবচ পেয়েছিলেন। তারপর থেকে পুলিশ তার টিঁকি খুঁজে পাচ্ছিল না। সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জীর ক্ষমতা বলে স্বঘোষিত পুষ্পা জাহাঙ্গীর খান ফলতা ও বজবজ এলাকায় বিরোধী রাজনৈতিক কর্মীদের এবং সাধারণ মানুষদের উপরে দীর্ঘদিন ধরে অত্যাচার চালিয়েছে। কারো জমি জোর করে লিখে নেওয়া, তোলাবাজি, ভোটের সময় অবৈধ কাজকর্ম নানা অভিযোগ আছে তার বিরুদ্ধে। ৮ জুন জাহাঙ্গীর খান গ্রেপ্তার হয়েছে

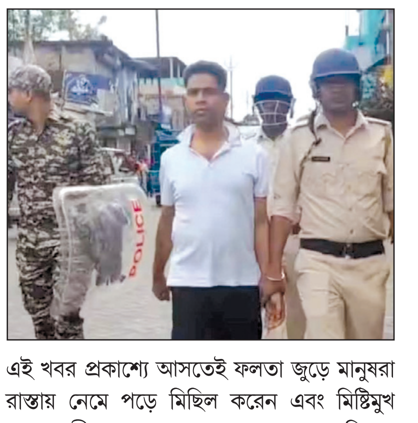

এই খবর প্রকাশ্যে আসতেই ফলতা জুড়ে মানুষরা রাস্তায় নেমে পড়ে মিছিল করেন এবং মিষ্টিমুখ করান। শ্রীরামপুর এলাকায় যেখানে তার বিশাল পার্টি অফিস ছিল তালা বন্ধ সেই পার্টি অফিসের ওপরে আছড়ে পড়ে জনরোষ। মানুষজন লুটপাট করে নিয়ে চলে যায়, পার্টি অফিসে থাকা জিনিসপত্র। পরে ফলতা থানার পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। তার বাসভবনে তালা বন্ধ বাড়িতেও হামলা চালায় গ্রামের মানুষজন। বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকা তার একটি কালো রঙের দামি গাড়িটি ও ভাঙচুর করা হয়।

৯ জুন জাহাঙ্গীর খানকে গভীর রাতে ফলত থানায় আনা হয়। পরের দিন ডায়মন্ড হারবার মহকুমা আদালতে তাকে পেশ করা হয়। নটরিয়াস ক্রিমিনাল হওয়ার কারণে তার হয়ে কোনও আইনজীবি সওয়াল করতে চায়নি। আদালত জাহাঙ্গীর খানকে ৫ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেয়। ১১ জুন ফলতা থানার পুলিশ স্বঘোষিত পুষ্পাকে বাড়মুড়া পরিয়ে ফলতার বিভিন্ন জনবহুল এলাকায় কার্যত প্যারেড করান। মাঝে মাঝে দেখা যায় জনগণের উদ্দেশ্যে হাতজড় করে যেন ক্ষমা চাওড়ার ভঙ্গি।

রেলের উচ্ছেদ

প্রথম পাতার পর

এবার রাজ্যে ডবল ইঞ্জিন সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর রেল দপ্তর কড়া পদক্ষেপ নিতে শুরু করেছে। প্রায় একমাস আগে অবৈধ দখলদার এবং হকারীদের উঠে যাবার জন্য নির্দেশ দিয়েছিল রেল দপ্তর। কিন্তু তাতে কেউ কর্ণপাত করেনি। তাই বাধ্য হয়ে রেল দপ্তর কড়া হাতে অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদ করে দিল। প্রথমে যে সমস্ত অবৈধ দখলদারদের স্টল ছিল তাদের বৈদ্যুতিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়। তারপর বুলডোজার দিয়ে অবৈধ দখলদারদের সমস্ত ঘর ভেঙে দেওয়া হয়। পাশাপাশি কোমাগাতা মারু বজবজ স্টেশনে রেলের জমিতে যে সমস্ত অবৈধ নির্মাণ করে ব্যবসায়ীরা ব্যবসা করছিল, তাদেরও সেই সমস্ত ঘর বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শিবপ্রসাদ মাজী এই প্রসঙ্গে বলেছেন, 'আগামী ৬ মাসের মধ্যে সমস্ত স্টেশন থেকে অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদ করা হবে। যাত্রী পরিষেবা আরও উন্নত করা হবে।'

নরেন্দ্রর এক যুগ শুভেন্দুর এক মাস

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে ১২ বছর পূর্তি এবং রাজ্যে বিজেপি সরকারের এক মাস সম্পূর্ণ হওয়া সংক্রান্ত বিষয়ে সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল নিউটাউনের বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টারে। উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। প্রথমেই তিনি ১২ বছর কেন্দ্রীয় সরকারের সুশাসন নিয়ে একটি প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন।

এরপর তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি অতীতের সব রেকর্ড ভেঙে দিয়ে জনকল্যাণ, দেশসেবার ১২ বছর সম্পূর্ণ করেছেন। তাঁর মুখ্যমন্ত্রী এবং প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ২৫ বছর সম্পূর্ণ হবে এই বছর। তিনি জীবনের বৃহৎ অংশ জুড়ে দেশের জন্য কাজ করেছেন। আমরা তাঁর দীর্ঘায়ু কামনা করি। বিগত ১২ বছরের মূল লক্ষ্য ছিল গরীব কল্যাণ, রাষ্ট্র সেবা, ভারতের ঐতিহ্যকে ধরে রেখে গতি প্রগতি এবং সবার বিকাশ করা। রাষ্ট্র নির্মাণে প্রধানমন্ত্রীর অবদান যদি আমরা তুলে ধরি তাহলে দেখতে পারব তাঁর বহু জনকল্যাণমূলক কাজ ছড়িয়ে রয়েছে।

এখানে ডবল ইঞ্জিন সরকার তৈরি হয়েছে। এক মাসেরও কিছুটা বেশি সময়কালের এই সরকার মোদীজির নেতৃত্বে যে সমস্ত কর্মসূচি অন্য রাজ্যগুলো সুবিধা পাচ্ছেন, সেই সুবিধা–সুযোগ আমরা অন্তর্ভুক্ত হয়েছি। পশ্চিমবঙ্গকে নতুন করে পুনর্নির্মাণের ক্ষেত্রে তাঁর ঐকান্তিক হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। প্রতিটা দপ্তরের মন্ত্রীরা এখানে আসছেন, আমরাও দিল্লিতে যাচ্ছি। নানা চুক্তি স্বাক্ষরিত হচ্ছে, নানা পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে।

পাপের বাসা

প্রথম পাতার পর

জোটের বৈঠকের পরে যে বিবৃতি প্রকাশ করা হয়েছে তাতে মমতার যন্ত্রণার কোনো প্রতিফলন ঘটেনি। শেষে সোনিয়ার কাছে গিয়ে ব্যক্তিগত আশ্রয় চেয়েছে দুজনেই। কিন্তু তাও মিলেছে বলে মনে হয় না। মিললে কলকাতায় এসে তাদের শরীরী ভাষা অন্য হত।

আসলে কংগ্রেসের এখন প্রতিশোধ নেবার পালা। যত ব্যথা মমতার কাছ থেকে এসেছে তা ফিরিয়ে দেওয়ার সুযোগ। সেটাই ঘটছে বলে মনে হচ্ছে। নিঃস্ব মমতাকে আশ্রয় দিলে যে বিপুল পাপের বোঝা ঘাড়ে নিতে হবে তা ভালোই বোঝে কংগ্রেস। একদিকে বিজেপির খেলায় মমতাকে ছাড়ছে তার গদ্দাররা আর অন্যদিকে মুখ ফেরাচ্ছে কংগ্রেস। এখন পাপের বোঝা একাই বওয়া ছাড়া কোনও উপায় নেই মমতাঅভিষেকের। ঘাড় অবধি এসে পড়েছে বিচারের ফণা। মাথায় ছোবল মারতে পারলেই শেষ হয়ে যাবে এক পাপের সাম্রাজ্য। সেই অপেক্ষায় রয়েছে বঙ্গবাসী।

স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্পে বকেয়া ৩০ কোটি

প্রথম পাতার পর

অথচ আমাদের থেকে নানাভাবে সুযোগ সুবিধা নিয়েছে। নতুন সরকারের কাছে আবেদন করবো তাদের সহযোগিতা আমরা পেলে আরও নতুনভাবে পরিষেবা দেব। জিমস হাসপাতালে এখন ১২৫০টি বেড আছে। নতুন বিজেপি সরকারের মন্ত্রী এবং বিধায়করাও আশ্বাস দেন স্বাস্থ্য সাথীর বকেয়া টাকার ব্যাপারে তারা ঊর্ধ্বতন আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলবেন।

গরিবের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা

প্রথম পাতার পর

রাজ্যে সরকারি–বেসরকারি হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মোট সংখ্যা ১৩,৯২৫ এবং মোট বেডের সংখ্যা ১,০৭,৩৪৬ টি। এর মধ্যে সরকারি হাসপাতালের প্রায় সবকটা দালালদের খপ্পরে আর বেসরকারি ক্ষেত্রে অর্থ পিশাচ পরিচালকদের দখলে। ফলে সাধারণ মানুষের চিকিৎসার অবস্থা অত্যন্ত করুণ। বাম সরকারকে সরিয়ে তৃণমূল সরকার এসে পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় ৪ টে কালজয়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করে। সরকারি চিকিৎসার পুরোটাই বিনামূল্যে করে দেয় এবং সস্তায় ওষুধের ব্যবস্থা করে। রোগীদের সুবিধা অসুবিধা দেখভাল করতে হাসপাতালে রোগী কল্যাণ সমিতি গড়ে দেয়। এর পরেও স্বাস্থ্য সাথী কার্ডের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে চিকিৎসা বীমার আওতায় নিয়ে আসে। কিন্তু দুর্নীতিবাজদের কবলে পড়ে কোনোটাই শেষ পর্যন্ত ফলপ্রসু হয়নি। ২০১১সালে পরিবর্তনের সরকার আসার পর মমতা আচমকা হাসপাতালে ঢুকে পড়তেন। নির্দেশ দিতেন। মানুষের আশা জাগতো। পরে সম্ভবত তিনিও দুর্নীতিবাজদের সঙ্গে আপস করে ফেলেছিলেন। ফলে কিছুই আর বদলায়নি। শহরের বড় বড় হাসপাতালগুলোতে ঢু মারলে গরিব রোগীদের দৈনন্দিন যে ছবি দেখা যায় তা স্পষ্ট করে দেয় রাজ্যের সরকারি চিকিৎসার হাল। আমরা গ্রামীণ সাংবাদিক যারা প্রান্তিক এলাকায় ঘুরে বেড়াই তাদের কাছে জেলার স্বাস্থ্য ব্যবস্থার যে চিত্র ধরা পড়ে তা শূন্যতায় ভরা।

ভরসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ফের একটা নতুন সরকার এসেছে পশ্চিমবঙ্গে যাদের আবার সহায় কেন্দ্রের সরকার। ফলে চিকিৎসা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের চাহিদা আকাশছোঁয়া। সবে মাত্র স্বাস্থ্য দপ্তরের মন্ত্রী হয়েছেন নামকরা ডাক্তার শারদ্বত মুখোপাধ্যায়। তাঁকে অতীত অপরাধের সঠিক বিচার দেওয়া, স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে অপরাধ মুক্ত করা ও গরিব মানুষের কাছে সুচিকিৎসা পৌঁছে দেওয়ার চ্যালেঞ্জ নিতে হবে। আগামী সময় বলে দেবে ৬০ দশকের ভাঙাচোরা স্বাস্থ্য কাঠামোটা সত্যি পাল্টানো গেল কিনা।

অন্যরা এগোলেও পিছিয়ে পড়েছে পশ্চিমবঙ্গ

প্রথম পাতার পর

বর্তমানে ফলতা এসইজেডে ৫৫টি ইউনিটের বৈধ অনুমোদন রয়েছে, যার মধ্যে ৪২টি ইউনিট সক্রিয়ভাবে উৎপাদন ও রপ্তানি কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ফলতা এসইজেড–এর উন্নয়ন কমিশনারের অধীনে আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ এসইজেড রয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল মানিকাঞ্চন এসইজেড, সল্টলেক, কলকাতা(রত্ন ও গয়না শিল্পের জন্য বিশেষভাবে গড়ে তোলা), আদানি পাওয়ার এসইজেড, ঝাড়খণ্ড(বাংলাদেশে বিদ্যুৎ রপ্তানির জন্য), বেদান্ত এসইজেড ওড়িশা(আইটি ও আইটিইএস ভিত্তিক এসইজেড যেমন ক্যান্ডর,ডিএফএল, টিসিএস, উইপ্রো এবং ওডিশা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন–১ ও ২)।

২০২৫–২৬ অর্থবর্ষে ফলতা এসইজেড–এর আওতাধীন অঞ্চলগুলি থেকে মোট ৮৫,০৯৩ কোটি টাকার রপ্তানি হয়েছে। এর মধ্যে পণ্য রপ্তানি: ৫৩,৪৩৯ কোটি টাকা, পরিষেবা রপ্তানি: ৩১,৬৫৪ কোটি টাকা। অন্যদিকে, ২০২৪–২৫ অর্থবর্ষে মোট রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৬৭,৮৩০ কোটি টাকা। সেই তুলনায় ২০২৫–২৬ সালে রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ২৫ শতাংশ। মোট রপ্তানির মধ্যে পণ্য রপ্তানির অংশ: ৬২.৮০ শতাংশ, পরিষেবা রপ্তানির অংশ: ৩৭.২০ শতাংশ।

২০২৫–২৬ অর্থবর্ষে পণ্য রপ্তানিতে শীর্ষস্থানে রয়েছে বেদান্ত অ্যালুমিনিয়াম মেটাল লিমিটেড, যার রপ্তানির পরিমাণ ৩৭,৭২০ কোটি টাকা। এরপরেই রয়েছে আদানি পাওয়ার এসইজেড, ঝাড়খণ্ড, যারা ১০,৭০৪ কোটি টাকার বিদ্যুৎ রপ্তানি করেছে। পরিষেবা খাতে শীর্ষ রপ্তানিকারক হিসেবে উঠে এসেছে টাটা কনসালট্যান্সি সার্ভিসেস–এর কলকাতা এসইজেড ইউনিট, যার রপ্তানির পরিমাণ ১৩,৮০৫ কোটি টাকা। এছাড়া ক্যান্ডর এসইজেড, কলকাতা(অ্যাকসেঞ্চার, ক্যাপজেমিনি, কগনিজ্যান্টসহ বিভিন্ন সংস্থা) ১০,৩৬১ কোটি টাকা রপ্তানি, ডিএফএল এসইজেড, কলকাতা ২,৭৭৩ কোটি টাকা রপ্তানি। উইপ্রো এসইজেড, কলকাতা ১,১৫০ কোটি টাকা রপ্তানি।

গত এক দশকেরও বেশি সময়ে ফলতা এসইজেড–এর আওতাধীন অঞ্চলগুলির রপ্তানি, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি লক্ষ্য করা গেছে। ২০১৪–১৫ অর্থবর্ষে যেখানে পণ্য রপ্তানি ছিল ২,৫৯২ কোটি টাকা, সেখানে ২০২৫–২৬ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৩,৪৩৯ কোটি টাকা। একই সময়ে পরিষেবা রপ্তানি ৭,৮৭৭ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ৩১,৬৫৪ কোটি টাকায় পৌঁছেছে। ২০১৪–১৫ সালে মোট কর্মসংস্থান ছিল ৪৯,৮৭৯ জন। ২০২৫–২৬ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে ১,২৩,৮২৯ জনে পৌঁছেছে। মোট বিনিয়োগ ১৫,৫৬৩ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ৪৫,৩৩১ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে।

ফলতা এসইজেড–এর প্রধান রপ্তানি খাতগুলির মধ্যে রয়েছে বস্ত্র শিল্প, ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য, সৌরশক্তি সরঞ্জাম, রাসায়নিক শিল্প, চামড়া শিল্প, রাবার পণ্য, খাদ্য ও কৃষিভিত্তিক পণ্য, রত্ন ও গয়না, ইলেকট্রনিক্স হার্ডওয়্যার, কম্পিউটার সফটওয়্যার।

সম্প্রতি ওড়িশায় সেমিকন্ডাক্টর উৎপাদনের জন্য একটি নতুন এসইজেড অনুমোদিত হয়েছে। হেটেরোজিনিয়াস ইন্টিগ্রেশন প্যাকেজিং প্রাইভেট লিমিটেড এই প্রকল্পটি গড়ে তুলছে। প্রকল্পটি থেকে ২০৩০ সালের মধ্যে ১,২৫০ কোটি টাকার রপ্তানি এবং আগামী ৫ বছরে ২৫০–রও বেশি কর্মসংস্থান সৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, নতুন এই সেমিকন্ডাক্টর এসইজেড ভারতের উচ্চপ্রযুক্তি উৎপাদন খাতকে আরও শক্তিশালী করবে এবং বৈশ্বিক সরবরাহ শৃঙ্খলে দেশের অবস্থানকে আরও মজবুত করবে।

একান্ত সাক্ষাৎকারে ভারত সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের এফএসইজেডের আঞ্চলিক উন্নয়ন আধিকারিক দীনবন্ধু সিং বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গের শিল্পক্ষেত্র যে ভাবে চলতো তা ব্যবসার ক্ষেত্রে খুব একটা আশাব্যঞ্জক ছিল না। আমরা উন্নয়নের জন্য এখন বর্তমান রাজ্য সরকারের সাথেও কথা বলা শুরু করেছি। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অসুবিধার মধ্যে একটি হল যোগাযোগ ব্যবস্থা। জাতীয় সড়ক হওয়ার সত্ত্বেও অত্যাধিক দখলদারির কারণে শুধুমাত্র রাত্রিবেলাতেই বাণিজ্যিক গাড়ি যাতায়াতের অনুমতি রয়েছে। একারণে সকালের দিকের সময় পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যায়। তাই বাণিজ্যিক কাজে পিছিয়ে পড়তে হচ্ছে। এছাড়াও ফলতায় যে জেটি রয়েছে এবং জলের যোগাযোগ ব্যবস্থা একাবারেই অকেজ হয়ে রয়েছে। আমরা এবার এইগুলিকে যত দ্রুততার সঙ্গে সম্ভব কাজে লাগানো শুরু করবো।'

পশ্চিমবঙ্গের শিল্প নিয়ে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, 'ইতিমধ্যেই তারা লোকসভায় একটি প্রশ্নের উত্তরে জানিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গে ২০২৪–এ তাদের আওতায় ৩৬টি বড় শিল্প নথিভুক্ত রয়েছে যা ২০১৯–এ ছিল ৭০টি। তবে তিনি আশা জাগিয়েছেন ১৩টি নতুন শিল্প লাইন দিয়ে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গের জন্য। খুব দ্রুততার সঙ্গে তাদের পশ্চিমবঙ্গের শিল্পকাঠামোতে অর্ন্তভুক্ত করা হবে। যদিও এখন ইতিমধ্যেই ওই ১৩টি বাদ দিয়ে ৪২–এ পৌঁছে গিয়েছে।'

সাপ্তাহিক রাশিফল

দেবব্রত শাস্ত্রী
যোগাযোগ : ৯০০৭৩১২৫৬৩

১৩ জুন – ১৯ জুন , ২০২৬

মেষ রাশি : আপনি একটি গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য অর্জন করতে চলেছেন। আপনার কঠোর পরিশ্রমের উপযুক্ত ফল পাবেন, কিন্তু সাফল্যের জন্য একাগ্রতা প্রয়োজন। আপনার শক্তিকে পুরোপুরি কাজে লাগান। আবেগের বশে সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বিরত থাকুন। কিছু পরিস্থিতিতে বাস্তববাদিতা অপরিহার্য।

বৃষ রাশি : গ্রহের অবস্থান এবং ভাগ্য এই সময়ে আপনার জন্য চমৎকার পরিস্থিতি তৈরি করছে। দীর্ঘদিন ধরে জমে থাকা কাজগুলো অল্প পরিশ্রমে সম্পন্ন হবে। আপনি রাজনৈতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডেও আধিপত্য বিস্তার করবেন। আপনি যদি কোনো সম্পত্তি বা মূল্যবান জিনিসপত্র কেনাবেচার কথা ভাবেন, তবে একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তির সাথে পরামর্শ করুন।

মিথুন রাশি : সন্তানের কোনো দায়িত্ব পূর্ণ হবে। ব্যক্তিগত বিষয়ে নতুন আশার সঞ্চার হবে। আপনার বিরোধী কিছু মানুষ নির্দোষ প্রমাণিত হবেন এবং সম্পর্কগুলো আবার আন্তরিক হয়ে উঠবে। সম্পত্তি সংক্রান্ত কোনো বিষয় অমীমাংসিত থাকলে, কোনো অভিজ্ঞ ব্যক্তির সাথে তা আলোচনা করলে একটি উপযুক্ত সমাধান পাওয়া যেতে পারে।

কর্কট রাশি : আপনার অতিরিক্ত প্রচেষ্টা একটি থেমে থাকা প্রকল্প সম্পূর্ণ করতে সাহায্য করতে পারে। এটি আপনাকে অপরিসীম শান্তি এবং শক্তি এনে দেবে। রাজনৈতিক যোগাযোগ আপনার সামাজিক পরিধি প্রসারিত করবে। অন্যের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকুন। নিজের কাজে মনোযোগ দেওয়াই শ্রেয়।

সিংহ রাশি : যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা সম্পন্ন করার জন্য এই সপ্তাহটি বিশেষ হবে। সন্তান সম্পর্কিত একটি নির্দিষ্ট সমস্যার সমাধানও পাওয়া যাবে। তরুণ–তরুণীরা তাদের পড়াশোনা। আপনার আচরণে পরিপক্কতা আনুন। অন্যদের কাছে নিজের গুরুত্ব জাহির করার চেষ্টায় কিছু অনুপযুক্ত আচরণ ঘটে যেতে পারে।

কন্যা রাশি : আপনাকে পারিবারিক বা ব্যক্তিগত বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে এবং আপনি তাতে সফল হবেন। আপনি বাড়িতে একটি শুভ অনুষ্ঠান করার পরিকল্পনাও করবেন। জমি, যানবাহন ইত্যাদি সম্পর্কিত ঋণ নেওয়ার পরিকল্পনা করতে পারেন। তবে, এটি কেবল আপনার সম্পদ এবং সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করবে, তাই চিন্তা করবেন না।

তুলা রাশি : বাড়ির রক্ষণাবেক্ষণ বা সংস্কারের জন্য একটি পরিকল্পনা করা হবে। বাস্তুসম্মতভাবে কাজ করলে বাড়িতে ইতিবাচকতা বৃদ্ধি পাবে। কোনো কিছু কেনার বা খরচ করার সময় আপনার বাজেট সম্পর্কে সচেতন থাকুন। আপনি খুব ব্যস্ত থাকবেন, কিন্তু আপনার সম্পর্কগুলোকে অবহেলা করবেন না। অপ্রয়োজনীয় ভ্রমণ এবং খরচ সীমিত করা গুরুত্বপূর্ণ।

বৃশ্চিক রাশি : আপনি যদি কোনো সম্পত্তি কেনা বা বেচার পরিকল্পনা করে থাকেন, তবে এই সপ্তাহে চুক্তিটি সম্পন্ন করতে সফল হবেন। পারিবারিক এবং ব্যক্তিগত কার্যকলাপের মধ্যে চমৎকার সমন্বয় থাকবে। তরুণদের তাদের ভবিষ্যৎ সংক্রান্ত যেকোনো সিদ্ধান্ত সাবধানে বিবেচনা করা উচিত। তাড়াহুড়ো করে নেওয়া সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে হতে পারে।

ধনু রাশি : আপনার সম্মুখীন হওয়া যেকোনো আইনি সমস্যার সমাধান হতে পারে। আপনার কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব বা রাজনীতিবিদের সাথে দেখা করার সুযোগ হবে। কোনো প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অনুকূল ফলাফল তরুণদের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দেবে। এই সময়ে কাজ এবং পারিবারিক দায়িত্বের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা কঠিন হবে।

মকর রাশি : আপনার রাজনৈতিক বা সামাজিক যোগাযোগ প্রসারিত করুন। এই সপ্তাহে ভাগ্য আপনার পক্ষে থাকবে। আপনি কিছু রাজনৈতিক সাফল্য অর্জন করতে পারেন। এটি আপনার সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি করবে এবং আপনার আয় বাড়াবে। কখনও কখনও, ব্যক্তিগত সমস্যা নিয়ে অতিরিক্ত ব্যস্ততা আপনার কাজে বাধা সৃষ্টি করতে পারে।

কুম্ভ রাশি : আপনি সপ্তাহজুড়ে ব্যস্ত থাকবেন। আপনাকে অনেক কাজে সময় দিতে হবে, কিন্তু কাঙ্ক্ষিত ফল লাভ করলে আনন্দ হবে। সম্পত্তি বা যানবাহন ক্রয়–বিক্রয় সংক্রান্ত যেকোনো অমীমাংসিত কাজের সমাধান হতে পারে। সপ্তাহের দ্বিতীয়ার্ধে গ্রহের অবস্থান প্রতিকূল হতে পারে। এই সময়ে ভবিষ্যতের যেকোনো পরিকল্পনা ব্যর্থ হতে পারে। দুশ্চিন্তা না করে, আবার চেষ্টা করুন। এই বিষয়ে কারও সাথে আলোচনা করা থেকে বিরত থাকুন।

মীন রাশি : কাজের চাপ প্রচুর থাকবে, কিন্তু সাফল্য শান্তি বয়ে আনবে। আপনি আর্থিক বিষয়ে দৃঢ় এবং গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হবেন। তরুণ–তরুণীরা তাদের কঠোর পরিশ্রমের অনুরূপ ইতিবাচক ফল দেখতে পাবে। নেতিবাচক প্রবণতার মানুষদের থেকে দূরত্ব বজায় রাখুন। দৃঢ় সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য বোঝাপড়া এবং ধৈর্যের প্রয়োজন।

শব্দবার্তা ৩৯৫

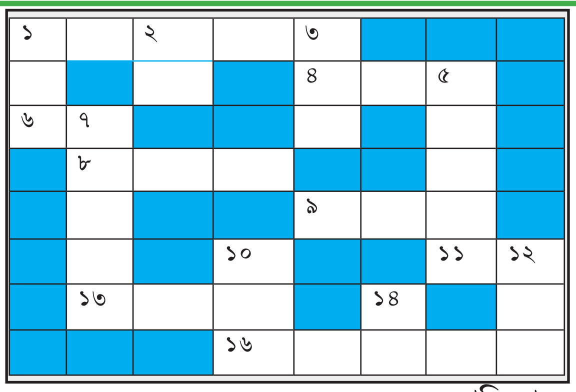

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১. সংঘ ৪. জমা খরচের খাতা ৬. বৃষ্টি ৮. দেহের খাঁচা ৯. ঘরে — ১১. ছাই, ভস্ম ১৩. শক্তিবর্ধক ওষুধ ১৫. রক্তের স্রোত।

উপর–নীচ

১. বৈষ্ণবদের সমাধি স্থান ২. হাতি ৩. নূতন, অভিনব ৫. রুপোলি রেখা ৭. তালাবন্ধ ১০. চর্চা, অভ্যাস করা ১২. কাঁসার বাটি ১৪. অন্ন।

সমাধান : ৩৯৪

পাশাপাশি : ১. অনুগ্রহ ৪. রিডাকশন ৫. শবনম ৭. উপশম ৯. নয়নতারা ১০. গঙ্গাধর।

উপর–নীচ : ১. অবকাশ ২. হরিধাম ৩. দশ পঁচিশ ৬. বলদায়ক ৭. উপরাগ ৮. মজাদার।

জেলায় জেলায়

মাটি খুঁড়তেই উদ্ধার কোটি টাকার ওষুধ

অরিজিৎ মণ্ডল, ডায়মন্ড হারবার : দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মন্ড হারবার বিধানসভার হিঙ্গাবেড়িয়া এলাকায় মাটির তলা থেকে বিপুল পরিমাণ ওষুধ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য এলাকায়। স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বের তাদের অভিযোগ, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সেবাশ্রয়' প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ কোটি কোটি টাকার ওষুধ সাধারণ মানুষের মধ্যে বিতরণ না করে মাটির তলায় চাপা দেওয়া হয়েছে। উদ্ধার হওয়া ওষুধগুলির

দাবি, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ ও ব্লক প্রশাসনকে সঙ্গে নিয়ে হিঙ্গাবেড়িয়া গ্রামের নির্দিষ্ট স্থানে খনন শুরু করা হয়। এরপর মাটির নিচ থেকে বেরিয়ে আসে বিপুল পরিমাণ ওষুধের মজুত। পরে জেসিবি মেশিনের সাহায্যে খনন চালিয়ে আরও বিপুল পরিমাণ ওষুধ উদ্ধার করা হয়। বিজেপির অভিযোগ, উদ্ধার হওয়া ওষুধের বাজারমূল্য কয়েক কোটি টাকা হতে পারে।

বিজেপির দাবি, হিঙ্গাবেড়িয়া গ্রামের বাসিন্দা মগরাহাট পশ্চিমের বিধায়ক তথা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ঘনিষ্ঠ সামিম আহমেদের সঙ্গে এই ঘটনার যোগ থাকতে পারে। মেয়াদও এখনও শেষ হয়নি। এর পিছনে বড়সড় দুর্নীতির সম্ভাবনা রয়েছে।

অন্যদিকে, তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, উদ্ধার হওয়া ওষুধগুলি মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ায় সেগুলি মাটির তলায় পুঁতে ফেলা হয়েছিল। বিষয়টি খতিয়ে দেখতে ড্রাগ কন্ট্রোল বোর্ডের সদস্য ও স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে আসছেন। উদ্ধার হওয়া ওষুধের প্রকৃতি, মেয়াদ এবং কীভাবে সেগুলি ওই স্থানে পৌঁছল, তা খতিয়ে দেখা হবে। পাশাপাশি ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পারুলিয়া কোস্টাল থানার পুলিশ।

মাদকবিরোধী অভিযানে সাফল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : মাদকবিরোধী অভিযানে উল্লেখযোগ্য সাফল্য পেল সোনারপুর থানার পুলিশ। সোনারপুর–২ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত পূর্ব শীতলা উদয়নপল্লী এলাকার একটি বাড়িতে বিপুল পরিমাণ গাঁজা মজুত রাখা হয়েছে। গোপন সূত্রে, ৯ জুন এস.আই. সুরজিৎ দাস সরকারের নেতৃত্বে একটি বিশেষ পুলিশ দল দ্রুততার সঙ্গে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এবং সন্দেহভাজন বাড়িটি ঘিরে ফেলে। সন্দেহভাজন হিসেবে খোকন হালদার নামে এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়, বাড়ি ঘাসিয়াড়ার পূর্বপাড়া কাঠপোল এলাকায়। পুলিশের তরফে আইনানুগ সমস্ত প্রক্রিয়া অনুসরণ করে ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে তল্লাশি ও বাজেয়াপ্তকরণের কাজ সম্পন্ন করে। উদ্ধার হওয়া গাঁজার পরিমাণ ২৫.৮২১ কেজি।

বিজেপি নেত্রীকে হুমকি চিঠি

নিজস্ব প্রতিনিধি, টাকি : দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করায় বিজেপি নেত্রীর বাড়ির সামনে শ্মশান যাত্রার সামগ্রী ও প্রাণনাশের হুমকি চিঠি রেখে যাওয়ার অভিযোগ। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনার টাকি পুরসভা ৭ নম্বর ওয়ার্ডের বাগপাড়া এলাকার বিজেপি নেত্রী চিত্রা দে ঘোষের বাড়িতে। অভিযোগ, ১০ বানিয়ে সোশ্যাল মিডিয়াতেও পোস্ট করেছি। যার জেরে কিছু কিছু জায়গা থেকে আমার কাছে প্রচ্ছন্ন হুমকিও আসছিল। তবে, এটা মূলত তৃণমূলেরই কালচার। এর আগেও বিভিন্ন জায়গায় বিজেপি নেতা ও কর্মীদের বাড়িতে শ্রাদ্ধের বা শ্মশানের সরঞ্জাম পাঠিয়ে ভয় দেখানোর নজির রয়েছে।' তবে,

জুন সকালে চিত্রা দে ঘোষ যখন ঘুমোচ্ছিলেন, তখন তাদের বাড়িতে থাকা এক মহিলা প্রথম গেটে শ্মশান যাত্রায় ব্যবহার হওয়া সামগ্রীগুলি দেখতে পান। বিষয়টি দেখে তিনিই ডেকে আনেন চিত্রা দে ঘোষকে। তিনি অভিযোগ করেছেন, তার বাড়ির গেটে নামাবলি, সাদা কাপড়, রজনীগন্ধা ফুলের মালা–সহ অন্যান্য সামগ্রী ঝুলিয়ে রাখা হয়। আর তার ঠিক পাশে সাদা কাগজে বড় অক্ষরে লেখা ছিল 'মুখ বন্ধ কর, না–হলে শেষ।' বাড়ির দোরগোড়ায় এমন ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখে রীতিমতো আতঙ্কিত হয়ে পড়েন চিত্রা দে ঘোষ এবং তার পরিবারের সদস্যরা। নিমেষের মধ্যে এই খবর ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়।

এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বিজেপি নেত্রী চিত্রা দে ঘোষ বলেন, 'বিগত কয়েকদিন ধরে আমি টাকি পুরসভার বিভিন্ন দুর্নীতির ঘটনা নিয়ে মুখ খুলছিলাম। সেই সমস্ত দুর্নীতির বিরুদ্ধে ভিডিয়ো এই হুমকিতে তিনি দমে যাবেন না–বলে জানিয়েছেন। চিত্রা দে ঘোষ বলেন, 'এসব দেখে আমি কিছুটা ভয় পেয়েছি ঠিকই। কিন্তু, তবুও জোর গলায় বলব যে আমি দুর্নীতির বিরুদ্ধে কথা বলা বন্ধ করব না। এই ঘটনার মাধ্যমে ওরা প্রমাণ করে দিল যে, আমি সঠিক পথেই চলছি। আমার মুখ কিন্তু একইভাবে সরব থাকবে দুর্নীতির বিরুদ্ধে, ভয় দেখিয়ে তা বন্ধ করা যাবে না।'

স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের দাবি, দিনে হোক বা রাতে, যারাই এই কাপুরুষোচিত কাজ করুক না–কেন, পুলিশ প্রশাসন যেন অবিলম্বে তদন্ত করে দোষীদের চিহ্নিত করে। দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোরতম শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। জানা গিয়েছে, চিত্রা দে ঘোষ এই ঘটনায় পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেছেন। তার অভিযোগের প্রেক্ষিতে পুলিশ তার বাড়িতে এসে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। ওই হুমকি চিঠি এবং শ্মশানের সামগ্রী উদ্ধার করে নিয়ে গিয়েছেন তদন্তকারীরা।

নলকূপের জলের সঙ্গে উঠছে শ্যাওলা ও পোকা, শিশুরা অসুস্থ

রবীন দাস, কাকদ্বীপ : নলকূপ থেকে পানীয় জলের সঙ্গে উঠছে শ্যাওলা ও পোকা। এই জল খেয়ে ইতিমধ্যেই গ্রামের বেশ কয়েকজন শিশুও অসুস্থ হয়ে পড়েছে। তারপরেও বিভিন্ন প্রশাসনিক দপ্তরে জানিয়েও কোনো লাভ হয়নি বলে অভিযোগ। এই পরিস্থিতিতে খুবই সমস্যার মধ্যে পড়েছেন কাকদ্বীপের শ্রীনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ গোবিন্দপুরের বৈদ্যপাড়ার বাসিন্দারা। জানা গিয়েছে, এই পাড়ার প্রায় ২৫০ জন বাসিন্দা একটি নলকূপের উপর নির্ভরশীল। এই এলাকার কোনো পুকুরের জল ব্যবহার করা যায় না। এমনকি এই এলাকায় জল জীবন মিশনের পাইপ পাতা হলেও, আজও পর্যন্ত জল আসেনি। তাই স্নান থেকে রান্না, সব ক্ষেত্রেই সবাইকে এই নলকূপের উপর নির্ভর করতে হয়। তবে পানীয় জল নেওয়ার সময় গ্রামবাসীদের সবথেকে বেশি সমস্যায় পড়তে হয়। নলকূপের

মুখে কাপড় বেঁধে পানীয় জল সংগ্রহ করতে হয়। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, তাতেও সমস্যার সমাধান হয় না। জলের মধ্যে গুড়ি গুড়ি নোংরা দেখতে পাওয়া যায়।

এ বিষয়ে স্থানীয় এক বাসিন্দা কাকলি সিংহ বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরে এই সমস্যা চলছে। গ্রীষ্মকালে সব থেকে বেশি সমস্যার মধ্যে পড়তে হয়। ওই সময় এই এলাকার বাসিন্দাদের টাকা দিয়ে পানীয় জল কিনে খেতে হয়। শিশুরা এই নলকূপের জল পান করে অসুস্থ হয়ে পড়ছে। চিকিৎসকও জানিয়েছেন, জল থেকে তাদের পেটের রোগ হচ্ছে। বিষয়টি বিভিন্ন দপ্তরে জানানো হয়েছে, কিন্তু কোনো সুরাহা হয়নি।'

কাকদ্বীপের মহকুমা শাসক নীশিথ ভাস্কর পাল বলেন, বিষয়টি আমার কানে এসেছে এবং আমি ওই এলাকায় গিয়ে পরিদর্শন করেছি এবং ওই নলকূপ থেকে নোংরা জল বেরোচ্ছে সেটাও দেখেছি এবং ইতিমধ্যেই আমি ওই নলকূপের শোধনের কাজ শুরু করে দিয়েছি। শোধনের পরে যদি বিশুদ্ধ জল পাওয়া যায় তাহলে ঠিক আছে না হলে ওই এলাকায় অন্যর্থ একটি জায়গায় নতুন টিউবলের বসানোর ব্যবস্থাও করে দেওয়া হবে।

বিজেপি কর্মীর পুকুরে বিষ

সুভাষ চন্দ্র দাশ, গোসাবা : রাতের অন্ধকারে দুই বিজেপি কর্মীর দুটি পুকুরে বিষ দেওয়ার অভিযোগ উঠলো দুষ্কৃতিদের বিরুদ্ধে। পুকুরের মাছ সব মরে ভেসে ওঠে। ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সুন্দরবনের গোসাবা ব্লকের সুন্দরবন কোষ্টাল থানার অন্তর্গত লাহিড়িপুর পঞ্চায়েতের জহর কলোনি এলাকার বিজেপি কর্মী সুবল সরদার ও মনোরঞ্জন রায়। ১০ জুন রাতে

এলাকার লোকজন যখন ঘুমে আচ্ছন্ন তখন দুষ্কৃতিরা ওই দুই বিজেপি কর্মীর পাশাপাশি দুটি পুকুরে বিষ ঢেলে দেয়। সকাল হতেই মাছের মড়ক শুরু হয়। ঘটনার বিষয়ে দুই বিজেপি কর্মী সমর্থক বৃহস্পতিবার সুন্দরবন কোষ্টাল থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। তাদের দাবি, দুটি পুকুরে ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ২০ হাজার টাকা। অন্যদিকে, সুন্দরবন কোষ্টাল থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। যদিও কাউকে আটক কিংবা গ্রেপ্তার করতে পারেনি।

১৫ বছরের পুরনো টোলঘর ভাঙল প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বোলপুর : দীর্ঘ প্রায় ১৫ বছর ধরে বোলপুরের লায়েকবাজার মোড়ে রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে থাকা একটি টোলঘর অবশেষে প্রশাসনের উদ্যোগে ভেঙে ফেলা হল। ১১ জুন সকালে এলাকায় একটি পথদুর্ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগের ভিত্তিতে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করে প্রশাসন। মাত্র এক ঘণ্টার মধ্যেই বুলডোজার এনে কাঠামোটি গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকাল প্রায় ১১টা নাগাদ লায়েকবাজার মোড়ে একটি পথদুর্ঘটনা ঘটে। ঘটনার পর এলাকাবাসীর একাংশ দাবি করেন, রাস্তার মাঝখানে অবস্থিত ওই টোলঘরটি দীর্ঘদিন ধরেই যান চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি করছিল। ব্যস্ত এই মোড়ে প্রতিনিয়ত ছোট–বড় দুর্ঘটনার আশঙ্কা তৈরি হচ্ছিল বলেও অভিযোগ করেন তারা। বাসিন্দাদের অভিযোগ পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বোলপুর থানা, বোলপুর পৌরসভা এবং প্রশাসনের আধিকারিকরা। পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে অবিলম্বে টোলঘরটি অপসারণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। প্রশাসনের নির্দেশে বুলডোজার এনে কাঠামোটি ভেঙে ফেলা হয়। দীর্ঘদিন ধরে রাস্তার উপর থাকা ওই স্থাপনা সরিয়ে দেওয়ায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন স্থানীয় মানুষজন। স্থানীয়দের দাবি, বহুবার বিষয়টি নিয়ে অভিযোগ জানানো হলেও এতদিন কোনও কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। অবশেষে দুর্ঘটনার পর প্রশাসনের দ্রুত হস্তক্ষেপে সমস্যার সমাধান হওয়ায় তারা সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। এলাকাবাসীর একাংশের বক্তব্য, টোলঘরটি বোলপুরের বাসিন্দা তথা তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী শেখ নাসিরের ছিল। যদিও এই বিষয়ে তার বা সংশ্লিষ্ট পক্ষের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

মৎস্যজীবীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রশাসনের জরুরি বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, গঙ্গাসাগর : সমুদ্রে মৎস্যজীবীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে ও সচেতনতা বৃদ্ধিতে উদ্যোগী হল প্রশাসন। সম্প্রতি সাগর থানার উদ্যোগে ১১ জুন স্থানীয় 'ছবি মহলে' মৎস্যজীবীদের নিয়ে একটি জরুরি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক সুমন্ত মণ্ডল, বিডিও কানাইয়া কুমার রাও, এসডিপিও, সাগর থানা ও কোস্টাল থানার ওসি, বন দপ্তরের প্রতিনিধি, কোস্ট গার্ড এবং মৎস্য দপ্তরের আধিকারিকরা। মূলত সমুদ্রে মাছ ধরতে যাওয়ার আগে মৎস্যজীবীদের সুরক্ষা ও সতর্কতার ওপর বিশেষ জোর দিতেই এই সভার ডাক দেওয়া হয়। সভায় প্রশাসনের পক্ষ থেকে মৎস্যজীবীদের বেশ কিছু কঠোর নির্দেশিকা মেনে চলার কথা জানানো

হয়েছে। নির্দেশ অনুযায়ী, সমুদ্রে পাড়ি দেওয়ার সময় প্রতিটি মৎস্যজীবীকে বাধ্যতামূলকভাবে লাইফ জ্যাকেট সঙ্গে রাখতে হবে। এছাড়া, মাছ ধরতে যাওয়ার সময় নৌকা ও মৎস্যজীবীদের প্রয়োজনীয় লাইসেন্স এবং নথিপত্রের মূল কপি সঙ্গে রাখা আবশ্যক বলে জানানো হয়েছে।

নিরাপত্তার পাশাপাশি মৎস্যজীবীদের সামাজিক সুরক্ষার দিকটিও এদিনের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল। প্রশাসনিক আধিকারিকরা স্পষ্ট করেছেন, প্রতিটি মৎস্যজীবীর বিমা বা ইনস্যুরেন্স থাকা বাধ্যতামূলক। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় সমুদ্রে যাওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন এবং সরকারি নির্দেশিকা অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলার আহ্বান জানানো হয়েছে। প্রশাসনের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন মৎস্যজীবী সংগঠনের প্রতিনিধিরা। তারা জানিয়েছেন, এই ধরনের সচেতনার বার্তা মৎস্যজীবীদের প্রাণহানি কমাতে সাহায্য করবে।

অধরা অভিযুক্তরা ক্ষুব্ধ বিজেপি নেতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম : ২০২৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে ভোটের দিন আক্রান্ত হয়েছিল বিজেপির পোলিং এজেন্ট উজ্জ্বল অধিকারী। রাজ্যে পালাবদলের পর ১ জুন তিনজনের নামে সদাইপুর থানায় এফআইআর করেন উজ্জ্বল অধিকারী। অভিযুক্তরা হলো কমলপুর গ্রামের আউব শেখ, চিনপাই গ্রামপঞ্চায়েতের উপপ্রধান তৃণমূলের শেখ জাহির এবং তাপাসপুর গ্রামের আশীষ ডোম। এফআইআর করার পর নয় দিন পেরিয়ে গেলেও অভিযুক্তদের পুলিশ গ্রেপ্তার না করায় ক্ষুব্ধ বিজেপি নেতা। বিজেপি নেতা উজ্জ্বল অধিকারী বলেন, 'দুবরাজপুরে বিজেপি পোলিং এজেন্টের উপর হামলার ঘটনায় তৃণমূল নেতারা গ্রেপ্তার হলেও চিনপাইয়ের ক্ষেত্রে তা হচ্ছে না। সদাইপুর থানা তৃণমূলের সঙ্গে প্যাক্ট হয়ে আছে। আমাদের বিজেপির কিছু কর্মী যাদের নাম এখন বলছি না তারাও চাইছে না। আমি উচ্চ নেতৃত্বের কাছে আবেদন করবো সদাইপুর থানার বিরুদ্ধে তদন্ত করার জন্য।'

বোলপুর পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে অভিযোগ

বিশাল দাস, বীরভূম : ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় সংঘটিত ভোট–পরবর্তী রাজনৈতিক হিংসার ঘটনাকে কেন্দ্র করে এবার বোলপুর পৌরসভার বর্তমান ভাইস চেয়ারম্যান অমর শেখের বিরুদ্ধে বোলপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করলেন একাধিক বিজেপি কর্মী ও সমর্থক। সোমবার সন্ধ্যায় বিজেপি কর্মী প্রীতম ভৌমিক, কালীচরণ ভান্ডারী–সহ কয়েকজন অভিযোগকারী বোলপুর থানায় উপস্থিত হয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে অভিযোগপত্র জমা দেন।

অভিযোগকারীদের দাবি, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর বোলপুর শহরের বিভিন্ন এলাকায়, বিশেষ করে ১০ ও ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার আবহ তৈরি হয়েছিল এবং বিজেপি কর্মী ও সমর্থকদের বাড়িতে হামলা, ভাঙচুর, লুটপাট, শারীরিক নিগ্রহ, শ্লীলতাহানি ও ভয়ভীতি প্রদর্শনের একাধিক ঘটনা ঘটেছিল বর্তমান পৌর ভাইস চেয়ারম্যান অমর শেখ ও শাসকদল ঘনিষ্ঠ কিছু ব্যক্তিও প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন।

বহু বিজেপি কর্মী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যরা দীর্ঘদিন আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটিয়েছেন কিন্তু আইনি পদক্ষেপ নিতে পারেননি। তবে সাম্প্রতিক সময়ে ভোট–পরবর্তী হিংসা সংক্রান্ত বিভিন্ন মামলায় নতুন করে তদন্ত ও অভিযোগ গ্রহণের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁরা থানার দ্বারস্থ হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।

অন্যদিকে, বোলপুর থানার পক্ষ থেকে অভিযোগপত্র গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। পুলিশ সূত্রের খবর, অভিযোগের বিষয়বস্তু খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় তদন্তমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বোলপুরের রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এখন পুলিশের তদন্তে কী তথ্য উঠে আসে এবং অভিযোগের সত্যতা কতটা প্রমাণিত হয়, সেদিকেই নজর রয়েছে রাজনৈতিক মহল ও সাধারণ মানুষের।

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২৫ ৫৯ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৬০ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

ভারত কার্বনের শ্রমিকরা মাহিনা পাচ্ছে নাঃ কোম্পানি তুলে দেবার চেষ্টা

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

দক্ষিণ শহরতলীর বি এল সা রোডের ভারত কার্বন কোম্পানীর মালিকপক্ষ ব্যবসা ভাল চলছে না এই অজুহাত দেখিয়ে কোম্পানী তুলে দেবার চেষ্টা করছেন। এবং বর্তমানে এই কোম্পানীর শ্রমিকরা কোন মাহিনা পাচ্ছেন না। এই মর্ম্মে জনৈক শ্রমিক প্রতিনিধি অভিযোগ করেছেন।

অনুসন্ধানে জানাগেল, এই কোম্পানীর মালিকের দিল্লী, বোম্বাই ও মাদ্রাজে কারখানা আছে। কলকাতার কারখানা বন্ধ করে এখানকার রূপাতি বোম্বাইতে নিয়ে যাবার তোরজোড় চলছে। সংবাদে আরও প্রকাশ ১৯৭৫ সালের অক্টোবর মাসে এই কোম্পানীতে লকআউট হয়েছিল। সে সময় ছয়জন শ্রমিককে ছাঁটাই করা হয়। লআউট তুলে দেবার পর শ্রমিক ইউনিয়ান ঐ ছয়জন ছাঁটাই শ্রমিককে পুনরায় কাজে নিয়োগ করতে কোম্পানীকে বাধ্য করেন। তখন থেকেই কোম্পানী কর্তৃপক্ষ জিদ ধরেন কলকাতার কারখানা যে কোন অজুহাত দেখিয়ে তুলে দেবেন। ভারত কার্বন কোম্পানীর শ্রমিক ইউনিয়ানের সভাপতি শ্রী স্বপন মুখার্জী জানালেন, এই কারখানার ৩০০ জন শ্রমিকের ভাগ্য আজ অনিশ্চিত। শ্রমিকরা প্রধান মন্ত্রীর বিশদফা কর্মসূচীর রূপায়ণের জন্য উৎপাদন অব্যাহত রাখতে চাইছেন কিন্তু মালিক পক্ষ এই প্রচেষ্টার বিরোধীতা করছেন। ব্যাপারটি কেন্দ্র ও রাজ্য কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিতে তুলে ধরা হ'য়েছে বলেও উক্ত শ্রমিক প্রতিনিধি আমাদের জানায়।

১০ম বর্ষ, ১২ জুন ১৯৭৬, শনিবার, ২৭ সংখ্যা

ধুলাগড়–ফর্টিকগাছি রুটে শুরু রাস্তার কাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি : নির্বাচনের আগে প্রস্তুতি থাকলেও নির্বাচনের পর শুরু হল ধুলাগড় থেলে ফর্টিকগাছি রুটে রাস্তা তৈরির কাজ। প্রাথমিক স্তরে রাস্তার দুই ধার চওড়া ও জল নিকাশির সুব্যবস্থার জন্য ড্রেন বা কালভাট তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। এর জন্য রুটে যান চলাচলের অসুবিধা হচ্ছে। কখনও কখনও যানজটের ফলে লম্বা লাইন দেখা যায় এই রুটে বাস, লড়ি, ট্রাক, ট্রেকার অটো, টোটো থেকে শুরু করে ছোট বড় যানবাহন চলাচল করে। জলবহুল এই রুটে রাস্তার কাজ শুরু হতে নিত্যযাত্রীরা বেশ খুশি। এখন দেখার কতদিনে এই রুটের সমস্ত কাজ শেষ করে প্রশাসন জনগণের মুখে হাসি ফোটায়।

ফুল বাজারে জঞ্জালের স্তুপের দুর্গন্ধ এলাকায়

অভিজিৎ হাজরা : শাসন ক্ষমতার পরিবর্তনের পরই রাজ্যের বৃহত্তম ফুল বাজার নরককুন্ডে পরিণত হয়েছে। হাওড়ার মল্লিকঘাটে ফুল বাজার পরিচালন সমিতির দপ্তরে তালা পড়েছে। ফলে সাফাই বন্ধ, পচা ফুল–পাতার ডাঁই, দুর্গন্ধে এলাকায় দাঁড়ানো দুঃষ্কর। সমস্যায় ক্রেতা ও বিক্রেতা, ব্যবসায়ীরা। হাওড়ার রবীন্দ্র সেতুর লাগোয়া পতিত পাবনী গঙ্গার পাড়ে ৩০০ বর্গমিটারের মল্লিকঘাট ফুল বাজারে প্রত্যহ ভোর ৩টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত ফুল, মালা, ব্রোকেট কেনা–বেচা চলে। এই ফুল বাজারে রাজ্যের হাওড়া, হুগলী, দুই মেদিনীপুর, দুই ২৪ পরগণা, নদীয়া সহ বিভিন্ন জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ১২ থেকে ১৫ হাজার ফুল চাষী, ফুল ব্যবসায়ীরা আসেন। এই মল্লিকঘাট ফুল বাজারের সরু গলি মুহূর্তের মধ্যে ঝরা ফুলে ভরে যায়। তাই দিনে বেশ কয়েকবার বাজারে ঝাঁট দেওয়া হয়। ফুল বাজারের বর্তমান পরিস্থিতি, সমস্যা প্রসঙ্গে সারা বাংলা ফুলচাষী ও ফুল ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র নায়ক অভিযোগের সুরে বলেন, ৪ মে ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পরই কিছু বহিরাগত দুষ্কৃতি এসে হাওড়ার মল্লিকঘাটে ফুল বাজার সমিতির অফিস গৃহ থেকে কর্মীদের বাইরে বের করে দিয়ে অফিস গৃহে তালা মেরে দেয়। অফিস গৃহের মধ্যে থাকা অফিস পরিচালনার জন্য খাতা, বিল, বাজার পরিষ্কার–পরিচ্ছন্ন রাখার আনুষঙ্গিক প্রয়োজনীয় উপকরণ ছিল। অফিস গৃহে তালা মেরে দেওয়ার ফলেই টাকা তোলা, আবর্জনা ঝাঁট দেওয়া, আবর্জনা সরানোর কাজ বন্ধ হয়ে যায়। যে কারণেই ফুল বাজার দূর্গন্ধময়, নারকীয় পরিবেশে পরিণত হয়েছে। এই ফুল বাজার থেকে প্রত্যহ প্রায় কোটি টাকার ফুল, মালা, ব্রোকেট ক্রয়–বিক্রয় হয়ে থাকে। পারিবারিক পূজানুষ্ঠান, পারিবারিক অন্যান্য অনুষ্ঠান, ক্লাব প্রতিষ্ঠানের পূজানুষ্ঠান, নানান অনুষ্ঠান উপলক্ষে প্রয়োজনীয় ফুল, মালা, ব্রোকেট সংগ্রহ করতে, ক্রয়–বিক্রয় করতে সমস্যায় পড়েছেন সকলেই। মল্লিকঘাটের ফুল বাজারের বর্তমান পরিস্থিতি–র উন্নয়ন, সমাধান এর জন্য নব নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরে স্মারকলিপি জমা দিয়েছেন হাওড়া মল্লিকঘাট ফুল বাজার পরিচালন সমিতি। রাজ্যের শাসন ক্ষমতার পালাবদলের প্রথম ধাক্কাটা এল জীবিকার ঘাড়ে। প্রশাসনিক শূন্যতায় রাজনীতির রং লাগছে মল্লিকঘাটের গাঁদা–রজনীগন্ধায়।

উন্নয়নের লক্ষ্যে হাওড়ার বিভিন্ন ঘাট পরিদর্শন

সুমন আদক, হাওড়া : উন্নয়নের লক্ষ্যে দক্ষিণ হাওড়ার বিভিন্ন ঘাট পরিদর্শন করলেন সরকারি আধিকারিকরা। একাধিক গঙ্গার ঘাটের বর্তমান অবস্থা খতিয়ে দেখতে মঙ্গলবার বিকেলে ঘাটগুলি পরিদর্শনে আসেন তারা। সেখানে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ হাওড়ার বিজেপি নেতা শ্যামল কুমার হাতি। ঘাটগুলির পরিকাঠামোগত সমস্যা, সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি সম্পর্কে সরেজমিনে এদিন খোঁজখবর নেওয়া হয়। এদিন বিকেল প্রায় ৩টা নাগাদ বি গার্ডেন গঙ্গার ঘাটে পৌঁছন কেএমডিএ–র গঙ্গা অ্যাকশন প্ল্যানের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার দেবস্মিতা পালচৌধুরী। সেখানে তিনি স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে ঘাটের বিভিন্ন সমস্যা ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করেন। ওই পরিদর্শন শেষে দেবস্মিতা পালচৌধুরী জানান, 'সরকারি নির্দেশ অনুসারে ঘাটগুলির অবস্থা পর্যালোচনা করতেই এই সফর। এই ঘাটগুলিতে হিন্দু ধর্মীয় আচার–অনুষ্ঠান, প্রতিমা নিরঞ্জন এবং বিভিন্ন ছোটখাটো পুজো অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু অধিকাংশ ঘাটের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। ফলে সাধারণ মানুষকে নানা

সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। সমস্ত বিষয় খতিয়ে দেখে একটি বিস্তারিত রিপোর্ট জমা দেওয়া হবে।' এদিন শুধুমাত্র বি গার্ডেন ঘাট নয়, নাজিরগঞ্জ ঘাট, পোদরা ঘাট এবং পোদরা বারোয়ারীতলা ঘাটও ঘুরে দেখেন তারা। এই বিষয়ে দক্ষিণ হাওড়ার বিজেপি প্রার্থী তথা দলের প্রাক্তন জেলা সভাপতি শ্যামল কুমার হাতি বলেন, 'এদিন দুপুরে কেএমডিএ–র এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার দেবস্মিতা পালচৌধুরীরকে সঙ্গে নিয়ে আমরা দক্ষিণ হাওড়ায় অবস্থিত বিভিন্ন ঘাটের দুরাবস্থা চাক্ষুস করলাম। ঘাটগুলির আশু সংস্কারের প্রয়োজন। ওনারা প্রত্যেক জায়গায় স্থানীয় মানুষের অভিযোগ শোনেন। বিগত তৃণমূল সরকার চুরিতে সক্রিয় থাকায় এব্যাপারে একেবারে উদাসীন ছিল। দীর্ঘদিন ধরে ঘাটগুলির সংস্কার করা হয়নি। বহু বছর ধরে ঘাটগুলিকে অবহেলায় ফেলে রাখা হয়েছে। ফলে আজ সেগুলির অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। কীভাবে এগুলির সংস্কার ও সৌন্দর্যায়ন করা যায় তা নিয়ে আমরা আগামী দিনে এগিয়ে যাব। গত ১৫ বছরে পূর্ববর্তী সরকার এই ঘাটগুলির উন্নয়নে কার্যত কোনও পদক্ষেপ করেনি। বর্তমানে শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে সরকার সাধারণ মানুষের সমস্যা সমাধানে কাজ করছে এবং আশা করছি ঘাটগুলিরও দ্রুত উন্নয়ন হবে।'

ফের সিঙ্গুরে শিল্পের স্বপ্ন শমীকের বার্তায়

মলয় সুর, হুগলী : ভোটের আগে দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষায় সিঙ্গুরে শিল্পের বার্তা দিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। রবিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে বিজেপির রাজ্য সভাপতি বলেন, চাষীদের সিঙ্গুরেই ফেরাব, গাড়ির কারখানা না হলেও, অন্য কোনও কারখানা হবে, এটা আমাদের চ্যালেঞ্জ, এ বিষয়ে কথাবার্তা শুরু হয়ে গিয়েছে, বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ তথা দলের শীর্ষ নেতা শমীক ভট্টাচার্য এমনটাই দাবি করেন, রাজ্যে শিল্প স্থাপন নিয়ে নতুন ভোরের স্বপ্ন দেখছেন সিঙ্গুরবাসী– গোপালনগর, খাসের বেড়ি, সিনহের ভেড়ির মতো মৌজায় বেরাবেরি, সিঙ্গুরবাসী জমিতে নতুন সম্ভাবনায় অবহেলিতভাবে পড়ে থাকা জমিতে নতুন সম্ভাবনায় বুক বাঁধছেন আগের জমানায় ইচ্ছুক ও অনিচ্ছুক কৃষকরা, রাজ্যে পালাবদলের পর বিজেপির সরকারের হাত ধরে জমি আন্দোলনের আঁতুড়ঘর সিঙ্গুরে শিল্প স্থাপনের মধ্য দিয়ে নতুন দিনের সূচনা হবে বলে দাবি করেছেন বিজেপি নেত্রী ও মন্ত্রীরা। ২০০৬ সালে জমির চরিত্র ও পরিবেশ অন্য ছিল এখন ভাতা ও চাল চাই না, এখন কাজ চাই, শিল্প চাই, সিঙ্গুরে ৩ হাজার ৬০০ জন ভাতা ও চাল পান, তার মধ্যে ১৪০০ খেতমজুর,

সিঙ্গুরে নবনির্বাচিত বিধায়ক তথা শিক্ষক অরূপ কুমার দাস বলেন, আমাদের প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রী ভোটের আগেই সিঙ্গুরের মাটিতে এসে সিঙ্গুরে শিল্পের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কৃষকদের ইচ্ছুক ও অনিচ্ছুকদের একজোট করে তাদের সম্মতি নিয়ে সেই জমিতে শিল্প করা হবে। এর ফলে সমস্ত তরুণ–তরুণীর কর্মসংস্থানের পথ সুগম হবে। ২০০৬ সালে বামেরা একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পরেই সিঙ্গুরে গাড়ি তৈরির কারখানার জন্য কৃষি জমি অধিগ্রহণ করেছিল। জোর করে কৃষি জমি অধিগ্রহণ ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজ্য রাজনীতি উত্তাল হয়ে উঠেছিল। ২০১১ সালে রাজ্যে পালাবদলের পরে সিঙ্গুরে জমি কারখানার স্মৃতিচিহ্ন নিয়েই দাঁড়িয়েছিল তৃণমূল সরকার। ২০১৬ সালে দ্বিতীয় বার ক্ষমতায় আসার পর দীর্ঘ আইনি লড়াইয়ের পর সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে কৃষকদের জমি ফিরিয়ে দেয় তৃণমূল সরকার। জমির ফেরত এর পরে ১০ বছর কেটে গেলেও সিঙ্গুরের পড়ে থাকা জমিতে কৃষি, শিল্প সেভাবে মাথা তুলতে পারেনি। সিঙ্গুর শিল্প বিকাশ উন্নয়ন কমিটির সভাপতি উদয়ন দাস বলেন, আমরা আগাগোড়া সিঙ্গুরে শিল্প চেয়েছিলাম, সেই কারণেই জমি দিয়েছিলাম, এখনও আমরা শিল্প চাই।

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত
আলিপুর বার্তা
কলকাতা : ৬০ বর্ষ, ৩৩ সংখ্যা, ১৩ জুন – ১৯ জুন, ২০২৬

লন্ডন নয় কলকাতাই থাক

দীর্ঘ প্রায় ২০০ বছরের পরাধীনতার গ্লানি কখনও কখনও রাজভক্তিতে রূপান্তরিত হয় অচেতনে কিংবা চেতনে। পূর্ববর্তী সরকারের প্রধান এবং মন্ত্রীসভার কোনও কোনও সদস্য কলকাতা শহরকে ‘লন্ডন’ বানাবার ব্যাপারে অত্যন্ত উৎসাহী ছিলেন। যদিও এ শহর থেকে, এ দেশ থেকে ব্রিটিশ প্রভুদের বিদায় দিতে অনেক সংগ্রাম, অনেক নির্যাতন, অনেক রক্তপাত এবং প্রাণ বলি দিতে হয়েছিল। কোথাও কোথাও ব্রিটেনের বিগবেন ক্লক টাওয়ার পর্যন্ত লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করে বসানো হয়েছে। ইংরাজি মাধ্যম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান–এ ভরিয়ে তোলা হয়েছে রাজ্য। ব্রিটেন না বাংলা, স্পষ্ট জানা না গেলেও ‘ব’ অক্ষরের দুর্বোধ্য প্রতীক ও স্থাপনায় শুধু কলকাতা নয়, সারা পশ্চিমবঙ্গ ছেয়ে গিয়েছিল।

শাসক দলের পরিবর্তন ঘটেছে। কিন্তু পূর্ববর্তী শাসকদের দল অবিশ্বাস্য রকমের বিপর্যয়ের মুখে। ভাঙ্গনের পথে সেই দল ও ‘ব’ চিহ্নও প্রায় নিশ্চিহ্ন হতে চলেছে।

রাষ্ট্রবাদী দলের অঙ্গীকার নিয়ে সদ্য নতুন দল ক্ষমতায় এসেছে। রাষ্ট্রবাদী দেশপ্রেমিক নায়কদের আশা করি সম্মান জানাবেন তারা। লন্ডনের অনুকরণে লজ্জাজনক কোনও পরিকল্পনা আর যেন বঙ্গবাসীকে দেখতে না হয়। কলকাতা শহরে নিয়মমাফিক জীবন জীবিকা চলুক সবার। পুরসভার স্বচ্ছতা ও পৌর পরিষেবায় এবার কথায় ও কাজে স্বচ্ছতা ফিরে আসুক। পথের ধারে অভুক্ত মানুষ কিংবা ভিক্ষুকের অসহায়তার দিন শেষ হোক। কলকাতা শহরের নিজস্ব সংস্কৃতি ফিরে আসুক। হোটেল ও নাইট ক্লাব–এ উদ্দাম পশ্চিমী সংস্কৃতির চোরা স্রোতে যুবশক্তি যাতে বিপথগামী না হয় সে ব্যাপারে সতর্ক থাকুক প্রশাসন। সরকারী আবাসনগুলির সংস্কার ও স্বচ্ছ পরিষেবা আসুক। শুধুমাত্র চুক্তিকেন্দ্রিক লোক নিয়োগের পরিবর্তে যোগ্য স্থায়ী নিয়োগ চালু হোক। সরকারী এল.আই.জি. আবাসনগুলির প্রতি যত্নশীল হোক সরকার কারণ পূর্ববর্তী আবাসন দপ্তরের মন্ত্রীমহাশয় আজ প্রশ্নের মুখে অন্যান্য অনেক প্রাক্তন মন্ত্রীদের মতোই।

কলকাতা শহরের শব্দ দূষণ, বায়ুদূষণ এবং দৃশ্যদূষণ কমাবার জন্য এগিয়ে আসুক সদ্য বিপুল জনসমর্থন অর্জনকারী সরকার। ব্রিটিশ বিরোধী মনীষী, সংগ্রামী শহীদরা যথাযথ স্থান পান কলকাতা শহরে এবং পাঠ্যে যাতে আগামী প্রজন্ম যথার্থ রাষ্ট্রবাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে ওঠে।

এ শহর ঐতিহ্যের শহর, এ শহর থেকে ভারতের জ্ঞানচর্চা ও সাংবাদিকতার উন্মেষ ঘটেছিল প্রথম। প্রয়োজনে হেরিটেজ কমিটির নতুন করে গঠন ও মূল্যায়ন হোক। কোনও কংগ্রেস ও প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদদের বাড়ীকে যেন কলকাতা কর্পোরেশনের ‘ব্লু–প্ল্যাক’ দিয়ে চিহ্নিত না করা হয়। রবি ঠাকুর, স্বামীজি ও নেতাজির কলকাতা থাক কলকাতাতেই।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

‘স্থিতি প্রকরণ’

তার কল্পনা যহেতু অতুলনীয়, তাই তার কল্পনাতে যা সৃষ্ট হয়, তা অসত্য হলেও সত্যরূপে আচরিত হয়। কিন্তু মন যখন বাসনা, কল্পনা ইত্যাদি বর্জন করে, তখন জগৎ–শরীর–সৃষ্টি রূপে যা যা উৎপাদিত হয়েছে, তা অবস্থান করার ক্ষেত্র কোথায় পাবে? যে পটে চিত্র অঙ্কিত হয়েছে, সেই পটই যদি থাকল না, তবে চিত্রকেও বিলুপ্ত হতে হয়। চলমান চিত্রে বিভিন্ন অবস্থা দেখা যায়, চঞ্চল জগতে জন্ম–ব্যাধি–জরা–মৃত্যুর মত বিভিন্ন অবস্থাও দেখা যায়। বিচার ক'রে দেখলে দেখা যাবে, এই অবস্থাসমূহও সত্য নয়। যে আত্মায় সকল চিত্র বা অবস্থা বিধৃত হয়ে আছে বোধ হয়, সেই আত্মা অসীম হওয়ায়, তাঁর হ্রাস–বৃদ্ধি যেমন অসম্ভব, তেমনই তাঁর জন্ম–মৃত্য ইত্যাদি পরিচ্ছিন্নতা হতেই পারে না। তিনি সর্বব্যাপক হওয়ায় সমস্ত ভূতমধ্যে তাঁর অধিষ্ঠান থাকে, তুমি নিজের মধ্যে সেই অখণ্ড আত্মাকে উপলব্ধি কর। জলযানে ভ্রমণকালে যেমন তীরের স্থবির–বৃক্ষাদিকে সচল দেখা যায় যায়, তেমনই অজ্ঞানবশে সেই অখণ্ড আত্মাকে খণ্ডিতরূপে দেখাও ভ্রমই বটে। সেই ভ্রম মায়াবশেই সুদৃঢ় হয়। সুতরাং হে রাম। তুমি বিবেকবান্ হয়ে জগৎ পরিত্যাগ ক'রে অমায়িক আত্মার ভাবনা কর। কামনা–সঙ্কল্পের মূলস্বরূপ এই জগতকে সত্য মনে ক'রলে দুঃখ–যন্ত্রণা অবশ্যম্ভাবী। ব্রহ্মই যখন একমাত্র বস্তু, তখন বৃথাই কেন অন্য কোন অবস্তুকে বস্তু বোধ ক'রে দুঃখ বন্ধনে জর্জরিত হওয়া? যে মূর্খ ব্রহ্মের সত্যতায় অনাগ্রহী হয়ে অসত্য জগতে সুখের সন্ধানে মত্ত থাকে, সে কখনও পুরুষার্থ লাভ করতে পারে না। এই শরীর ও জগৎ মনের ইচ্ছায় চিত্রায়িত হয়, আবার মনের বিলয়ে শরীর ও জগতের অস্তিত্ত্ববিহীনতা স্পষ্ট হয়। সুতরাং সেই অলীক জগতের বিলয়ে কিছুই বিনষ্ট হয়না। তুমিই বল, কল্পনায় চিত্রিত জগচ্ছবির বিলয় বা স্থিতিতে কোন ক্ষতি বা বৃদ্ধি হয় কি? যা শুধুই অসত্য, তার বিলয়ে ও স্থিতিতে কিসের শোক, কিসের হর্ষ? যা অলীক, তার আবার নাশ কিভাবে সম্ভব? নাশ না হলে দুঃখই বা কেন? হে সুমতে। যা একান্তভাবে সত্য তার তো নাশ সম্ভবই না। এই জগতের মধ্যমণি যে ব্রহ্ম, তিনিই তো একমাত্র সত্য, তাই তাঁর নাশ বা বিকার কিছুতেই সম্ভব নয়। সুতরাং তাঁরই আশ্রয় গ্রহণীয়। বাল্মীকি বললেন, এমন সময়ে সূর্য্য অস্তমিত হলে সভাস্থ সকলে সায়ংকৃত্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে গত্রোত্থান ক'রলেন, পরদিন প্রভাতে আবার সভা শুরু হল।

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেসবুক বার্তা

ব্যাঙের অদ্ভুত স্বভাব

ব্যাঙ যখন কোনো বি/ষাক্ত বা অপাচ্য বস্তু খায়, তখন মানুষের মতো সাধারণভাবে বমি করতে পারে না। এর পরিবর্তে, ব্যাঙ তার পাকস্থ/লীকেই মুখ দিয়ে উল্টে বাইরে বের করে এনে ভেতরের ক্ষ/তিকর বস্তু পরিষ্কার করে এবং পরে শরীরের ভেতরে টেনে নেয়, এই বিরল প্রক্রিয়াকে গ্যা/স্ট্রিক ইভা/র্শন বলা হয়

পুজোয় অনাচারের ফল ভুগছে ভণ্ড ভক্তের দল

প্রণব গুহ

মহাপতনের পথে /৩

আদ্যাশক্তি মহামায়ার বস্তুগত শক্তি হলেন দুর্গা। মহা পরাক্রমী রাবণ রুপী অশুভ শক্তিকে বিনাশ করতে শ্রীরামচন্দ্র অকালে এই শক্তিকে জাগিয়েছিলেন। অকাল বোধনের এই শক্তি পূজাই ক্রমে বাংলার শ্রেষ্ঠ উৎসব হয়ে ওঠে। কিন্তু আজকের মত পাড়ায় পাড়ায় হাজার হাজার দুর্গা পুজো তখন ছিল না। একে সার্বজনীন হতে বহু সময় পার করতে হয়েছে। কারণ বোধন থেকে বিসর্জন পর্যন্ত ৫ দিন ধরে দশভুজার এই পুজো যেমন ব্যয় সাপেক্ষ এর বিধি নিয়ম, আচার অনুষ্ঠান তেমন কঠিন। দুর্গা মূর্তির রূপ, পূজা পদ্ধতি, নিরঞ্জন বিধি কারোর ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। সব কিছু পুখানুপুঙ্খ বর্ণনা করা আছে শ্রীচন্ডীতে। এর এতটুকু অন্যথা হলে শক্তি জাগানো তো দূরের কথা অকল্যাণ হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। ফলে এই পুজো করতে গেলে প্রচুর অর্থ ও লোকবল প্রয়োজন। তাই সেকালে রাজা, জমিদার, বড় ব্যবসায়ী ছাড়া দুর্গা পুজো করার সাহস তেমন কেউ দেখাতেন না। ১৬১০ সালে সাবর্ন রায় চৌধুরী পরিবার বড়িশায় তাদের পৈতৃক বাসভবনে এই পুজো শুরু করে। এটিই সম্ভবত কলকাতার সবচেয়ে প্রাচীন পুজো। ১৭৫৭ সালে দুর্গা পুজো শুরু হয় শোভাবাজার রাজবাড়িতে। কিছু নির্দিষ্ট অতিথি ও নামজাদা বাবু ছাড়া এই পুজো ছিল সাধারণের ধরা ছোঁয়ার বাইরে। এর ১৫৩ বছর পর ১৯১০ সালে ভবানীপুরের বলরাম বসু ঘাট রোডে ভবানীপুর সনাতন ধর্মৎসাহিনী সভা দ্বারা কলকাতায় প্রথম বারোয়ারি দুর্গাপুজো আয়োজিত হয়েছিল।

সে পুজোও ছিল অত্যন্ত নিষ্ঠার ও ভক্তির।

‘দুর্গা’ শব্দের অর্থ অজেয়, মানে যাকে জয় করা যায় না। তিনি দশভূজা, অর্থাৎ দশ হাতে বিভিন্ন অস্ত্র ধারণ করেন। সার্বজনীনতার ছোঁয়া পেয়ে ভক্তি, নিষ্ঠা ও আবেগ দিয়ে সেই দশভূজা অজেয় শক্তির আশীর্বাদ জয় করে নিয়েছে বাঙালি। দুর্গা পুজো তাই সমৃদ্ধি এনে দেয় বাংলার প্রত্যেকটা সমাজকে। বাঙালির আধ্যাত্মিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক জগৎ জুড়ে রয়েছে দুর্গা পুজোর মহিমা। দশকের পর দশক ধরে এভাবেই চলেছে বাঙালির পুজো। ১৯৮৫ সালে প্রথম টুইস্ট আসে মূলত কলকাতার পুজোয়। সেই বছর এক বাণিজ্যিক সংস্থা দুর্গা পুজোর প্রতিযোগিতা ঘোষণা করে। একারণেই বদলে যায় কলকাতার পুজোর চিরকালীন স্বাদ। পুরস্কারের আশায় আমূল পরিবর্তন ঘটে গেল বাইরের সাজসজ্জায়। তবে প্যান্ডেল, আলোকসজ্জা, বেশভুষায় চমক আসলেও তখনও ব্রাত্য হয়ে যায়নি শ্রীচণ্ডী বর্ণিত মায়ের রূপ, অঙ্গসজ্জা ও আচার বিচার।

বিশেষ করে কলকাতার দুর্গা পুজোয় অনাচার শুরু হল ২০১১ সালে তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় আসার পর। শুধুমাত্র যে কোনো উপায়ে অর্থ কামানোর জন্য দুর্গা পুজোকে পণ্যে পরিণত করে মমতা ও তাঁর অর্থলোভী চাটুকার সাগরেদরা। মণ্ডপে মণ্ডপে স্থান পেতে থাকে মা দুর্গার বিকৃত রূপ। শাস্ত্র রচিত আসল রূপ ছোট হতে হতে ছোট্ট খেলনায় পরিণত হয়। নকল রূপের প্রশংসায় মেতে ওঠে সকলে। সার্বজনীন পুজোয় মায়ের কাছে সন্তানের আগমনের মাঝে বসে ভিআইপি গেট, বিক্রি করা হয় টিকিট। কলকাতা জুড়ে পুজো মণ্ডপ নয় বসেছে যেন শিল্পের প্রদর্শনী। দূরে চলে যায় আচার, বিচার, নিষ্ঠা। মা দুর্গা ভাগ হয়ে যান সাবেক ও আধুনিক ভাগে। মায়ের চক্ষুদান পুজোর একটি বিশেষ পর্ব। সেখানেও শুরু হয় অনাচার। নিজেদের ইচ্ছামত সময়ে ও যাকে তাকে দিয়ে করা হয় চক্ষুদান। মায়ের বোধন হল জোর করে দখল করা অবৈধ ভূমিতে। পুজোর তহবিল ভরলো চোখ রাঙানির অর্থে। তাতে লেগে রইলো অত্যাচারিতের চোখের জলের দাগ। কোনো শাস্ত্রীয় মতে নয়, মহালয়ার আগেই একজন ব্যক্তির ইচ্ছায় সরিয়ে ফেলা হতে লাগলো মায়ের আবরণ। মণ্ডপে আসার রাস্তাকে অযথা জটিল করে আবেগের, ভক্তির পুজো হয়ে উঠলো বিরক্তির উৎসব। নেতামন্ত্রীদের ক্যারিশমা তুলে ধরতে স্থানীয় বাসিন্দাদের চরম দুর্ভোগ দুর্গাপুজোকে করে তুললো অসহ্য। বাঙালি ভাবতে লাগলো কবে এই পুজো শেষ হবে। আচার–বিচার না মেনে যেখানে সেখানে স্টলের রমরমা। এরপর আবার বাঙালির শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক উৎসব দুর্গা পুজোকে সরকারি অনুদানের নামে তোলা হল নিলামে। আর সেই নিলামের অর্থ লাগলো মায়ের পূজায়। যুগান্তর ও আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিবেদনগুলি ১৯৫০–এর দশক থেকে সার্বজনীন পূজার ব্যয়ের একটি মোটামুটি ধারণা দেয়। ১৯৫৭ সালে, প্রতিটি সম্প্রদায় গড়ে ৮,০০০ থেকে ১২,০০০ টাকা ব্যয় করত, সেই সময়ে পূজাগুলির সম্মিলিত ব্যয় ছিল প্রায় ২৫ লক্ষ টাকা, ১৯৮৪ সালে, সেই মোট ব্যয় বেড়ে প্রায় ২ কোটি টাকা হয়েছিল। ২০১২ সালে টাইমস অফ ইন্ডিয়ার একটি প্রতিবেদনে কলকাতায় সেই মরসুমে দুর্গাপূজার ব্যয়ের পরিসংখ্যান দেওয়া হয়েছিল। প্রতিবেদন অনুসারে, কলকাতায় ৩,৫৭৭টি পূজায় মোট ১২৩.০৫ কোটি ব্যয় হয়েছিল। রাজ্যের কর্ণধার হবার ক্ষমতার দম্ভে মমতা ও কিছু অর্থপিশাচ সহযোগী অনাচারের চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে গেলেন বাঙালির আবেগকে। ২০১৬ সাল থেকে কলকাতায় শুরু হল দুর্গাপুজো কার্নিভাল। সুসজ্জিত মণ্ডপে বিলাসী কায়দায় উপস্থিত অতিথিদের সামনের রাস্তায় একে একে এসে দেখা দিচ্ছেন মাতৃমূর্তি। সেখানে দেবীর থেকে মেকি দেবীর কদর বেশি। দাম্ভীকতার এর থেকে বড় প্রদর্শনী আর কি হতে পারে! ২০২১ সালে ভারতীয় সংস্কৃতি মন্ত্রকের প্রস্তাব মেনে কলকাতার দুর্গাপুজোকে মানবজাতির অস্পর্শণীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যর মর্যাদা দেয় ইউনেস্কো। যিনি এই প্রস্তাবের কারিগর সেই তপতি গুহঠাকুরতাকে ভুলে মমতা বন্দোপাধ্যায়ের ভূমিকাকে প্রচার করা হয় ফলাও করে। এও এক ব্যক্তি অনাচার। আর এই ইউনিস্কোর লোগোকে অবৈধভাবে কাজে লাগিয়ে পয়সা কামাতে লাগে দুর্গা পুজো নিয়ে ব্যবসা করা চাটুকারের দল।

অলক্ষ্যে হাসেন অন্তর্যামী। মনে রাখতে হবে দুর্গতিনাশিনী দুর্গাই হলেন দুর্গতি দেবার অধিকারিণী। আজ বড় পুজোর পরিচালক বলে পরিচিত ভণ্ড ভক্তের দল দেবাশীষ, অরূপ, সুজিত, ববি, ইন্দ্রনীল এবং মমতা যে দুর্গতি ভোগ করছেন তার কারণ হলেন দেবী দুর্গা। এরা এখন বাঙালির ঘৃণার পাত্রপাত্রীতে পরিণত হয়েছে। এভাবেই ভগবান তাঁর জীবকুল মানুষের মাধ্যমেই অনাচার ধ্বংস করেন। এভাবেই যুগে যুগে বিনাশ হয়েছেন হিরণ্যকশিপু, রাবণ, কংস সহ অনাচারির দল। দুর্গা শক্তি আসলে ভগবান বিষ্ণুর আদি পরাশক্তি, দেবতাগণের সমষ্টিগত তেজের আধার। ইনিই চণ্ডীকা, ভবানী, পার্বতী, অম্বিকা, জগন্মাতা, দুর্গতিনাশিনী, নারায়ণী। এই শক্তিকে নিয়ে খেলা করলে কি হয় মমতা ও তাঁর বাহিনীর দুর্গতি হল তার প্রকৃষ্ঠ উদাহরণ। আজ যারা ক্ষমতায় তাদেরও বাঙালির এই আধ্যাত্মিক আবেগকে নিয়ে কিছু করার আগে দশবার ভাবা দরকার।

তৃণমূলের ভরাডুবিতে বামেদের উত্থান?
সিঁদুরে মেঘ দেখছে জনগণ

সঞ্জয় চক্রবর্তী

তৃংমূল কংগ্রেসের জমানার অবসান ঘটিয়ে এখন এরাজ্যে বিপুল ভোটে জন সমর্থন নিয়ে এককভাবে জয়লাভ করেছে বিজেপির ডবল ইঞ্জিন সরকার। পরিবর্তনের পরিবর্তন ঘটেছে। এক সময় বামেদের ৩৪ বছরের অপশাসনের অবসান ঘটিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় আসে। বামেদের ৩৪ বছরের অত্যাচার এরাজ্যের মানুষ দেখেছে। আবার জাতীয় কংগ্রেসকে ভেঙে মমতা ব্যানার্জীর নেত্রীত্বে তৃণমূল কংগ্রেস ১৫ বছরও দেখেছে।

তৃণমূল কংগ্রেসের উত্থান ও বামেদের ৩৪ বছরের পরাজয়ের দিকে যদি লক্ষ্য করা যায় তবে প্রথমেই যেটা সামনে আসবে সেটা হল মুসলিম ভোটব্যাঙ্ক। মুসলিম ভোট ব্যাঙ্ক মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার ফলে বামেদের যে পরাজয় তা বলাই বাহুল। তৃণমূল কংগ্রেস ১৫ বছরে বামেরা নানান নির্বাচনী রণকৌশল করেও নিজেদের হারানো জমি ফিরে পেতে ব্যর্থ। তাই ১৫ বছরের ক্ষত চিহ্ন বুকে নিয়ে বামেরা এখন তলানিতে ঠেকেছে। এবাররে নির্বাচনের আগে বামেদের বিভিন্ন কর্মীমহলে একটা শ্লোগান ঘোরাফেরা করছিল– ‘রাম এলেই বাম আসবে’। বাংলার মানুষ এখানেই সিঁদুরে মেঘ দেখছে। কারণ তৃণমূলকে হারিয়ে এরাজ্যে বিজেপির ডবল ইঞ্জিন সরকার। এখন জনগণের কাছে যে শব্দটা ঘুরে ফিরছে ও ভয়ের কারণ

হয়ে দাঁড়িয়েছে তা হল–‘রাম এলেই বাম আসবে’ বামেদের এই কথার মানে কি?

বিজেপির ডবল ইঞ্জিনের সরকারের দিকে যদি একটু নজর দেওয়া যায় তবে দেখা যাবে তারা জনগণের রায়ে এককভাবে জয়লাভ করেছে ঠিকই তবে গ্রামীণস্তরে তাদের সংগঠন এখনও দুর্বল। আর এই সুযোগ বামেরা কোনোভাবে হাতছাড়া করতে চাইবে না। তাই নির্বাচনে তৃণমূলকে হারিয়ে বিজেপির জয়লাভের সঙ্গে সঙ্গে বামেদের বিশেষ করে গ্রামীণ স্তরের নেতা–কর্মীরা গেরুয়া আবির মেখে নিতে একদম ভোলেনি। আর এখানেই সাধারণ মানুষের মনে প্রশ্ন চিহ্ন ঘুরে ফিরছে। বামেরা তাদের রণকৌশল আসলে কোন দিকে নিয়ে যেতে চাইছে।

আইএসএফের সঙ্গে বার বার জোট মুসলিম ভোট ব্যাঙ্ক ফিরে পাবার আসা। বিজেপিকে দিয়ে তৃণমূলের কাঁটা পরিষ্কার করে বামেদের পথ প্রসস্থ করা। এই পর্যন্ত বোঝা গেল কিন্তু তারপর?

সামনে পঞ্চায়েত নির্বাচন গ্রামীণ স্তরে গেরুয়া আবির মেখে যে বামেরা ছোটাছুটি করছে পঞ্চায়েত ভোট প্রার্থী হবার জন্য তারা সত্যি কি গেরুয়া শিবিরকে ভালোবাসে। না কি ছুঁচ হয়ে ঢুকে গেরুয়া শিবিরকে ফাল করবার চেষ্টা।

এমনিতেই দুর্নীতির দায়ে তৃণমূল কংগ্রেস দলটি বেসামাল। দ্বিতীয় স্থানে থেকেও তারা হারিয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। বাংলার জনগণ যেটা ভয় পাচ্ছে তা হল বামেরা নিজেদের জমি পুনঃউদ্ধার করতে শেষে রাম–রহিমের মধ্যে যুদ্ধ লাগাবে না তো?

পুরোনো ইতিহাস আবার ফিরে আসবে না তো? প্রশ্নগুলো থেকে যায় কারণ ফলতার ফল দেখীয়েছে মুসলিম ভোট তৃণমূলকে ছেড়ে আশ্রয় নিয়েছে রাম ও কংগ্রেসে। ফলে এই ভোটকে ধরে রাখতে বামেরা যে মরিয়া চেষ্টা চালাবে তা বলাই বাহুল্য। বিশেষ করে তৃণমূল যত ক্ষয় হবে মুসলিম ভোট ততটাই সরে যাবে বামেদের দিকে। আস্ত তৃণমূল যে ২ কোটির বেশি ভোট পাওয়ার কথা বলেছে তার বেশিরভাগটাই হল মুসলিম ভোট। তীব্র মেরুকরণের ফলে পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু ভোট যদি পুরোটাই বিজেপির দিকে ঢলে পড়ে তাহলে বেশিরভাগ মুসলিমরা তাদের নতুন ঠিকানা খুঁজে নেবে লাল পতাকার নীচে বাকিটায় ভাগ বসাবে কংগ্রেস।

এমনি নানা আতঙ্কে ভুগছে সাধারণ মানুষ। এখন দেখার বিজেপির ডবল ইঞ্জিন সরকার তার সুশাসনের মধ্যে দিয়ে এই বিষয়গুলো কিভাবে পরিচালনা করে। আর এরাজ্যে নিশ্চিন্তে রাম–রহিম হাতে হাত রেখে পথ চলতে পারে।

দেশ দেশান্তরে

মার্কিন হামলায় তিন ভারতীয় নাবিক নিহত

ঋজু দাস : ওমান উপকূলের কাছে একটি তেলবাহী জাহাজে মার্কিন হামলায় ৩ ভারতীয় নাবিক নিহত হওয়ার ঘটনায় তীব্র উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ভারত। বৃহস্পতিবার ভারতের বিদেশ মন্ত্রক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বাণিজ্যিক জাহাজে হামলা বন্ধ করার আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, এই ধরনের পদক্ষেপ আঞ্চলিক শান্তি ও আন্তর্জাতিক নৌপরিবহণের নিরাপত্তার জন্য ক্ষতিকর।

বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল জানান, বুধবার নয়াদিল্লিতে নিযুক্ত মার্কিন চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্সকে তলব করে ভারতের গভীর উদ্বেগের কথা জানানো হয়েছে। তিনি বলেন, ‘এই হামলা বন্ধ হওয়া উচিত। আমরা সংলাপ ও কূটনৈতিক সমাধানের মাধ্যমে দ্রুত শান্তি ও স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনার আহ্বান জানাই।’

মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ড দাবি করেছে, ‘সেভ্তেবেল্লো’ নামের জাহাজটি ইরান–সংযুক্ত তেল পরিবহণের মাধ্যমে চলমান মার্কিন অবরোধ ভঙ্গ করার চেষ্টা করছিল। তাদের অভিযোগ, জাহাজের ক্রুরা নির্দেশ অমান্য করায় ইঞ্জিন কক্ষে নির্দিষ্ট হামলা চালানো হয়। তবে জাহাজটির পরিচালনাকারী সংস্থা ‘আইওএস মেরিন এফজেডই’ এই অভিযোগ অস্বীকার করে জানিয়েছে, জাহাজটির সঙ্গে ইরান বা ইরানি তেলের কোনও সম্পর্ক নেই। তারা ঘটনার আন্তর্জাতিক তদন্ত দাবি করেছে।

হামলার পর জাহাজে অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে ওমান নৌবাহিনী উদ্ধার অভিযান চালিয়ে ২১ জন ভারতীয় নাবিককে নিরাপদে উদ্ধার করে। নিহতদের মধ্যে রয়েছেন শিবানন্দ চৌরাসিয়া। তার পরিবার জানিয়েছে, কয়েক দিন আগেও তিনি বাড়িতে ফোন করে সবকিছু স্বাভাবিক থাকার কথা বলেছিলেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী

সর্বানন্দ সোনোয়াল তিন নাবিকের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে একে ভারতের সামুদ্রিক সম্প্রদায়ের জন্য বড় ক্ষতি বলে উল্লেখ করেছেন।

উল্লেখ্য, ১৩ এপ্রিল থেকে শুরু হওয়া মার্কিন অবরোধ অভিযানে একাধিক জাহাজকে লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে। আগামী সপ্তাহে জি–৭ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সম্ভাব্য বৈঠকের আগে এই ঘটনাকে কূটনৈতিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

অসামাজিক দুঃস্বপ্নে শান্তির চাতক গড়িয়াবাসী

বিবেকানন্দ মিত্র

অবাক জল পানের তেষ্টায় চির অতিষ্ঠ চাতক পাখি। তেমন সামাজিক শান্তি প্রত্যাশায় বহুকাল বিনিদ্র এলাকার দুর্ভাগাবাসী।

এ আবার কেমনতর অলুক্ষণে কথা? এমনতর ভয়ানক নালিশ তুললেই হল নাকি? মুখের কথায় তো আর ট্যাক্স লাগে না। যেখানে রাজ্য জুড়ে শুধু উন্নয়ন আর উন্নয়ন দলগত ভোটমুখী শাসকের ইস্তেহার দাবি করা হয়, সেখানে শান্তির আশায় মানুষ হয়ে উঠেছে ছটফটে চাতক পাখি, এসব আদৌ সম্ভব নাকি বাস্তব জীবনে? তথ্য তালাশের সন্ধানে এবার না হয় সরাসরি পৌঁছে যাওয়া রাজপুর–সোনারপুর পৌরসভায়। ওয়ার্ড বলতে বিশেষতঃ ৩০ ও ৩১ নম্বর এলাকা। পক্ষান্তরে বৃহত্তর গড়িয়ার একাংশ।

এখানে পেশাদারী সন্ধানী চোখ কিন্তু এটাই মান্যতা দেয় অবশেষে, যাহা রটে তাহা কিছু বটে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক মধ্যবয়স্কা আক্ষেপের সুরে বলে ওঠেন, এখানে ফ্ল্যাট কিনে ফেঁসে গেছি। সন্ধ্যে নামলেই আবাসন লাগোয়া রাস্তায় প্রকাশ্যে মদের আসর বসে যত্রতত্র। বহিরাগত যুব কপোত–কপোতী এসে বাইক বসে মদ্যপান করতে থাকে রাস্তায় অবাধে। কেউ কিছু বলতে পারেন না আতঙ্কে। শাসকের নেতা নেত্রীরা সব দেখেন অবশ্যই নিত্যদিন। সুষ্ঠু সমাধান আন্তরিক ভাবে তারা না চাইলে এসব বন্ধ হবার নয়। কোন আসক্তিতে কেন তারা চান না সমাধান তা তারাই জানেন। প্রায় একই আতঙ্ক শোনা গেল স্থানীয় এক আইটি পুরুষ কর্মীর গলায়। তার বক্তব্য, ‘কোন যৌক্তিকতায় আমাদের ওয়ার্ডের অন্তর্গত বসবাস যোগ্য অঞ্চলে মদের দোকান খোলার মঞ্জুরি রাজ্য সরকার দিতে পারে জানি না। তবে আমরা নিত্য অশান্তির মধ্যে এখানে থাকতে বাধ্য হচ্ছি মদের দোকানের দৌরাত্ম্যে, এটা ধ্রুব সত্যি।’

এতো গেল ৩১ নম্বর ওয়ার্ডের নাগরিক আতঙ্কের এক ভয়াবহ নামাবলীর ইতিকথা। এবার তবে ৩০ নম্বর ওয়ার্ডের বারো মাসের তেরো পার্বণের চালচিত্র তুলে ধরা যাক। এইসব পার্বণ টার্বণ কিন্তু শুধুমাত্র ধর্মীয় উপাচারে সীমাবদ্ধ নয়। পাড়ার উঠতি দাদাদের দাদাবাজি পার্বণের ঠেলায় স্থানীয় আমজনতার তো প্রাণ–সলতেটাই অনেকটা নিবু নিবু অবস্থা। এখানে শব্দদূষণ বিধির কবে যে অক্কা প্রাপ্তি ঘটেছে তার হিসেব কে আর রাখে? মাঝরাত পর্যন্ত সাউন্ডবক্সে উচ্চস্বরে ডিজে বাজছে। বাজছে, চোলি কে পিছে কেয়া হ্যায়। এদিকে এইসব মাইক নিঃসৃত দানবীর শব্দের ভয়ে জড়সড় হয়ে গরমে নাজেহাল বন্ধ জানলার পিছে থরহরি কম্পমান সত্তর বছরের সম্প্রতি পেস মেকার বসানো স্থানীয় বৃদ্ধা। থোড়াই কেয়ার এসব ভাবনার। এখানকার দাদা নম্বর ওয়ানেরা যে এইসব এলাকায় নিত্য রাতে ফিস্টে মত্ত থাকেন। তারপর কি যেন বলে ওই যে ঢুলুঢুলু মদিরতা। এমতাবস্তায় রঙিন নিশিতে ফুল সাউন্ডে সাউন্ডবক্স না বাজলে চলে নাকি?

এখানেই শেষ নয়। সমালোচনার গরম গরম মশলার ভান্ডার এই দুই ওয়ার্ডে আরও রয়েছে। হঠাৎ হঠাৎ মাঝরাতে আকাশ বাতাস বিদীর্ণ করে বুক কাঁপানো শব্দে কেঁপে ওঠে গোটা এলাকা। শব্দবাজি না বোমা

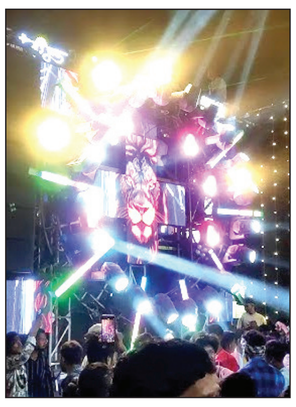

ফাটছে অহরহ তা প্রকৃতই অনুমান করা দুঃসাধ্য। হামেশাই কতিপয় যুবক ছাপা বিল বই হাতে ঝোলাতে ঝোলাতে উপস্থিত সিংহভাগ বাসিন্দাদের দুয়ারে দুয়ারে। দাবি হল, এই চাঁদা ওই উৎসব। তাঁদের নির্দিষ্ট করা চাঁদার অর্থ দিতেই হবে। অক্ষমতা দেখালেই বিনিময়ে হুমকি আর তর্জন গর্জন প্রাপ্তি আম আদমির কপালে অবশ্যম্ভাবী।

এমনতর উক্ত অভিযোগের বিরুদ্ধে কিন্তু সমস্যা নিরসনের কামনায় বেড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধবে কে? কার ঘাড়ে কটা মাথা আছে যে এইসব অসামাজিক প্রসঙ্গ তুলে পুলিশের কাছে অভিযোগ জানাবেন। কেউ কেউ অতি সাহস সঞ্চয় করে থানায় গিয়েছিলেনও কখনও সখনও। কিন্তু পুলিশ আধিকারিকেরা যে সেখানে ঠুঁটো জগন্নাথ। লিখিত অভিযোগ গ্রহণযোগ্য নথিভুক্ত তো হয়ই না থানায়, এমনই অভিজ্ঞতা তাদের। উল্টে অভিযোগকারীদের বিফল নয়নে বাড়ি ফিরে আসার সময় মনে করিয়ে দেওয়া হয় নিশ্চিতভাবে গুরুদক্ষিণা সিনেমার সেই বিখ্যাত ডায়ালগটা স্মরণ করিয়ে দিয়ে, ‘মাস্টারমশাই আপনি কিন্তু কিছুই দেখেননি।’

শিলিগুড়ি স্টেশনের সংস্কার শুরু

জয়ন্ত চক্রবর্ত্তী, শিলিগুড়ি : ঐতিহ্যবাহী শিলিগুড়ি টাউন স্টেশনের সংস্কারে হাত দিয়েছে রেল। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের কাটিহার ডিভিশনের ডিআরএম বীরেন্দ্র কুমার নাড়া স্টেশন সংস্কারের কাজ সরজমিনে ঘুরে দেখেন। এছাড়াও স্টেশন চত্বরে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে অংশ নেন। এরপরে তিনি নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে রেলের আধিকারিকদের নিয়ে তিনি একটি বৈঠকে করেন বলে জানা গেছে। পরবর্তীকালে শিলিগুড়ি জংশনে ডিজেল লোকো সেড পরিদর্শনা করে। বীরেন্দ্র কুমার বলেন, বহুদিন অপেক্ষা করার পর এই কাজ শুরু হয়ে গেছে। সেই কাজকে আরো ত্বরান্বিত করার প্রচেষ্টা করা হচ্ছে।

স্মারকলিপি প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি : ১০ জুন দার্জিলিং জেলা এ এবিটিএ-র জেলা শাখার পক্ষ থেকে কর্মরত শিক্ষকদের থেকে অব্যাহতি দেওয়া বকেয়া ডিএ প্রদান ও সপ্তম পে কমিশন অবিলম্বে কার্যকর সহ বিভিন্ন দাবি নিয়ে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) কানাইলাল দের হাতে এক শাহরুখ লিপি তুলে দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন উক্ত সংগঠনের জেলা সম্পাদক বিদ্যুৎ রাজগুরু প্রমুখ।

শিল্পাঞ্চল ভবনে এফসিসিআইইআই আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে শিলিগুড়ির বিধায়ক তথা মন্ত্রী শংকর ঘোষ, রাজগঞ্জের বিধায়ক দীনেশ সরকারকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

উদ্ধার ত্রাণ সামগ্রী

সুব্রত মণ্ডল, সোনারপুর : রাজপুর-সোনারপুর পুরসভায় ফের বিভিন্ন রকম সরকারি ত্রাণ সামগ্রী উদ্ধারের জেরে এলাকায় উত্তেজনা ছড়াল। রাজপুর-সোনারপুর পুরসভার হরহরি তলায় ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার চন্দ্রা ঘোষালের দলীয় কার্য্যালয় থেকে চাল, ত্রিপল, কম্বল ও প্রচুর স্ট্রিট লাইট সহ নানা ত্রাণ সামগ্রী উদ্ধার হয়। খবর পেয়ে সোনারপুর থানার পুলিশ ঘটনা স্থলে যায়। বিজেপি কর্মীরা এলাকায় গিয়ে বিক্ষোভ দেখান। তারা বলেন, 'অনৈতিক কাজ করে চলেছেন কাউন্সিলার। গরিব মানুষের জিনিস বন্টন করা হয়নি। বাড়ি থেকে ময়লা ফেলার বালতির জন্য ২০০ টাকা করে নিত। ওই কাউন্সিলার এর শাস্তি চাই।' সোনারপুর দক্ষিণ বিধানসভার প্রাক্তন বিধায়ক লাভলী মৈত্রের অফিসের গোডাউন থেকে প্রচুর ত্রিপল উদ্ধার হয়। সেখানেও এলাকাতে ভীষণ উত্তেজনা তৈরি হয়। রাজপুর সোনারপুর পুরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার কৃষ্ণপদ মণ্ডলের বাড়িতে ৪ মে রাতে হামলা হবার পর থেকেই তাকে আর এলাকার মানুষ খুঁজে পাচ্ছে না। বিধায়ক লাভলী মৈত্র ও এলাকা ছাড়া। সোনারপুর উত্তর বিধানসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর বিভাষ মুখোপাধ্যায়কে তোলাবাজি এবং বাড়ি ভাঙচুরের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

অন্যদিকে, বারুইপুর পৌরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের মৎস্য কর্মাধ্যক্ষ জয়ন্ত ভদ্রের দলীয় কার্য্যালয় ও ফ্ল্যাট থেকে একের পর এক বস্তায় উদ্ধার হয় সরকারি ত্রাণ সামগ্রী। বারুইপুর পশ্চিম বিধানসভার বিজেপি নেতা বিশ্বজিৎ পাল সহ বিজেপি কর্মীরা, বারুইপুর থানার পুলিশ নিয়ে তল্লাশি চালান ফ্লাটে ও দলীয় কায্যালয়ে। হুইল চেয়ার থেকে শুরু করে স্ট্রেচার, ত্রিপল, কম্বল সহ নানা আসবাবপত্র জমির কাগজ, পঞ্চায়েতের কাগজপত্র, মাছের খাবার বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ। দলীয় কার্য্যালয়ে তালা ঝুলিয়ে সিল করে দেয় পুলিশ। পরে বিজেপির নেতা বিশ্বজিৎ পাল বলেন, কয়েক বছর আগের সরকারি ত্রাণ সামগ্রী ফ্ল্যাটে ও দলীয় কার্য্যালয়ে মজুত করে রেখেছিলেন। জেলা পরিষদের মৎস্য কর্মাধ্যক্ষ জয়ন্ত ভদ্র। গরিব মানুষকে দিনের পর দিন বঞ্চিত করে রাখা হয়েছিল। আমরা বারুইপুর পুলিশ জেলার সুপার, বিডিও, মহাকুমা শাসকের কাছে অভিযোগ জানিয়েছি। তা না হলে বৃহত্তম আন্দোলনে নামা হবে।

মৎস্যজীবীদের নিয়ে কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারতীয় জনতা পার্টির ডায়মন্ড হারবার সাংগঠনিক জেলার মৎস্যজীবী সেলের উদ্যোগে ৭ জুন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার নোদাখালি থানার অন্তর্গত গদাখালি গ্রামে মৎস্যজীবীদের নানা সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয় এবং তার সমাধানের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি নেওয়া হয়। এই আলোচনা সভায় বুদ্ধদেব নস্কর, সুফল ঘাঁটু, বিভাস পাত্র, চিত্তরঞ্জন গায়েন এবং ডায়মন্ড হারবার বিজেপির সাংগঠনিক জেলার মৎস্যজীবী সেলের কনভেনার নীলরতন সরকার প্রমূখ সহ প্রচুর মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের মানুষজন।

অনুষ্ঠানের অন্যতম উদ্যোক্তা বজবজ বিধানসভার মৎস্যজীবী

উপস্থিত ছিল বজবজ, সাতগাছিয়া এবং ফলতা বিধানসভা এলাকার বিভিন্ন মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের মানুষ। মূলত রায়পুর থেকে শুরু করে বুডুল-ফলতা পর্যন্ত হুগলি নদী উপকূলবর্তী এলাকায় প্রচুর মানুষ হুগলি নদীতে মাছ আহরণ করে জীবিকা নির্বাহ করে। দীর্ঘদিন ধরে তারা নানা সমস্যার সম্মুখীন। এই সমস্ত মৎস্যজীবীদের জন্য কি সুযোগ-সুবিধা দেওয়া যায় সেসব ব্যাপারে ইতিমধ্যেই নতুন রাজ্য সরকার ভাবনাচিন্তা শুরু করেছে। এদিনের সভায় অতিথি এবং বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্রের প্রাক্তন বিধায়ক দীপক হালদার, নীতিশ মণ্ডল, সেলের কনভেনার সজল আদক বলেন, 'বিজেপি শাসিত অন্যান্য রাজ্যে উপকূলবর্তী এলাকার মৎস্যজীবীরা যে ধরনের সুযোগ-সুবিধা পায় আমাদের পশ্চিমবঙ্গের মৎস্যজীবীরা সেই ধরনের সুযোগ সুবিধা পেত না। এখন রাজ্যে বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তাই তাদের কি সমস্যা আছে তা জানার জন্যই আমরা এই সভার আয়োজন করেছি। তাদের সমস্যাগুলো আমরা অনুসন্ধান করে রাজ্যের নয়া মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কাছে আমরা পাঠিয়ে দেব। আগামীদিনে মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের পাশে ভারতীয় জনতা পার্টি সুখে দুঃখে আনন্দে যুক্ত থাকবে।'

পালাবদলের পর নানুরে জমি ফেরত পেলেন প্রকৃত মালিকেরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, নানুর : দীর্ঘ ৫ বছরের অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে ১০ জুন বীরভূমের নানুর ব্লকের বাসাপাড়ায় বিতর্কিত জমির একাংশ প্রকৃত মালিকদের ফিরিয়ে দিল প্রশাসন। জমির পরিমাপ ও নথি যাচাইয়ের পর প্রশাসনের উদ্যোগে জমি হস্তান্তরের এই পদক্ষেপে স্বস্তি ফিরেছে জমিহারা পরিবারগুলির মধ্যে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় এক দশক আগে প্রাক্তন জেলা পরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ আব্দুল কেরিম খানের উদ্যোগে বাসাপাড়ায় 'মিলন মেলা'-র সূচনা হয়। পরবর্তীকালে মেলার পরিচালনার জন্য 'বাসাপাড়া মিলন মেলা ওয়েলফেয়ার সোসাইটি'-র নামে প্রায় ৩৫ বিঘা জমি সংগ্রহ করা হয়। অভিযোগ, ওই জমির একটি বড় অংশ স্থানীয় কৃষকদের কাছ থেকে নামমাত্র মূল্যে অথবা কোনও আর্থিক লেনদেন ছাড়াই নেওয়া হয়েছিল।

জমির মালিকদের দাবি, তাদের চাষযোগ্য জমি জোরপূর্বক দখল করে নেওয়া হয় এবং পরবর্তীতে সেই জমিতে চাষাবাদ বা ফসল তোলার

সুযোগও দেওয়া হয়নি। বহুবার প্রশাসন ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের দ্বারস্থ হলেও দীর্ঘদিন সমস্যার সমাধান মেলেনি বলে অভিযোগ। সম্প্রতি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলি পুনরায় প্রশাসনের কাছে আবেদন জানায়। সেই আবেদনের ভিত্তিতে প্রশাসন জমির নথিপত্র ও পরিমাপ সংক্রান্ত বিষয়গুলি খতিয়ে দেখে। বুধবার ওই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে বাসাপাড়ার বিতর্কিত জমির একাংশ মাপজোক করে প্রকৃত মালিকদের হাতে ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

এ বিষয়ে স্থানীয় বিজেপি নেতা অরুণ কোনার বলেন, 'জমিহারাদের আবেদনের ভিত্তিতে প্রশাসন দ্রুত পদক্ষেপ করেছে। যাদের জমি অন্যায়ভাবে দখল হয়েছে, তাদের ন্যায্য অধিকার ফিরিয়ে দিতে আমরা ভবিষ্যতেও পাশে থাকব।' জমি ফিরে পাওয়া নাজমিরা বিবি, শেখ সাহাজামাল ও শেখ আলরাখা জানান, 'বহু বছর ধরে নিজেদের জমি থেকে বঞ্চিত ছিলাম। প্রশাসনের হস্তক্ষেপে অবশেষে আমাদের ন্যায্য অধিকার ফিরে পেলাম। আমরা অত্যন্ত খুশি।'

প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, রেজিস্ট্রিকৃত জমির মধ্যে কয়েকটি ব্যক্তিগত মালিকানাধীন অংশ দীর্ঘদিন বেদখল অবস্থায় ছিল। প্রাথমিক যাচাই-বাছাইয়ের পর সেই জমিগুলিই আপাতত প্রকৃত মালিকদের বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাকি অভিযোগগুলিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে প্রশাসন সূত্রে খবর। জমি ফেরতের এই ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় স্বস্তির পরিবেশ তৈরি হলেও, জমি অধিগ্রহণ ও মালিকানা সংক্রান্ত পুরনো বিতর্ক নতুন করে রাজনৈতিক আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে এসেছে।

বিদ্যানগরে যোগ দিবসের প্রস্তুতি

সৃজিতা মালিক : আন্তর্জাতিক যোগা দিবস কেবল একটি বিশেষ দিন নয়, বরং সুস্থ ও শান্তিপূর্ণ জীবনের জন্য এক বিশ্বব্যাপী আন্দোলন। ১২ তম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উদযাপনকে সামনে রেখে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের নির্দেশে এবং বিষ্ণুপুর-২ নম্বর ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক আলমগীর হোসেনের উদ্যোগে বিদ্যানগর কলেজের যোগ ও ন্যাচারোপ্যাথি বিভাগের আয়োজনে ১০ জুন এই বিশেষ যোগাভ্যাস অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ২০২৬ সালের আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল 'সুস্থ বার্ধক্যের জন্য যোগ'।

অনুষ্ঠানে বহু জ্ঞানী, গুণী ও সম্মানীয় ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানকে গৌরবান্বিত করেছেন। উপস্থিত ছিলেন বিদ্যানগর কলেজের অধ্যক্ষ সূর্যপ্রকাশ আগরওয়াল। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত প্রচার প্রমুখ বিপ্লব

রায়। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাতগাছিয়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক অগ্নিশ্বর নস্কর। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিষ্ণুপুর-২ নম্বর ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক তথা আজকের অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক আলমগীর হোসেন, ডাঃ নওশিয়া আরফিন(আয়ুষ মেডিক্যাল অফিসার) এবং বিশিষ্ট সমাজসেবক নীতিশ মণ্ডল। তাঁদের মূল্যবান বক্তব্য উপস্থিত সকলকে যোগচর্চার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন ও অনুপ্রাণিত করেছেন। বিদ্যানগর কলেজের যোগ প্রশিক্ষক মৃনাল মালিকের তত্ত্বাবধানে সমগ্র অনুষ্ঠানটি অত্যন্ত সুন্দর, সুশৃঙ্খল ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে সম্পন্ন হয়। ২০০৪ সাল থেকে বিদ্যানগর কলেজের যোগ ও ন্যাচারোপ্যাথি বিভাগ নিরলসভাবে যোগচর্চা, যোগশিক্ষা এবং স্বাস্থ্যসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, এই বিভাগের বহু ছাত্রছাত্রী জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরের বিভিন্ন যোগ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে এবং বিদ্যানগর কলেজের নাম উজ্জ্বল করেছে। তাদের এই সাফল্য আগামী প্রজন্মকে যোগচর্চার প্রতি আরও উৎসাহিত করবে এবং সুস্থ সমাজ গঠনের পথে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে।

স্মারকলিপি প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি : টেট বিধি চালুর পূর্বে নিযুক্ত শিক্ষক শিক্ষিকাদের চাকরি সুরক্ষিত রাখার দাবিতে ১১ জুন বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির পক্ষ থেকে জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শকের(ডিআই)-এর কাছে একটি স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। সংগঠনের জেলা সম্পাদিকা ফরিদা ইয়াসমিন জানান, শিক্ষার অধিকার আইন অনুসারে ২০১১ সালে টেট ব্যবস্থা কার্যকর হয়। সেইসময় আইনের ১২(এ) ধারায় স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছিল টেট চালুর পূর্বে নিযুক্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ওপর এই বিধানের কোনো বিরূপ প্রভাব পড়বে না। পরবর্তী সময়ে নিয়োগ সংক্রান্ত একাধিক সংশোধনী এলেও উক্ত ধারা বাতিল করা হয়নি। টেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হলে চাকরি থেকে অপসারণের বিষয়েও কোথাও স্পষ্ট উল্লেখ নেই বলে তিনি দাবি করেন। তিনি আরো বলেন, সংসদের শীতকালীন অধিবেশনে ১৩ জন সাংসদ টেট বাধ্যতামূলক করার বিরোধিতা করে প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন।

শেষ হল ১৫ দিনের ইন্টার্নশিপ কোর্স

নিজস্ব প্রতিনিধি, বজবজ : আগের দু'বছরের মতো তৃতীয়বার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম অনুযায়ী দ্বিতীয় সেমিষ্টারের ১৫ দিনের ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রাম শেষ হল ১১ জুন। এই ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রামটি বড়িশা বিবেকানন্দ কলেজ ফর উওমেন্সের ইতিহাস বিভাগ, ইন্টার্নশিপ সেল, আইকিউএসি ও প্রিন্সিপাল ডঃ সমর্পিতা ঘোষ রায়ের যৌথ উদ্যোগে শুরু হয়। ইন্টার্নশিপের প্রধান পৃষ্ঠপোষক নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি ও আলিপুর বার্তা তিন বছর ধরে এই প্রোগ্রামটির প্রধান দায়িত্বে রয়েছে। এবারের ইন্টার্নশিপের বিষয় ছিল 'Tourism, Travel Practices and Food Walk'। এই কোর্সটির প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন আশুতোষ মিউজিয়ামের কিউরেটর ডঃ দীপক কুমার বড়া পন্ডা।

এই কোর্সের কো-অর্ডিনেটর ছিলেন ড. ছন্দা বসাক ব্যানার্জী। সম্পূর্ণ কোর্সটির বিভাগীয় প্রধান অরবিন্দ পাত্রের সুযোগ্য নেতৃত্বে সম্পন্ন হয়। এই বিভাগের আরও দু-জন অধ্যাপিকা ড. রঞ্জনা মিত্র, অজন্তা সেনগুপ্ত, অনামিত্রা ভট্টাচার্যও এই কোর্সটির সঙ্গে পরোক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন। ১৫ দিন ধরে ছাত্রীরা নিজ অঞ্চলের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে এই কোর্সের মাধ্যমে ফ্রেমবন্দী করেছে, তারা পথে পথে ছড়িয়ে পড়েছে। আঞ্চলিক স্থাপত্য, ভাষ্কর্য,

পথ, ঘাট, দোকান পসার ও খাদ্য সংস্কৃতির অনুসন্ধানে তাদের প্রতিটি কাজে উৎসাহ ছিল দেখার মতো। পাঠক্রমের নির্দিষ্ট গতে বাঁধা শিক্ষার পাশাপাশি এটি ছিল চ্যালেঞ্জিং। তীব্র দাবদাহ উপেক্ষা করে তারা কলকাতার ঐতিহ্যময় স্থান কলেজস্ট্রীটকে নিজের মতো করে দেখেছে। তারা তৈরী করেছে নিজেদের হাতে ট্রাভেল গাইড বুক। শেষ দিন কলেজের ইতিহাস বিভাগে উপস্থিত হয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের সার্টিফিকেট প্রদান করেন নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাধারণ সম্পাদক তথা আলিপুর বার্তার কার্যনির্বাহী সম্পাদক প্রণবভূষণ গুহ। প্রত্যেককে অরুণভূষণ গুহ প্রণিত জানা-অজানা চেতলা বইটি উপহার দেওয়া হয়।

স্বৈরাচারী মনোভাব স্বজন-পোষণ, দুর্নীতি এবং অনুন্নয়ন নিয়ে ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া : স্বৈরাচারী মনোভাব স্বজন-পোষণ, দুর্নীতি এবং অনুন্নয়ন নিয়ে ক্ষোভ, হাওড়া জেলা পরিষদেও এবার অনাস্থা প্রস্তাব? চিঠি জমা পড়লো ডিভিশনাল কমিশনারের কাছে। রাজ্যে পালাবদলের পর হাওড়া জেলা পরিষদে ১০ জুনের এই প্রস্তাবে সই করেন ২৫ জন জেলা পরিষদ সদস্য। এই ব্যাপারে প্রেসিডেন্সি রেঞ্জের ডিভিশনাল কমিশনারকে লিখিতভাবে সই করেও জানিয়েছেন তাঁরা। হাওড়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাবেরী দাস এবং সহকারী সভাধিপতি অজয় ভট্টাচার্য্যের বিরুদ্ধে ডিভিশনাল কমিশনারের কাছে অনাস্থা প্রস্তাবের জন্য চিঠি দিয়ে আবেদন জানিয়েছেন ৪২ জন সদস্যের মধ্যে ২৫ জন সদস্য। কর্মাধ্যক্ষরা সহ বাকি অনেক সদস্য এই প্রস্তাবে সহমত পোষণ করেছেন বলে দাবি করেছেন জেলা পরিষদের সদস্য তুষার কান্তি ঘোষ।

তুষার কান্তি ঘোষের আরও অভিযোগ, জেলা পরিষদে স্বেচ্ছাচারিতা, দুর্নীতি, স্বজনপোষণের পাশাপাশি উন্নয়নের কাজ থমকে গেছে। তারা বারবার জেলা সভাধিপতি কাবেরী দাস এবং সহ সভাধিপতি অজয় ভট্টাচার্যকে জানালেও কোনও কাজ হয়নি। তার আরও অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে এই জেলা পরিষদের স্বৈরাচারী মনোভাব স্বজন-পোষণ এবং দুর্নীতি এবং অনুন্নয়ন নিয়ে প্রশ্নগুলো মনের মধ্যে জেগেছিল। ২০২৩ সালে জেলা পরিষদের সদস্য হওয়ার পর থেকে প্রতিটা সভায় আমি দাবি তুলেছিলাম। জেলা পরিষদের সদস্যদের কোনও গুরুত্ব দেওয়া হত না। ঘর তো দূরের কথা, ঘরে বসার জন্য কোন বেঞ্চও দেওয়া হয়নি। কিন্তু ভিজিটরদের জন্য ভিজিটের রুম ছিল।

ওরা স্বৈরাচারী এবং স্বজনপোষণ মনোভাবাসম্পন্ন ছিল। প্রাক্তন মন্ত্রী পুলক রায়ের নির্দেশেই জেলা পরিষদের এমন কর্মকাণ্ড হয়েছে। শুধু তাই নয় আমাদের যে কর্মাধ্যক্ষরা রয়েছেন তাদেরও কোনও গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। নিজেরা ৭০-৮০ হাজার টাকা তেলের খরচ, ভাড়া নিয়েছে। কিন্তু যারা দূরদুরান্ত থেকে বিভিন্ন ব্লক থেকে আসেন তাদের জন্য টিএ দেওয়ার ব্যাপারে আবেদন করা হয়েছিল। কিন্তু যাতে জেলা পরিষদের সদস্যরা এক হতে না পারে নিজেদের সিন্ডিকেট রাজ বজায় থাকে সেই জন্য সে কথায় কর্ণপাত করা হয়নি। জেলা পরিষদের প্রতিটি সদস্যদের বঞ্চিত করা হয়েছে। এ ব্যাপারে আমি মুখ খুলেছিলাম। পরিষদীয় দলের নেতা অজয় ভট্টাচার্য ৫ বছরের মধ্যে কোনওদিনই মিটিং করেননি। তিনি জমিদারি কায়দায় জেলা পরিষদ চালিয়েছিলেন। তখন ভয় ছিল তাই কিছু করতে পারিনি। কিন্তু এখন সেই পরিসর এসেছে। আমরা চাই হাওড়া জেলা পরিষদ নতুনভাবে ফর্মেশন হোক। পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে অনাস্থা প্রস্তাব আনা হলো বলে জানান তুষার। তিনি আরও বলেন, ৪২ জন সদস্যবিশিষ্ট জেলা পরিষদে ৪১ জনই তৃণমূল সদস্য। অনাস্থা আনতে গেলে ১৪ জন সদস্যকে প্রয়োজন। ইতিমধ্যে ২৫ জন সই করেছেন। আরও কয়েকজন সই করবেন। কর্মাধ্যক্ষদের কয়েকজন তাদের নৈতিক সমর্থন করেছেন। সই সম্বলিত চিঠি সরকারের কাছে জমা দেওয়া হয়েছে। খুব শীঘ্রই অনাস্থা নিয়ে ভোটাভুটি হবে। এদিন বিক্ষুব্ধ তৃণমূল জেলা পরিষদের সদস্যরা হাওড়া ময়দানে জেলা পরিষদ অফিসের সামনে জমায়েত হন। তারা জানান, বৃহস্পতিবার থেকে জেলা পরিষদের নতুন অফিসের সামনে অবস্থান বিক্ষোভে বসবেন তারা।

জেলা পরিষদে আগুন দুর্ঘটনা নাকি পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র?

নিজস্ব প্রতিনিধি, আলিপুর : ১০ জুন সকাল সাড়ে ৮টা নাগাদ আলিপুরে অবস্থিত দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদ ভবনের তিনতলায় হঠাৎ করে আগুন লেগে যায়। খুব দ্রুত ওই আগুন ছড়িয়ে পড়ে চতুর্থ এবং পঞ্চম তলাতেও। আগুনের লেলিহান শিখা দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে মানুষজন। কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় পার্শ্ববর্তী এলাকা। সকাল ১০ টা থেকে অফিস খোলার কথা ছিল। সরকারিভাবে অফিস খোলার আগেই এই বিধ্বংসী আগুনে হতভম্ব হয়ে যায় এলাকার মানুষজন। রং করতে আসা কয়েকজন যুবক তখন প্রাণভয়ে ১০ পরিষদের বেশ কয়েকজন ঠিকাদার ওই দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ দেখিয়েছিল। তাদের দাবি, কাজ পাইয়ে দেওয়ার নামে কোটি কোটি টাকা কাটমানি নিয়েছে এই জাহাঙ্গীর খান। তদন্ত করে ঠিকাদারদের সেই টাকা ফিরিয়ে দেওয়া হোক এই দাবি উঠেছিল। দেবাংশু পান্ডা বলছেন, ৯ জুন ফলতা থানাতে আরো ৪ জন ঠিকাদার জাহাঙ্গীর খানের বিরুদ্ধে এফআইআর করেছে। ওই ঠিকাদাররা দাবি করছেন তাদের থেকেও লক্ষ লক্ষ টাকা কাটমানি নেওয়া হয়েছে, তার তদন্ত করা হোক। ডায়মন্ড হারবার জেলা পুলিশ

তলায় আশ্রয় নেয়। সকলেই সেই বিপদ থেকে রক্ষা পেয়ে নিচে নেমে আসে। দমকলের ১০টা ইঞ্জিন এসে আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে। কি করে এই বিধ্বংসী আগুন জেলা পরিষদ ভবনে লাগলো সে নিয়ে এখন বিভিন্ন মহলে গুঞ্জন শুরু হয়েছে। অনেকেই অনুমান করছেন এসি থেকে শর্ট সার্কিট হয়ে আগুন লাগতে পারে। আবার অনেকেই বলছেন এটা একটা পরিকল্পিত ব্যাপার। বিশেষ করে ফলতা বিধানসভার বিধায়ক দেবাংশু পান্ডা এক বিস্ফোরক অভিযোগ করেছেন। তিনি বলছেন, জেলা পরিষদের তৃতীয় তলে আছে কর্মাধ্যক্ষদের ঘর। যেখানে জেলার পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ বর্তমানে পুলিশের জালে আটক জাহাঙ্গীর খানেরও দপ্তর আছে। গত ১৯ মে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা এবং এসটিএফ ওই এফআইআরের সূত্র ধরে আলিপুরে যাবার কথাও ভেবেছিল বলে সূত্রের খবর।

পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ জাহাঙ্গীর খানের দপ্তরে যে সমস্ত নথিপত্র আছে সেগুলি পুড়িয়ে ফেলতেই এটা পরিকল্পিতভাবে আগুন লাগানো হয়েছে। দেবাংশু পান্ডা আরো বলেন, সমস্ত বিষয়টি মেইল করে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কাছেও পাঠানো হয়েছে। কিভাবে জেলা পরিষদ ভবনে আগুন লাগলো তার সঠিক পুলিশী তদন্ত করা হোক। জেলা পরিষদের অতিরিক্ত জেলাশাসক আলিপুর থানায় অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির নামে তিনটি ধারায় মামলা রজু করেছেন। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। ইতিমধ্যেই ফরেন্সিক টিম ঘটনাস্থল পরিদর্শণ করে নমুনা সংগ্রহ করেছে।

মানরেগা প্রকল্পের সূচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : দীর্ঘ কয়েক বছর যাবৎ রাজ্যে ১০০ দিনের কাজ নিয়ে পারস্পরিক দোষারোপের অবসান। রাজ্যে তৃণমূল পরিচালিত সরকারের অবসান ঘটিয়ে বিজেপির সরকার প্রতিষ্ঠা হতেই একমাসের মধ্যে ফের ১০০ দিনের কাজ তথা মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্পের কাজ শুরু হয়ে গেল। ১০ জুন খয়রাসোল ব্লকের লোকপুর গ্রামপঞ্চায়েতের লোকপুর নীচেপাড়া ঠান্ডেরেপুকুরে কাজের শুভ সূচনা করেন দুবরাজপুর বিধানসভাকেন্দ্রের বিধায়ক অনুপকুমার সাহা। স্থানীয় পুকুরপাড়ে মঞ্চের মধ্যে বিধায়ক সহ বিভিন্ন জনপ্রতিনিধি, ব্লক ও পঞ্চায়েত স্তরের সরকারি প্রতিনিধি এবং সমাজসেবীদের উত্তরীয় ও পুষ্পস্তবক দিয়ে বরণ করে নেয় স্থানীয় গ্রামের লোকজন। বিধায়ক অনুপকুমার সাহা বলেন, রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের যে সমস্ত স্কীমগুলো রয়েছে সেগুলো সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। এবিষয়ে পঞ্চায়েতকে সচেষ্ট হতে হবে। এতদিন যে কাজ বন্ধ ছিল তা আবার শুরু হয়েছে যা ১০০ দিন থেকে বেড়ে ১২৫ দিন হয়েছে। গ্রামীণ এলাকায় মানুষের কর্মসংস্থান তথা আয় বৃদ্ধি পাবে, এলাকায় সম্পদ তৈরি হবে। এসমস্ত কাজ সঠিকভাবে যেন হয় সেবিষয়ে জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

বিধায়ক ছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন লোকপুর গ্রামপঞ্চায়েতের উপপ্রধান তাপস দাস, পঞ্চায়েতের এক্সিকিউটিভ অ্যাসিস্ট্যান্ট সুজিতকুমার পাল, সেক্রেটারি চন্দন সৌ মণ্ডল, সমাজসেবী অনুপম বাগ, সুকুমার নন্দী সহ পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতির জনপ্রতিনিধি বৃন্দ। ১০০ দিনের কাজ শুরু হওয়া এবং পারিশ্রমিক বৃদ্ধি পাওয়ায় স্থানীয় গৃহবধূ বিছুই বাউরি সহ অন্যান্যরাও খুশি ব্যক্ত করে। স্থানীয় পঞ্চায়েতের এক্সিকিউটিভ অ্যাসিস্ট্যান্ট সুজিতকুমার পাল বলেন, 'খয়রাসোল ব্লকের মধ্যে প্রথম লোকপুর পঞ্চায়েত এলাকায় কাজ শুরু হয়েছে। গ্রামীণ এলাকায় মানুষের কর্মদিবস তৈরি হবে। সর্বপরি এলাকায় স্থায়ী সম্পদ তৈরির পাশাপাশি অর্থনৈতিক বৃদ্ধি পাবে।'

এবার নয়া নামে মহম্মদ আলি পার্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি : মধ্য কলকাতার ঐতিহ্যবাহী মহম্মদ আলি পার্কে এবার কী দুর্গা পুজো হবে? নতুন ভাবে নতুন নামে সেজে ওঠে, এবার পুজোয় তাক লাগাবে এই পার্কের পুজো। এমনটাই প্রস্তাব দিয়েছে এখানকার দুর্গা পুজোর উদ্যোক্তারা। এবিষয়ে বিজেপি দলের দীর্ঘদিনের নেত্রী মীনা দেবী পুরোহিত জানান, মহম্মদ আলি পার্কের দুর্গাপুজো দীর্ঘদিন ধরে হচ্ছে। ১৯৬৯ সাল থেকে ৫৭ বছরের এই পুজো। কিন্তু গত ৭–৮ বছর ধরে এখানে দুর্গা পুজোকে বন্ধ করে দিয়েছে। এই পুজো বন্ধ করার মূল ব্যক্তি হলেন ৫ নম্বর বরোর প্রাক্তন অধ্যক্ষা রেহানা খাতুন। পার্কের ওপরটা জঙ্গল হয়ে গিয়েছে। ওনাকে জঙ্গল পরিষ্কার করতে বলা হয়েছিল, উনি তা করেননি। ওনার ইচ্ছে ওখানে একটি বৃহদায়তন কমিউনিটি হল গড়ে তোলার। এই দুর্গাপুজোর উদ্যোক্তা সঞ্জীব শর্মা বলেন, আমি প্রাক্তন মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিমকে একাধিক কমপ্লেন লেটার জমা করেছি। রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকেও জানিয়ে ছিলাম। কমপ্লেন দিয়ে কিছু হল না। বিজেপি নেতা সন্তোষ কুমার পাঠক জানান, প্রাক্তন মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম চাইছিলেন না, মহম্মদ আলি পার্কে দুর্গা পুজো হোক। আমরা চাই ওটা মহম্মদ আলি পার্কের নাম পরিবর্তন করে মহাবলি পার্ক নামকরণ করা হোক। মহম্মদ আলি পার্কের বোর্ডটি এখান থেকে সরিয়ে দেওয়া হোক। এবার কলকাতা পৌরসংস্থার প্রশাসক স্মিতা পাণ্ডে সিদ্ধান্ত নেবেন, এখানের দুর্গাপুজোর বিষয়ে। বিগত প্রায় সাত বছর ধরে প্রায় বন্ধের মুখে পরে গিয়েছিল, এই মহম্মদ আলি পার্কের দুর্গা পুজো। ঠিক কী কারণে এই পুজো বন্ধ করা হয়েছিল, খতিয়ে দেখবে কলকাতা পৌরসংস্থার বর্তমান প্রশাসক। এবার এই ইয়ুথ অ্যাসোসিয়েশনের দুর্গাপুজো কমিটির চেয়ারম্যান হলেন রাজ্যের শিল্প–বাণিজ্য দপ্তর পূর্ণমন্ত্রী তাপস রায়।

পরিদর্শনকারী দল গঠন

নিজস্ব প্রতিনিধি : আসন্ন বর্ষার মরসুমে জমা জল দ্রুত সরিয়ে ফেলার পাশাপাশি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যুর মতো ঘটনা এড়াতে সিইএসসি ও রাজ্যের অগ্নিনির্বাপণ দফতর, কলকাতা পৌরসংস্থার বিল্ডিং দফতর ও আলোকায়ন–বিদ্যুতায়ন দফতরসহ বহু সংশ্লিষ্ট দফতরের আধিকারিকদের নিয়ে একটি পরিদর্শনকারী দল গঠন করা হয়েছে। কলকাতা পৌরসংস্থার মহাধ্যক্ষা স্মিতা পাণ্ডে ৮ জুন কলকাতা পৌরসংস্থার কেন্দ্রীয় পৌরভবন ও বরো কার্যালয়ের আধিকারিক এবং রাজ্য সরকারের সেচ ও বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠকের পর একথা জানিয়েছেন।

সাইনিং অথরিটি কে?

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পৌরসংস্থার ১৪৪টি ওয়ার্ডে শংসাপত্র দেওয়ার ক্ষেত্রে সাইনিং অথরিটি কে হবেন, তা নিয়ে ঘোরতর সমস্যা তৈরি হয়েছে। প্রশাসক হিসেবে পৌর মহাধ্যক্ষা স্মিতা পাণ্ডে দায়িত্ব নেওয়ার পর তিনি মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিমের নেতৃত্বে থাকা পৌর বোর্ড ভেঙে দেন। এই বিষয়টি নিয়ে তিনি রাজ্যের পৌর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালের সঙ্গে শীঘ্রই আলোচনায় বসবেন। এই সমস্যা দ্রুততার সঙ্গে সমাধান করা যাবে বলে, পৌর কমিশনার আশা প্রকাশ করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মহানাগরিকের পদ থেকে ফিরহাদ হাকিমের ইস্তফা দেওয়ায় রাজ্য সরকার পৌর বোর্ড ভেঙে দিয়েছে। আর এর ফলে পৌরসংস্থার বিভিন্ন কাছে সাইনিং অথরিটি নিয়ে জটিল সমস্যা তৈরি হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ এবং ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁ দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। পশ্চিমবঙ্গের বেহালা পশ্চিম কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত বিধায়ক ও বিশিষ্ট ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ ড. ইন্দ্রনীল খাঁ। ৩৭ বছর বয়সী এই রাজনীতিবিদ একাধারে একজন সফল চিকিৎসক ও যুব সংগঠক। চিকিৎসক পরিবারে জন্ম নেওয়া ইন্দ্রনীল ছোটবেলা থেকেই অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। তিনি ২০১৩ সালে এমবিবিএস সম্পন্ন করে নর্থ বেঙ্গল মেডিকেল কলেজে হাউস সার্জন হিসেবে কাজ করেন। এরপর প্রথম প্রচেষ্টায় এমডি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কলকাতা মেডিকেল কলেজে রেডিওথেরাপিতে এমডি সম্পন্ন করেন। পরবর্তীতে তিনি যুক্তরাজ্যের অক্সফোর্ড থেকে মেডিকেল অনকোলজিতে বিশেষ সম্মান পান।

চা রপ্তানিতে ঐতিহাসিক সাফল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারত সরকারের বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রকের অধীন বাণিজ্য বিভাগ ৯ জুন কলকাতার টি বোর্ডের প্রধান কার্যালয়ে আয়োজিত সাংবাদিক বৈঠকে গত ১২ বছরে অর্জিত রূপান্তরমূলক সাফল্য তুলে ধরে এবং রপ্তানিনির্ভর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে আরও ত্বরান্বিত করার রূপরেখা প্রকাশ করে। যৌথভাবে এই সাংবাদিক বৈঠকে বক্তব্য রাখেন বাণিজ্য বিভাগের যুগ্মসচিব অমিত কুমার এবং টি বোর্ড ইন্ডিয়ার উপ–চেয়ারম্যান সি. মুরুগান।

সাংবাদিকদের উদ্দেশে অমিত কুমার বলেন, ‘ভোকাল ফর লোকাল’ এবং ‘লোকাল টু গ্লোবাল’–এর নীতিকে সামনে রেখে বাণিজ্য বিভাগ ধারাবাহিকভাবে ভারতীয় রপ্তানির প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য কাজ করে চলেছে। তিনি জানান, ভারতের মোট রপ্তানি ২০১৪–১৫ অর্থবর্ষে ৪৬৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে বেড়ে ২০২৫–২৬ অর্থবর্ষে ৮৬৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে, যা বিশ্বব্যাপী বাজারে ভারতের ক্রমবর্ধমান উপস্থিতি এবং দীর্ঘমেয়াদি নীতিগত পদক্ষেপের সাফল্যের প্রতিফলন। তিনি আরও জানান, রপ্তানি প্রবণতা বিশ্লেষণ, ডিজিটাল রূপান্তর, মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির মাধ্যমে বাজার সম্প্রসারণ, ‘ব্র্যান্ড ইন্ডিয়া’ প্রচার, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং রপ্তানি উন্নয়ন কর্মসূচির উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, পরিষেবা ক্ষেত্র ভারতের অন্যতম প্রধান বৃদ্ধির চালিকাশক্তি হিসেবে উঠে এসেছে। এই ক্ষেত্রে রপ্তানি ২০১৪–১৫ সালে ৩১০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে বেড়ে ২০২৫–২৬ সালে ৪৪২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে। এছাড়াও ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য, ইলেকট্রনিক্স, ওষুধশিল্প, কৃষি, রত্ন ও গয়না এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি হয়েছে।

ব্যবসা পরিচালনার সুবিধা বৃদ্ধি এবং রপ্তানি সহজতর করতে বাণিজ্য বিভাগ ট্রেড কানেক্ট ই–প্ল্যাটফর্ম, ট্রেড ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড অ্যানালিটিক্স পোর্টাল, মার্কেট ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড প্রোমোশন পোর্টাল এবং ডিজিএফটির মাধ্যমে রপ্তানিকারকদের মতামত সংগ্রহের মতো একাধিক ডিজিটাল উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

ভারতের ক্রমবর্ধমান আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক উপস্থিতির প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তিনি জানান, সাম্প্রতিক বছরগুলিতে সংযুক্ত আরব আমিরশাহী, ইএফটিএ গোষ্ঠীভুক্ত দেশসমূহ, যুক্তরাজ্য, মরিশাসসহ বিভিন্ন দেশের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে। পাশাপাশি ইউরোপীয় ইউনিয়ন, ওমান এবং নিউজিল্যান্ডের মতো গুরুত্বপূর্ণ অর্থনীতির সঙ্গে আলোচনাও এগিয়ে চলেছে। এই উদ্যোগগুলি ভারতীয় রপ্তানিকারকদের জন্য নতুন সুযোগ সৃষ্টি করছে এবং বিভিন্ন অঞ্চলে বাজার সম্প্রসারণে সহায়তা করছে।

বাণিজ্য বিভাগ ‘ব্র্যান্ড ইন্ডিয়া’ প্রচারের অংশ হিসেবে ‘নির্যাত প্রোৎসাহন’ এবং ‘নির্যাত দিশা’–সহ একাধিক উদ্যোগের কথাও তুলে ধরে। একই সঙ্গে ভারতের বিশ্বব্যাপী বাণিজ্যিক

পরিকাঠামোকে শক্তিশালী করতে ভারত মণ্ডপম এবং ইন্ডিয়া ট্রেড প্রোমোশন অর্গানাইজেশন–এর ভূমিকার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

বিকশিত ভারত ২০৪৭–এর লক্ষ্যপূরণে সরকারের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করে তিনি বলেন, ২০৩০ সালের মধ্যে ২ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য বাণিজ্য বিভাগ বিভিন্ন মন্ত্রক, পণ্য বোর্ড, রাজ্য সরকার, ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প এবং শিল্পমহলের সঙ্গে নিবিড়ভাবে কাজ করছে। তিনি আরও জানান, সামুদ্রিক পণ্য রপ্তানি, বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং সরকারি ই–মার্কেটপ্লেস ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য সাফল্য এসেছে। বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল থেকে রপ্তানি ২০১৪–১৫ সালে ৪.৯৯ লক্ষ কোটি থেকে বেড়ে ২০২৫–২৬ সালে ১৩.৫৫ লক্ষ কোটিতে পৌঁছেছে। অন্যদিকে, সরকারি ই–মার্কেটপ্লেস চালুর পর থেকে ১৭.৭২ লক্ষ কোটি টাকার ক্রয় আদেশ সম্পন্ন হয়েছে, যা সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি করেছে।

চা শিল্পের প্রসঙ্গে টি বোর্ড ইন্ডিয়ার উপ–চেয়ারম্যান সি. মুরুগান জানান, ২০২৫–২৬ অর্থবর্ষে ভারতের চা উৎপাদন সর্বকালের সর্বোচ্চ ১,৩৮২.৭৪ মিলিয়ন কিলোগ্রামে পৌঁছেছে। একইসঙ্গে চা রপ্তানিও সর্বকালের সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছে ২৮২.১১ মিলিয়ন কিলোগ্রাম হয়েছে, যা আগের বছরের তুলনায় ৭ শতাংশ বৃদ্ধি নির্দেশ করে। রপ্তানি থেকে আয় ৮,৭১৮.৮৩ কোটি হয়েছে, যা ২০২৪–২৫ অর্থবর্ষের তুলনায় ১২ শতাংশ বেশি।

তিনি আরও জানান, প্রধানমন্ত্রী চা শ্রমিক প্রৎসাহন যোজনার আওতায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। ১,০০০ কোটি টাকার এই প্রকল্পের লক্ষ্য অসম ও পশ্চিমবঙ্গের চা–বাগান শ্রমিকদের, বিশেষ করে মহিলা ও শিশুদের জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও আবাসন সুবিধার উন্নয়ন। পশ্চিমবঙ্গে সম্প্রতি রাজ্যস্তরের কমিটি গঠিত হওয়ায় প্রকল্পটির বাস্তবায়ন রাজ্যের চা উৎপাদনকারী অঞ্চলে আরও গতি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, টি বোর্ড সমর্থিত গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলি জলবায়ু সহনশীল ও খরা প্রতিরোধী চা গাছের নতুন জাত উদ্ভাবনের কাজ করছে। পাশাপাশি সেচ ব্যবস্থা এবং জলবায়ু উপযোগী প্রযুক্তি গ্রহণের জন্য চা চাষিদের আর্থিক সহায়তাও দেওয়া হচ্ছে।

সাংবাদিক বৈঠকে দার্জিলিং চা, চা আমদানি, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, প্রচারমূলক কর্মসূচি এবং গুণমান নিশ্চিতকরণ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়েও আলোচনা হয়। টি বোর্ড ইন্ডিয়া জানায়, পুনরোপণ কর্মসূচি, উন্নত কৃষি পদ্ধতির প্রয়োগ এবং বাজার সম্প্রসারণের ধারাবাহিক উদ্যোগ চা শিল্পের দীর্ঘমেয়াদি প্রবৃদ্ধি ও স্থায়িত্ব নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

বৈঠকের শেষে তিনি আশা প্রকাশ করেন, ভারত সরকার, টি বোর্ড ইন্ডিয়া, রাজ্য সরকার, রপ্তানিকারক, উৎপাদক এবং অন্যান্য অংশীদারদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে ভারতীয় চা শিল্প নতুন উচ্চতায় পৌঁছবে এবং বিশ্বব্যাপী বাজারে তার অবস্থান আরও সুদৃঢ় করবে।

বর্ষা মোকাবিলায় বৈঠক কেএমসিতে

বরুণ মণ্ডল : সামনের ভারী থেকে অতিভারী বর্ষায় কলকাতা পৌর এলাকার ১৪৪টি ওয়ার্ডে বর্ষার জল জমা–যন্ত্রণা থেকে মুক্তির উপায় খুঁজে বের করা পৌর প্রশাসনের কাছে একটা বিরাট প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়ে আসছে। সেই সূত্রে মুক্তির উপায় খুঁজে বের করতে ১সপ্তাহে ৩টি বরো স্তরে প্রি–মনসুন মিটিং হয়ে গেল। প্রথমটা হল ৮ জুন কলকাতা উত্তরের টালা পার্কের মোহিত মৈত্র মঞ্চে। কলকাতা উত্তরের ৭ বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়কদের উপস্থিতিতে (চৌরঙ্গী, এন্টালি, বেলেঘাটা, জোড়াসাঁকো, শ্যামপুকুর, মানিকতলা ও কাশীপুর–বেলগাছিয়া) অন্তর্ভুক্ত ১–৫৭ নম্বর ওয়ার্ডকে নিয়ে ও ১–৭ নম্বর বরো এলাকা নিয়ে। এদিনের বৈঠকে চৌরঙ্গীর বিধায়িকা নয়না বন্দ্যোপাধ্যায় অনুপস্থিত ছিলেন। ৩ জুন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী নবান্ন সভাগৃহে এক বৈঠকে সামনের বর্ষা মোকাবিলায় যাবতীয় প্রস্তুতি খতিয়ে দেখার নির্দেশ দিয়ে ছিলেন পৌর কমিশনারকে।

দ্বিতীয়টি হল ১০ জুন দক্ষিণ কলকাতার লেক টেরেস রোডস্থিত বিবেকানন্দ পার্ক লাগোয়া উদযাপন কমিউনিটি হলে। এখানে উপস্থিত ছিলেন কলকাতা দক্ষিণের ৪ বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়করা(কলকাতা পোর্ট, ভবানীপুর, রাসবিহারী ও বালিগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্র)। ৬–১০ এবং বরো ১৫–র আংশিক এলাকা নিয়ে এই ৪ বিধানসভা কেন্দ্র।

প্রাক্–বর্ষার প্রস্তুতি নিয়ে কলকাতা পৌরসংস্থার মহাধ্যক্ষা তথা প্রশাসক স্মিতা পাণ্ডে বরোভিত্তিক বৈঠক করেন। মূলত বর্ষার বৃষ্টির ফলে জমা জল দ্রুত সরিয়ে ফেলার বিষয়টিতে জোর দেন পৌর প্রশাসক। বৈঠকে কলকাতায় জমা জল বিষয়টিকে খতিয়ে দেখে রাজ্যের সেচ দপ্তর ও পূর্ত দপ্তরের সঙ্গে সমন্বয় রেখে কাজ করার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। ১০ জুনের বৈঠকে যোগ দিয়ে ছিলেন পদত্যাগী মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম। সূত্রের খবর, বৈঠকে ফিরহাদ হাকিম কলকাতা পোর্ট বিধানসভা এলাকার অন্তর্গত ওয়ার্ড নম্বর ৭৫, ৭৬, ৭৮, ৭৯, ৮০ ও ১৩৩–১৩৫ এই ৮টি ওয়ার্ড থেকে বর্ষার জমা জল দ্রুত সরিয়ে ফেলতে কী কী ব্যবস্থা নিতে হবে, তা নিয়ে কিছু পরামর্শ দেন। বর্ষার সময় কেন জল জমে, কোন ওয়ার্ডে এবার জল জমার আশঙ্কা আছে, কোন পথ দিয়ে দ্রুত সেই জল সরানোর ব্যবস্থা করা যায় – বৈঠকে প্রাক্তন মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম সেসব নিজের বক্তব্যে জানান। পরে পৌর প্রশাসক তথা মহাধ্যক্ষা স্মিতা পাণ্ডে জানান, ‘প্রাক্তন মহানাগরিক যে সব প্রস্তাব দিয়েছেন, আমরা তা নোট করেছি। এদিনের বৈঠকে কোন কোন ড্রেনেজ পাম্পিং স্টেশনে কী পরিস্থিতি, সব পাম্পিং মেশিন সঠিক ভাবে কাজ করছে কি না। কোন পাম্প খারাপ অবস্থায় নেই তো। তাও ড্রেনেজ দপ্তরের আধিকারিকদের থেকে পৌর সচিব কিশোর কুমার বিশ্বাস খোঁজ খবর নেন। কোন কোন ওয়ার্ডে দ্রুত জল সরাতে অতিরিক্ত পাম্প লাগবে, তা নিয়েও নিকাশি আধিকারিকরা পৌর কর্তৃপক্ষকে বিশদে জানান।

উত্তর ও দক্ষিণ এবং দক্ষিণ–পশ্চিম কলকাতায় নিকাশি খালগুলোর পরিস্থিতি কেমন, জলের ওপর ভাসমান পলি কী অবস্থায় আছে, তা খতিয়ে দেখার বিষয়ে বৈঠকে জোর দেওয়া হয়েছে।

১২ জুন তৃতীয় বরো স্তরের প্রি–মনসুন বৈঠক বসে বেহালার শরৎসদন প্রেক্ষাগৃহে। এদিনের বৈঠকে কসবা, যাদবপুর, টালিগঞ্জ, বেহালা পূর্ব ও বেহালা পশ্চিম ও মেটিয়াব্রুজ বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়করা উপস্থিত ছিলেন। এই এলাকার মধ্যে পড়ে বরো ৭–এর আংশিক এবং বরো ১০(আংশিক), ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫(আংশিক) এবং ১৬। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসনের আধিকারিকদেরও এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট, সিভিল ডিফেন্স ও কলকাতা পৌরসংস্থার নিকাশি, জঞ্জাল অপসারণ, কেইআইআইপি, জল সরবরাহ, আলোকায়ন, সড়ক ও রাস্তা দপ্তরের আধিকারিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

সবুজায়ন: বিশ্ব পরিবেশ দিবসকে উপলক্ষ্যে কলকাতা জাতীয় গ্রন্থাগার চত্বরে গ্রন্থাগারের আধিকারিক ও মন্ত্রাস ফাউন্ডেশনের আধিকারিক– পরিবেশবিদের উপস্থিতিতে বৃক্ষরোপণ করলেন কলকাতা পৌরসংস্থার মহাধ্যক্ষা ও প্রশাসক স্মিতা পাণ্ডে। ছবি : নিজস্ব

দায়িত্বগ্রহণ : পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক দপ্তরে প্রতিমন্ত্রী পূর্ণিমা চক্রবর্তী দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন। তিনি শ্যামপুকুর আসন থেকে বিজেপি প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ১৪,৬৩৩ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করে প্রথমবার বিধায়ক নির্বাচিত হন। বিজয়ী হওয়ার পর পূর্ণিমা চক্রবর্তী রাজ্যের মন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত হন। তিনি তথ্য ও সংস্কৃতি, পর্যটন এবং তথ্য সম্প্রচার দপ্তরের মতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছেন। দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই তিনি রাজ্যের উন্নয়নে পূর্ণ উদ্যমে কাজ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। ছবি : বুদ্ধদেব মিশ্র

স্বাস্থ্য পরীক্ষা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা মহেশতলার ইন্দ্রধনু মোড়ের কাছে এলাকার সাধারণ মানুষের জন্য চক্ষু পরীক্ষা এবং স্বাস্থ্য পরীক্ষার আয়োজন করা হয়েছিল অল ইন্ডিয়া হিউম্যান রাইস ফোরাম–এর উদ্যোগে এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সহযোগিতায়। প্রায় ৬০০ জন মানুষের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানো হয়। সকাল ১০ টা থেকে দুপুর দুটো পর্যন্ত এলাকার মানুষের উৎসাহের সঙ্গে এই অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয়। আয়োজনে ছিলেন কল্যাণ দাশগুপ্ত, অভিজিৎ দত্ত, বাপ্পা, গোপাল মজুমদার, অশোক মজুমদার এবং অনিল সিং। ছবি : অরুণ লোধ

উদ্ধার : বিষকোদর গ্রামের সুব্রত পাল। তাদের চাষাবাদ জমির কাছে একটি পেঙ্গুলাইন বেরিয়েছিল এবং ভয়ে একটি গর্তর মধ্যে ঢুকে যায়। সেখান থেকে বের করে, ঝাঁটিপাহাড়ি রেঞ্জ অফিসে পাঠানোর জন্য ফরেস্ট কর্মী সুদীপ পালের হাতে তুলে দিয়ে ঝাঁটিপাহাড়ি ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসে পাঠানো হয়। ছবি : নিজস্ব

আমাদের শিক্ষাঙ্গন

দু'হাজারের বেশি পড়ুয়া নিয়ে সগর্বে এগিয়ে চলেছে অগ্রদ্বীপ ইউনিয়ন উচ্চ বিদ্যালয়

দেবাশিস রায়

রাজ্যের ‘শস্যগোলা’ পূর্ব বর্ধমান জেলাজুড়ে গড়ে ওঠা অসংখ্য পুরনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে অন্যতম হল অগ্রদ্বীপ ইউনিয়ন উচ্চ বিদ্যালয়। কাটোয়া থানার একেবারে সীমান্তবর্তী এলাকায় অবস্থিত এই বিদ্যালয়টি ১৯৫০ সালে গড়ে ওঠে। বর্তমানে দুই হাজারের বেশি পড়ুয়া নিয়ে সগর্বে এগিয়ে চলেছে বিদ্যালয়টি। হাওড়া–কাটোয়া রেলপথের ওপর অগ্রদ্বীপ স্টেশনের একপাশেই সুবিশাল এলাকাজুড়ে বিরাজ করছে এলাকাবাসীর অত্যন্ত গর্বের এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এখান থেকেই শিক্ষালাভ করে দেশ–বিদেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন অনেকেই। তাদের মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য বর্ধমান পূর্ব লোকসভা কেন্দ্রের বর্তমান সাংসদ তথা মানসিক রোগের প্রখ্যাত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক শর্মিলা সরকার। স্থানীয় এবং বিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এলাকার সকল সম্প্রদায়ের পরিবারের মধ্যে শিক্ষার আলো পৌঁছনোর তাগিদ নিয়েই ১৯৪৯ সালে অগ্রদ্বীপ স্টেশনের অদূরবর্তী কুলগাছি গ্রামে এই শিক্ষাকেন্দ্রটির সূচনা হয়েছিল। মূলত এলাকার অকৃতদার এবং সমাজসেবী ও শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিত্ব জগদীশচন্দ্র সান্যালের পৌরহিত্যে প্রথমে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় রূপে গড়ে উঠেছিল।

পরবর্তী বছরে অগ্রদ্বীপ স্টেশনের পাশেই স্কুলটি স্থানান্তরের পর উচ্চ শিক্ষাকেন্দ্র রূপে পঠনপাঠনের কাজ শুরু হয়েছিল। এই স্কুলের উন্নয়নের জন্য স্থানীয় বাসিন্দা তথা শিক্ষানুরাগী দ্বিজপদ ঘোষ এবং তাঁর তিন মেয়ে সম্মীলিতভাবে মোট ৬ বিঘা জমি দান করেন। বর্তমানে ৮ বিঘা জমির ওপর নির্মিত সুবিশাল স্কুলটির ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ২০১৫ জন। অগ্রদ্বীপের পাশাপাশি বড়ো কুলগাছি, ছোট কুলগাছি, পলতাগাছি, মাখালতোড়, সাহেবতলা, গাজিপুর, দেয়াসিন, ক্ষেতপুর–পলাশী, কালিকাপুর, চর কবিরাজপুর, চর বিষ্ণুপুর, চর কবিরাজপুর সহ সীমান্তবর্তী পূর্বস্থলী থানার বহড়া, শিমুলডাঙা, হামিদপুর, নতুনগ্রাম প্রভৃতি এলাকার ছাত্রছাত্রীরা এই স্কুলে শিক্ষালাভ করতে আসে। পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত(পুরোটাই কো–এড) পঠনপাঠনের সুবিধাযুক্ত এই বিদ্যালয়ে পড়ুয়াদের সিংহভাগই সমাজের তৃণমূল স্তরীয় পরিবারের।

উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে আর্টস এবং সায়েন্স বিভাগে পড়াশোনার সুযোগ রয়েছে। এজন্য কেমিস্ট্রি, ফিজিক্স, বায়োলজি, জিয়োগ্রাফি বিষয়ক ল্যাবরেটরির পর্যাপ্ত সুবিধা থাকায় ছাত্রছাত্রীদের পঠনপাঠনের মানের উন্নতি ঘটে। এছাড়াও বিদ্যালয়ে লাইব্রেরি, কম্পিউটার এডুকেশন, ভোকেশনাল ট্রেনিংয়ের সুবিধার পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদের খেলাধুলার মানোন্নতিতে নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়ে থাকে। এমনকি, পড়ুয়াদের নিয়মিত স্বাস্থ্য সচেতনতার পাঠ দেওয়ার পাশাপাশি স্কুলে ধারাবাহিকভাবে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরেরও আয়োজন করা হয়। ছাত্রছাত্রীদের পঠনপাঠনের উন্নতিতে পর্যাপ্ত শ্রেণীকক্ষ, শিক্ষক রয়েছে। সেইসঙ্গে বিশুদ্ধ পানীয়জলের জন্য অত্যাধুনিক ব্যবস্থা সহ পর্যাপ্ত শৌচাগার, খেলারমাঠ, অডিটোরিয়াম, বিদ্যুৎব্যবস্থা প্রভৃতির সুবিধা আছে। এসবের কারণে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য পার্শ্ববর্তী প্রত্যন্ত এলাকার পড়ুয়াদের কাছে অগ্রদ্বীপ ইউনিয়ন উচ্চ বিদ্যালয়টি একটি আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রূপে গণ্য হয়ে থাকে। বিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নতি সাধনে এলাকাবাসীর পাশাপাশি সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশিষ্টজন প্রায়শই নানাভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে এগিয়ে আসেন।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পল্লব মণ্ডল বলেন, অগ্রদ্বীপ ইউনিয়ন উচ্চ বিদ্যালয়কে নিয়ে এলাকাবাসী গর্ব করেন। এই বিদ্যালয়ের অসংখ্য ছাত্রছাত্রী দেশ–বিদেশে নানাক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত। বর্ধমান পূর্ব লোকসভা কেন্দ্রের সাংসাদ ডাঃ শর্মিলা সরকার আমাদের বিদ্যালয়েরই প্রাক্তন কৃতী ছাত্রী। তিনি তাঁর সাংসদ কোটার এলাকা উন্নয়ন তহবিল থেকে বিদ্যালয়ের পরিশ্রুত পানীয় জলের ব্যবস্থা সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নতির জন্য আর্থিক অনুদান দিয়েছেন। এছাড়াও স্কুলের উন্নতিতে বিভিন্ন সময়ে এলাকার সহৃদয় ব্যক্তিদের পাশাপাশি শিক্ষক–শিক্ষিকা সহ শিক্ষাকর্মীদের অকুণ্ঠ সহযোগিতা তো থাকেই। সবমিলিয়ে আমাদের বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের পঠনপাঠনের উন্নতি চোখে পড়ার মতো। বিশেষ করে মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ছাত্রছাত্রীদের সাফল্য যথেষ্টই নজরকাড়া।

সেইসঙ্গে ক্রীড়াক্ষেত্রেও মহকুমা এবং জেলাস্তরে আমাদের বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা বরাবরই কৃতিত্বের ছাপ রেখে চলেছে। তবে, ছাত্রছাত্রীদের পঠনপাঠনের মানের উন্নতিতে সিলেবাসের কিছু কিছু পরিমার্জন প্রয়োজন রয়েছে।

পরিবেশ রক্ষার বার্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের ‘একটি গাছ মায়ের নামে’ কর্মসূচিতে সামিল হল দক্ষিণ ২৪ পরগনার উস্থি অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়। শুক্রবার বনদপ্তরের সহযোগিতায় বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আয়োজিত হয় বৃক্ষরোপণ ও পরিবেশ সচেতনতা কর্মসূচি। শিক্ষক–শিক্ষিকা, পড়ুয়া, অভিভাবক এবং বনদপ্তরের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে বিভিন্ন প্রজাতির চারা রোপণ করা হয়।

রাজ্য সরকারের স্কুল শিক্ষা দপ্তর ও বনদপ্তরের যৌথ উদ্যোগে এ বছর বিশ্ব পরিবেশ দিবস থেকে শুরু হয়েছে ‘একটি গাছ মায়ের নামে’ অভিযান। আগামী ৩১ মার্চ, ২০২৭ পর্যন্ত চলবে এই কর্মসূচি। রাজ্যজুড়ে ১ কোটি ১০ লক্ষ চারা রোপণের লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। পরিবেশ রক্ষা এবং মা ও মাতৃভূমির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের ভাবনাকে সামনে রেখেই এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

বিদ্যালয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বনদপ্তরের আধিকারিকেরা পরিবেশ সংরক্ষণে বৃক্ষরোপণের গুরুত্ব তুলে ধরেন। রেঞ্জ অফিসার সুভাশিষ হালদারের বক্তব্য, জলবায়ু পরিবর্তন, ক্রমবর্ধমান তাপমাত্রা এবং পরিবেশ দূষণের মতো সমস্যার মোকাবিলায় গাছ লাগানো ও তার পরিচর্যার কোনও বিকল্প নেই। প্রত্যেক ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবককে অন্তত একটি গাছরোপণ করে তার যত্ন নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়।

কর্মসূচির অংশ হিসেবে পড়ুয়াদের মধ্যে পরিবেশ রক্ষার বার্তা ছড়িয়ে দিতে ‘গ্রিন অ্যাম্বাসাডর’ গড়ে তোলার উপরও জোর দেওয়া হয়। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, শিশুদের মধ্যে প্রকৃতির প্রতি দায়বদ্ধতা ও পরিবেশ সচেতনতা গড়ে তোলাই এই উদ্যোগের অন্যতম লক্ষ্য। অনুষ্ঠানের শেষে উপস্থিত সকলেই পরিবেশ রক্ষা, সবুজায়ন বৃদ্ধি এবং রোপিত চারাগুলির পরিচর্যার অঙ্গীকার করে শপথ গ্রহণ করেন।

বিজেপির মহা সংবর্ধনা সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৭ জুন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার আমতলার ‘সমন্বয়’ অডিটোরিয়ামে ডায়মন্ড হারবার বিজেপির সাংগঠনিক জেলার উদ্যোগে মহাসংবর্ধনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল। উপস্থিত ছিলেন ফলতার বিধায়ক দেবাংশু পান্ডা, সাতগাছিয়ার বিধায়ক অগ্নিশ্বর নস্কর, বজবজের বিজেপি প্রার্থী তরুণ আদক, বিষ্ণুপুরের বিজেপি প্রার্থী অভিজিৎ সরদার, মহেশতলার বিজেপি প্রার্থী তমনাথ ভৌমিক, ডায়মন্ড হারবারের বিজেপি প্রার্থী দীপক হালদার সহ প্রতিটি বিধানসভার মণ্ডল সভাপতি এবং সংগঠনের সহ–সভাপতি সাধারণ সম্পাদক ও অগণিত কর্মী সমর্থক। প্রতিটি মণ্ডল সভাপতি এবং বিধানসভার কনভেনারদেরও বরণ করে নেওয়া হয়। বিজেপির জয়ী প্রার্থী এবং পরাজিত প্রার্থীদেরও বরণ করা হয়।

সাতগাছিয়ার বিধায়ক অগ্নিশ্বর নস্কর বলেন, ‘আমার বিধানসভার প্রতিটি মণ্ডল সভাপতি এবং কর্মীরা পরিশ্রম করে এই জয় এনেছে তাই তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই।। সেই সঙ্গে সাতগাছিয়া বিধানসভার প্রতিটি মানুষকে আমার অভিনন্দন জানাচ্ছি।’ ফলতার বিধায়ক দেবাংশু পান্ডা বলেন, ‘ফলতায় আগে বিজেপির নাম করতে সকলে ভয় পেত। তবুও আমরা হাল ছাড়িনি।

ফলতার জয় মানুষের জয়।’ অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন ডায়মন্ড হারবার বিজেপির সাংগঠনিক জেলার সহ–সভাপতি সুজন ভক্ত। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সফল করতে তৎপর ছিলেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সোমনাথ রায়। অনুষ্ঠানের শেষ দিকে উপস্থিত হন কাকদ্বীপের বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী দীপঙ্কর জানা। মন্ত্রী দীপঙ্কর জানাকে বরণ ও সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বিজেপির ডায়মন্ড হারবার সাংগঠনিক জেলার সভানেত্রী সোমা ঘোষ।

রবীন্দ্র–নজরুল স্মরণে বিশ্বতান

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিশ্বতান সংস্থার আয়োজনে ৭ জুন, হাওড়ার সালকিয়া সুইমিং অ্যাসোসিয়েশন ব্লক–এ তে ‘শাওন রাতে ঘুম ভাঙানিয়া’ গানে শীর্ষক এক রবীন্দ্র–নজরুল স্মরণ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন হাওড়া ও কলকাতার প্রায় ১৫০ শিল্পী। উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিল্পী অনুশীলা বসু, চন্দ্রাবলি রুদ্র দত্ত, বিশ্বরূপ রুদ্র, মধুমিতা বসু, মনশ্বিতা ঠাকুর ও অন্যান্য অনেকে। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী উমেশ রাই। সমগ্র অনুষ্ঠানটি ভাবনায় ও রূপায়ণে ছিলেন সংযুক্তা দে।

চন্দননগরে পরিবেশ দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিশ্ব পরিবেশ দিবস মানে বৃক্ষরোপণ, চারাগাছ বিতরণ এবং নানা কর্মসূচি। এটাই পরিচিত ছবি। শুক্রবার পরিবেশ দিবসে এবার সেই ছবিটা বদলাতে দেখা গেল। বিশ্ব পরিবেশ দিবসকে আনুষ্ঠানিকতার গণ্ডিতে আটকে না রেখে পরিবেশ রক্ষার বাস্তব রূপ দেওয়ার জন্য মূল্যবান বক্তব্য রাখেন রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত শিক্ষক নন্দদুলাল বিশ্বাস, যা ভূয়সী প্রশংসার যোগ্য। চুঁচুড়ার কৌতূহলী বিজ্ঞান মঞ্চের ব্যবস্থাপনায় চন্দননগর বিন্দুবাসিনী পাড়ায় জগদ্ধাত্রী পুজোর নাটমন্দিরে পরিবেশপ্রেমী প্রদীপ দত্তের উদ্যোগে এক অভিনব পরিবেশ দিবস পালিত হয়। শুরুতে সঙ্গীতের মাধ্যমে এই ঐতিহাসিক দিনটিকে স্মরণ করা হয়। চুঁচুড়ার মেঘদূত অ্যাকাডেমীর সঙ্গীত শিল্পীরা রবীন্দ্র ও নজরুল গীতি পরিবেশন করেন। ‘চোখের আলোয় দেখেছিলেম চোখের বাহিরে’, ‘হে বিশ্ব মোরে বিরাট শিশু’, শিল্পী অপর্ণা বসুর অনবদ্য গানের মধ্য দিয়ে দর্শকদের মন ছুঁয়ে গেল। শ্রোতারা উপভোগ করলেন এক মনোরম সন্ধ্যা। সঙ্গীত পরিচালনায় ছিলেন দেবাশিস রায় চৌধুরী, মহুয়া লাহিড়ী, মল্লিকা মাইতি ও মুনমুন চ্যাটার্জী। এদিন মঞ্চে এ বছরের উচ্চ মাধ্যমিকে চুঁচুড়ার ভারতী বিদ্যাভবন স্কুলের ছাত্রী পূর্বাশা পাল ৪৭৩ নম্বর পেয়ে হুগলীতে মেয়েদের মধ্যে প্রথম স্থান পেয়েছে, তাকে সংবর্ধিত করা হয়। এছাড়া ছোট্ট শিশু শিল্পী সেখ সলমন ‘দাদু–নাতি’ নাটকে দুরন্ত অভিনয় করার জন্য তাকে পুরস্কৃত করা হয়। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন তরুণ আইনজীবী উজ্জ্বল চক্রবর্তী,

তাঁকে স্মারক দিয়ে সম্মানিত করা হয়। কবি বর্ণ বসু ধর, সমাজসেবী অনুপ সাহা প্রমুখ। এবার পরিবেশ দিবস শুধু কর্মসূচী নয় প্রকৃত অর্থে সবুজ সংরক্ষণের এক দীর্ঘমেয়াদি উদ্যোগ হয়ে উঠবে।

জঞ্জালমুক্ত পরিবেশ সুস্বাস্থ্যের দিশা শীর্ষক আলোচনা সভা

অসীম কুমার মিত্র : শুভ প্রয়াস পরিবেশ উন্নয়ন আন্দোলনের উপর দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে চলেছে। ৫ জুন বিশ্ব জুড়ে পালিত হয়েছে বিশ্ব পরিবেশ দিবস। সেই কর্মসূচির অংশ হিসাবে ৭ জুন আন্দুল জগৎবন্ধু কলেজের বিপরীতে অবস্থিত এফসিএ মিনি ইন্ডোর হলে হাওড়া শুভ প্রয়াস আয়োজন করেছিল বিশিষ্ট পরিবেশবিদ ও সক্রিয় পরিবেশ কর্মীদের উপস্থিতিতে জঞ্জালমুক্ত পরিবেশ সুস্বাস্থ্যের দিশা শীর্ষক একটি আলোচনা সভার।

বহু মানুষের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। অনুষ্ঠান শুরুতে সমবেত কণ্ঠে উদ্বোধন সঙ্গীত পরিবেশন করেন অপর্ণা ঘোষ, দেবলীনা ঘোষ, মহাশ্বেতা দাস ও তাপসী রায়। প্রদীপ প্রজ্জ্বোলন করেন মঞ্চে উপবিষ্ট সম্মানীয় অতিথিগণ।

সভার শুরুতে সংস্থার সম্পাদক যশস্বী চিকিৎসক ডাক্তার আশিস কুমার ঘোষ সংস্থার সারা বছরের সম্পাদিত কার্যাবলী তুলে ধরেন। আগামী দিনে পরিবেশের উপর একটি মেলা সঙ্ঘটিত করার পরিকল্পনার কথাও তিনি জানান। সংস্থার সভাপতি ও পরিবেশ ভাবনা পত্রিকার সম্পাদক ডঃ অলোকনাথ পাঁজা তার সংক্ষিপ্ত ভাষণে সংস্থার মানবিক দিকটি ব্যাখ্যা করে সামগ্রিক পরিবেশ চেতনা জাগরণে তাদের নিরলস প্রয়াসের কথা সকলের নজরে আনেন। এরপর মঞ্চে উপস্থিত আমন্ত্রিত বক্তাগণ শ্রীমতি তনুশ্রী ভট্টাচার্য, সংগ্রামী পরিবেশবিদ ডঃ বিশ্বরঞ্জন প্রধান, পরিবেশবিদ ও রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপিকা শ্রীমতি ডঃ পল্লবী মিত্র এবং

সংস্থার ত্রৈমাসিক পত্রিকা পরিবেশ ভাবনা–র বিশ্ব পরিবেশ দিবস সংখ্যা ২০২৬ প্রকাশ করেন। সেই সঙ্গেই তাঁরা প্লাস্টিক ব্যাগের বিকল্প একটি পরিবেশ বান্ধব নিত্য ব্যবহারের কাপড়ের ব্যাগের সূচনা করেন এবং তা সকলের হাতে তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে প্লাস্টিক জলের বোতলের পরিবর্তে মাটির তৈরি গ্লাস ব্যবহার করা হয় যা সকলের প্রশংসা লাভ করে।

আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন শিক্ষিকা ও পরিবেশবিদ পরিবেশ বিশারদ ডঃ প্রদীপরঞ্জন রীত। বাচিক শিল্পী অনন্যা চক্রবর্তী ডঃ অলোকনাথ পাঁজা রচিত ‘বৃক্ষ ভগবান’ কবিতাটি আবৃত্তি করেন। স্কুলের ছোট ছোট ছাত্র–ছাত্রীরা নৃত্য, গান ও আবৃত্তির মধ্য দিয়ে সুস্থ পরিবেশ চেতনা বৃদ্ধির উপর সুন্দর অনুষ্ঠান পরিবেশন করে। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন তরুণ শিক্ষক তথা পরিবেশবিদ সিদ্ধার্থ চক্রবর্তী। নানা বর্ণে ও বৈচিত্র্যে সজ্জিত সমগ্র অনুষ্ঠানটি উপস্থিত সকলের উচ্চ প্রশংসা লাভ করে।

জিমস হাসপাতালের ১০ বছর পূর্তিতে ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৯ জুন দক্ষিণ ২৪ পরগনার বজবজে অবস্থিত জগন্নাথ গুপ্তা ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সাইন্স এন্ড হাসপাতালের ১০ম বর্ষ উপলক্ষে বিশেষ একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মেডিকেল কলেজের ছাত্রছাত্রী জিমস কলেজের বিভিন্ন আধিকারিক কর্মচারীবৃন্দ এবং জগন্নাথ গুপ্তার পরিবারের সকল সদস্য সদস্যা। জিমস হাসপাতালের ক্যাম্পাসের মধ্যে পৃথক একটি মন্ডপ তৈরি করা হয়েছিল। যেখানে ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠান ছিল চোখে পড়ার মতো। প্রচুর পুরোহিত সমাগমে সুন্দর মন্ত্র পাঠ করা হয়। জিমসের প্রতিষ্ঠাতা এবং কর্ণধার জগন্নাথ গুপ্তা নিজে সপরিবারে সুন্দর কাণ্ড পাঠে অংশগ্রহণ করেন। তারপর ছিল ধর্মীয় রীতিনীতি মেনে যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান। জগন্নাথ গুপ্ত বলেন, বর্তমানে জিমস হাসপাতালে ১২৫০টি বেড আছে। স্বাস্থ্য সাথী মান্যতা প্রাপ্ত হাসপাতাল হিসাবে পশ্চিমবঙ্গে এত বড়

পরিকাঠামো আর কোন হাসপাতালে নেই। পূর্বের সরকার সেভাবে সহযোগিতা না করলেও বর্তমানে বিজেপি সরকার ক্ষমতা আশায় তিনি অত্যন্ত আশান্বিত এবারে আরো উন্নত হবে স্বাস্থ্য পরিসেবা। তার প্রতিষ্ঠিত বিবিআইটি কলেজও আজ শিক্ষা জগতের ক্ষেত্রে একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র হয়ে উঠেছে। তিনি আরও বলেন, ‘শুধু ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি নিয়ে আমরা স্বাস্থ্য কিংবা শিক্ষা পরিষেবা দিই না মানবিকতাও আমাদের মূল বৈশিষ্ট্য। সমাজসেবা করাটা আমাদের একটা দায়িত্ব।’ দুপুরে সকলের জন্য ছিল নিরামিষ মধ্যাহ্ন ভোজনের আয়োজন।

কবি প্রণামে মুখর ঐকতান মঞ্চ

নিজস্ব প্রতিনিধি : পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্রের উদ্যোগে ঐকতান মঞ্চে অনুষ্ঠিত হল দু’দিনব্যাপী ‘কবি প্রণাম অনুষ্ঠান’। অনুষ্ঠানের সূচনা করেন পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্রের অধিকর্তা আশিস গিরি। উদ্বোধনী পর্বে চন্দ্রা মহলানবিশের কণ্ঠে রবীন্দ্রসংগীত ‘আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে’ ও ‘ওই আসনতলে’ পরিবেশনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। অনুষ্ঠানে অংশ নেন নিউটাউন ও আশাবরীর শিল্পীরাও।

দুই দিনের এই সাংস্কৃতিক আসরে কবিতা পাঠ করেন অমিতবিক্রম রানা, অনীশ ঘোষ, অনিন্দিতা সেন, শ্যামল জানা, কল্যাণ মৈত্র, দীপ্তিমান বসু, সুমনা পাল, কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়–সহ প্রায় ৩০ জন কবি। তাঁদের কবিতায় সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে অনুষ্ঠানের সাহিত্যিক পর্ব।

সংগীত পরিবেশনায় শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন সোমা চন্দ্র, তানিয়া দাশ, ম্যাডোনা চট্টোপাধ্যায়, শিঞ্জিনী

আচার্য মজুমদার, মিত্রা তিথি দে, শুভাশিস মিত্র, অমৃতা রায়, সায়ন্তনী কর্মকার, সুদেষ্ণা রুদ্র ও পলাশী ঘোষ। সঙ্গীত, কবিতা ও আবৃত্তির সমন্বয়ে অনুষ্ঠানটি এক অনন্য সাংস্কৃতিক আবহ সৃষ্টি করে।

অনুষ্ঠান সঞ্চালনার দায়িত্ব সুচারুভাবে পালন করেন সুদীপা রায় ও পারমিতা সমাদ্দার। কবিগুরুর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন এবং বাংলা সাহিত্য–সংস্কৃতির চর্চাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে এই আয়োজন বিশেষ তাৎপর্য বহন করে।

‘নির্ঝর’ আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৩০ মে কলকাতার সেন্ট্রালস্থিত বিপ্লবী নলিনী গুহ সভাঘরে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল এক ঝাঁক তরুণ–তরুণীর স্বপ্নস্বরূপ নবগঠিত সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন ‘নির্ঝর’ আয়োজিত এক বিশেষ দৃষ্টিনন্দন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে নির্ঝর–এর পক্ষ থেকে প্রকাশিত হয় বাংলা নববর্ষ ১৪৩৩ উপলক্ষে বিশেষ বর্ষবরণ সংখ্যা ‘রাঙামাটির পথে’, সংকলনটি উৎসর্গ করা হয় পল্লীকবি জসীমউদ্দীন মহাশয়কে। এদিন অনুষ্ঠানের শুরুতে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, পল্লীকবি জসীমউদ্দীন এবং ঠাকুর–শ্রীমা–স্বামীজীর ছবিতে মাল্যদান, মঙ্গলদীপ প্রজ্জ্বলন এবং চারাগাছে জলদানের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সাংবাদিক সাহিত্যিক ও নেতাজি গবেষক ড. জয়ন্ত চৌধুরী, অনুষ্ঠানের উদ্বোধক বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও গবেষক ড. প্রীতম মুখোপাধ্যায় এবং বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও গবেষক ড. সমুদ্র বসু, বিশিষ্ট ক্রীড়া প্রশাসক ও সমাজসেবী উজ্জ্বল সাঁতরা এবং দা টাইমলাইন প্রকাশনের কর্ণধার বিক্রম সরকার। বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী পুষ্পিতা দাস নির্ঝরের থিম সং বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের লেখা ‘মোরা ঝঞ্ঝার মত উদ্দাম’ সংগীতে

উদ্বোধনী নৃত্য পরিবেশন করেন, এছাড়াও ওই দিনের অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী সূতীর্থা চক্রবর্তী ও বহু বিশিষ্টজনেরা কবিতা পাঠ করেন ও সাহিত্য বিষয়ক নানা আলোচনা হয়।

এছাড়াও যাদের উজ্জ্বল উপস্থিতি ও নিরন্তর প্রচেষ্টা সমগ্র কর্মযজ্ঞটিকে বাস্তবায়িত করেছিল তারা হলেন সংগঠনের সভাপতি বাবাই পাল, প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক অনিশ কোলে, নির্বাহী পরিচালক স্নেহাংশু নস্কর, কোষাধ্যক্ষ আঁখি বাগ, উপদেষ্টা সেঁজুতি গোস্বামী এবং সহ–প্রতিষ্ঠাতা ও সমন্বয়ক শুভদীপ সাধুখাঁ সহ রাঙামাটির পথে সংকলনটির সম্পাদনা পরিষদের প্রধান রূপম নস্কর ও সদস্যা ইন্দ্রানী সরদার, সৌমি মল্লিক এবং কৌশানী দত্ত। নয়নিকা ঘোষ অনুষ্ঠানে সশরীরে উপস্থিত না থাকলেও তার ভূমিকা প্রশংসনীয়।

ঝাঁটিপাহাড়িতে হুজুক গাজন মেলা

সুকান্ত কর্মকার : মেলা মানে বহু মানুষের মিলনস্থল যেখানে একে অপরের সঙ্গে পরিচিত হওয়া যায়। এমনই এক শতাব্দী প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী মেলা অনুষ্ঠিত হয় বাঁকুড়া জেলার ছাতনা ব্লকের ঝাঁটিপাহাড়িতে। মেলাটি লোকমুখে হুজুক গাজন মেলা নামে পরিচিত। বহু বছর আগে বর্ষার আগে কৃষি যন্ত্রপাতি উপকরণ বিক্রির উদ্দেশ্যে ক্রেতা বিক্রেতারা এক বিশেষ সময়ে

একটা নির্দিষ্ট জায়গায় উপস্থিত হতে হতে আজ এটা একটা মেলায় পরিণত হয়েছে। এখন এই মেলায় চলে ৩ দিন ধরে। প্রতিদিন সন্ধ্যায় হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, যাত্রা। প্রচুর মানুষের ভিড় হয় এই মেলায়। বাঁকুড়া ছাড়াও পুরুলিয়া, বর্ধমান, ঝাড়খন্ড, মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম এলাকার মানুষও এই মেলায় উপস্থিত হন। সংসার জীবনের প্রয়োজনীয় উৎসব সমস্ত কিছুই মেলে এই মেলায়। তাই মেলায় আসার প্রতিটি মানুষই ব্যস্ত থাকেন তার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনাকাটা করতে। অনেক ক্ষেত্রেই এই মেলা থেকে সম্পর্কের সূত্রপাত হয়ে যায়।

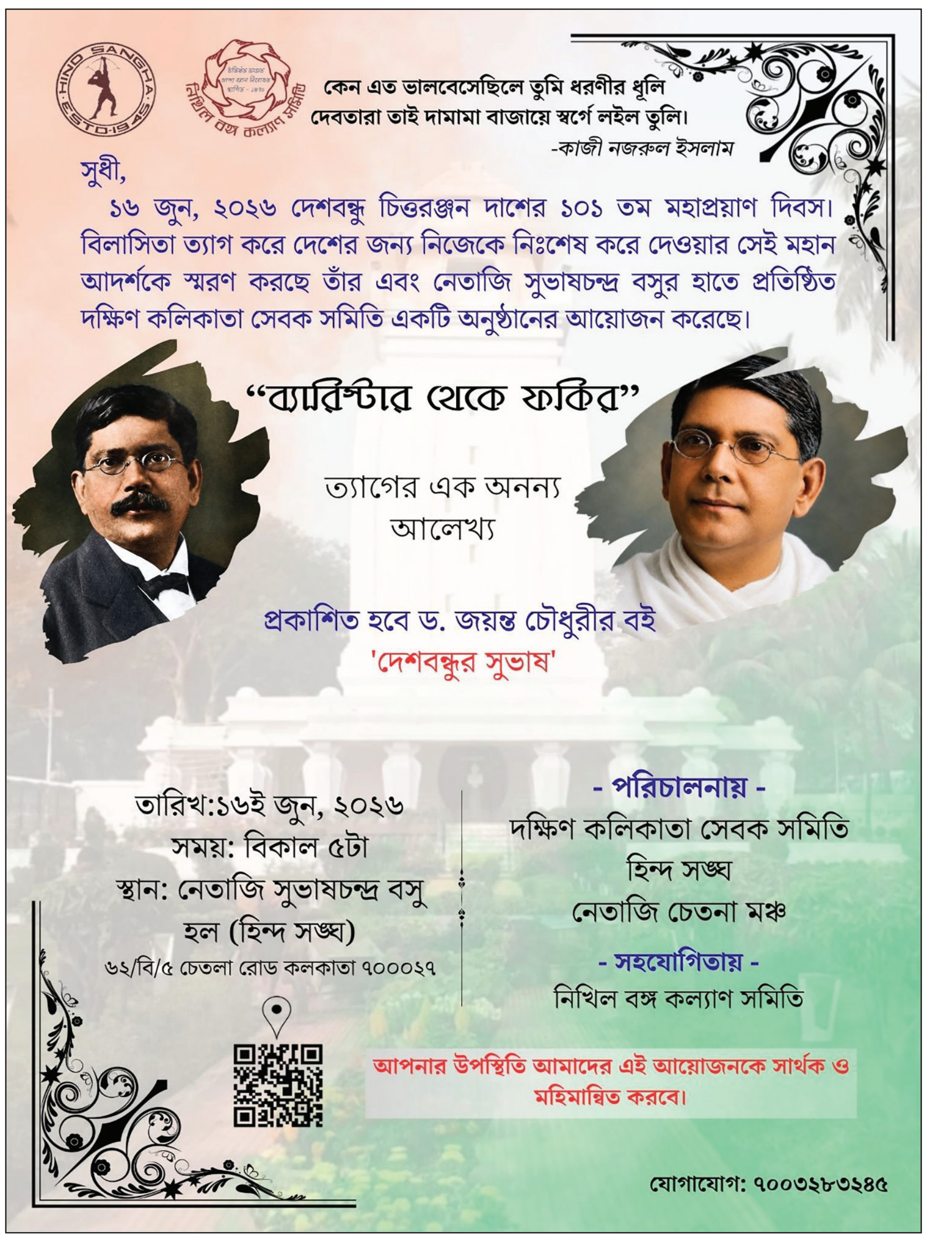

রাজ্য জুড়ে বিশ্ব সাইকেল দিবস পালন

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিশ্ব সাইকেল দিবস উপলক্ষ্যে পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখতে এক বিশেষ সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করলো সাগর ব্লক প্রশাসন। ৭ জুন গঙ্গাসাগরের কপিলমুনি আশ্রম সংলগ্ন এলাকায় আয়োজিত এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সাগর ব্লকের বিডিও কানাইয়া কুমার রায় এবং স্থানীয় স্কুলের পড়ুয়ারা। ভারত সরকারের ‘ফিট ইন্ডিয়া’ অভিযানের মূল লক্ষ্যকে সামনে রেখে এদিনের এই উদ্যোগ নেওয়া হয়। অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য ছিল, সাধারণ মানুষকে সাইকেল ব্যবহারে উৎসাহিত করা। এদিন প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, বর্তমান যুগে যানবাহন থেকে নির্গত ধোঁয়া পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করছে। একমাত্র সাইকেলই হল দূষণমুক্ত এবং পরিবেশবান্ধব যান, যা একইসঙ্গে শরীরকে সুস্থ রাখতে সাহায্য করে। অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়া ছাত্রছাত্রীরা সাইকেল

চালিয়ে পরিবেশ বাঁচানোর বার্তা দেয়। বিডিও জানান, নিজেকে সুস্থ রাখতে এবং পৃথিবীকে দূষণমুক্ত রাখতে সাইকেলের কোনো বিকল্প নেই। ছাত্রছাত্রীদের মাধ্যমে আমরা এই বার্তাটিই সমাজের প্রতিটি স্তরে পৌঁছে দিতে চাই। ব্লক প্রশাসনের এই অভিনব উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন স্থানীয় মানুষজন।

অন্যদিকে, বিশ্ব সাইকেল দিবস উপলক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তরের উদ্যোগে সাইকেল র‍্যালি অনুষ্ঠিত হল বাঁকুড়া ১ নম্বর ব্লকের পুয়াবাগানে। ব্লক অফিস থেকে র‍্যালি শুরু হয়ে পুয়াবাগান এলাকা পরিক্রমা করে সাইকেল র‍্যালিটি। এই র‍্যালিতে বিভিন্ন স্কুল ও ক্লাব সংস্থার সদস্যদের সঙ্গে সাইকেল চালিয়ে অংশগ্রহণ করেন বাঁকুড়া বিধানসভায় বিধায়ক নীলাদ্রি শেখর দানা।

এছাড়াও বিশ্ব সাইকেল দিবস পালন করা হয় রাজনগরে। বিশ্ব উষ্ণায়ন ও বায়ুদূষণ রোধে পরিবেশবান্ধব সাইকেলের গুরুত্ব তুলে ধরার লক্ষ্যে রাজনগরে একটি সাইকেল র‍্যালি করা হয়। রাজনগর ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক শুভাশিস চক্রবর্তী, রাজনগর পঞ্চায়েত সমিতির বিরোধী দলনেতা অনুপ গড়াই সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। বিশ্ব সাইকেল দিবস উপলক্ষ্যে মহম্মদ বাজার ব্লকের আঙ্গারবগড়িয়া পঞ্চায়েতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তরের আয়োজিত সাইকেল র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করেন সাঁইথিয়া বিধানসভাকেন্দ্রের বিধায়ক কৃষ্ণকান্ত সাহা। পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ, সুস্থ জীবনযাপন ও জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

এই উপলক্ষে বেহালা পশ্চিম কেন্দ্রের বিধায়ক তথা মন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁ এবং বেহালা পূর্বের বিধায়ক শংকর সিকদার সাইকেল চালান।

আতশ কাচে

ভারতের ড্র
তাজিকিস্তানের হিসারের সেন্ট্রাল স্টেডিয়ামে ভারত ও তাজিকিস্তানের মধ্যে দ্বিতীয় ফিফা ফ্রেন্ডলি আন্তর্জাতিক ফুটবল ম্যাচ ১-১ গোলে ড্র হয়েছে।খেলার ২৫ মিনিটে বিক্রম প্রতাপ সিং এর দেওয়া গোলে ভারত এগিয়ে যায়। ৮৫ মিনিটে সেরিদিন বোবোয়েভ পেনাল্টি থেকে গোল করে খেলায় সমতা ফেরান। দুই ম্যাচের এই সিরিজে প্রথম ম্যাচে তাজিকিস্তানের কাছে ভারত ১-৩ গোলে পরাজিত হয়েছিল।

যোগায় ১০২ সোনা
আহমেদাবাদে প্রথম বিশ্ব যোগাসন চ্যাম্পিয়নশিপে ভারত ১০২ টি সোনা সহ ১১৪ টি পদক জিতে শীর্ষস্থানে শেষ করেছে। জাপান তিনটি সোনা সহ ১১ টি পদক জিতে দ্বিতীয় স্থানে শেষ করেছে। আর্জেন্টিনা দুটি সোনা সহ পাঁচটি পদক জিতে তৃতীয় স্থানে শেষ করেছে। নেপাল ৫২ টি পদক জিতেছে, তবে তাদের প্রাপ্ত স্বর্ণপদকের সংখ্যা এক।

প্রজ্ঞানন্দাকে সংবর্ধনা
নরওয়ে দাবা প্রতিযোগিতা, ২০২৬-এ খেতাব জয়ের জন্য গ্র্যান্ডমাস্টার রমেশবাবু প্রজ্ঞানন্দাকে তামিলনাড়ু সরকার সংবর্ধনা জানিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী সি জোসেফ বিজয় তাঁর হাতে ৫০ লক্ষ টাকা পুরস্কারমূল্যের একটি চেক তুলে দেন। প্রজ্ঞানন্দার সঙ্গে একটি প্রতীকী দাবা ম্যাচও খেলেন তিনি। উল্লেখ্য, চেন্নাইয়ের ২০ বছর বয়সী গ্র্যান্ডমাস্টার রমেশবাবু প্রজ্ঞানন্দা গত ৫ জুন, নরওয়ের অসলোতে ঐতিহ্যশালী নরওয়ে চেস টুর্নামেন্টের ওপেন বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হন।

বৈশালী চ্যাম্পিয়ন
দাবায়, ভারতের গ্র্যান্ডমাস্টার বৈশালী রমেশবাবু, ওয়াদিম রোজেনস্টাইন উইমেন চেস ট্যুরের এশিয়া-ওশিয়ানিয়া পর্বের র‍্যাপিড বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। রিৎজ পর্বে বিজয়ী হয়েছেন রুশ গ্র্যান্ডমাস্টার ক্যাটেরিনা লাগনো। এই খেতাবের দরুণ উভয়ই ট্যুরের গ্র্যান্ড ফাইনালে নিজেদের স্থান নিশ্চিত করলেন।

টেস্টে বড় জয়
নিউ চন্ডিগরের মহারাজা যাদবিন্দ্র সিং আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে একমাত্র টেস্টে ভারত এক ইনিংস ও ৩০০ রানে আফগানিস্তানকে হারিয়ে দিয়েছে। খেলার সংক্ষিপ্ত স্কোর ভারত ৮ উইকেটে ৫৬৪ ডিক্লেয়ার, আফগানিস্তান ১৫২ ও ১১২। টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে ভারতের এটা বৃহত্তম ইনিংস জয়। অভিষেক টেস্টে ৭ উইকেট নিয়ে মানব সুথার ম্যাচের সেরা হয়েছেন।

নতুন রাজা
রোলাঁ গারোতে ফরাসি ওপেন টেনিস ফাইনালে জার্মানির আলেকজান্ডার জেরেভ ইতালির ফ্লাভিও কোবোলিকে পাঁচ-সেটের লড়াইয়ে হারিয়ে প্রথমবার গ্র্যান্ড স্লাম জয় করেছেন। তিন নম্বরে থাকা জেরেভ চার ঘণ্টা ২০ মিনিটের রুদ্ধশ্বাস ম্যাচে ৬-১, ৪-৬, ৬-৪, ৬-৭, ৬-১ সেটে জয়লাভ করেন। ১৯৩৭ সালে হেনার হেঙ্কেলের ফ্রেঞ্চ ওপেন জয়ের ৮৯ বছর পর আবার কোন জার্মান এই গ্র্যান্ড স্লাম জিতেছেন। এর আগে তিনি ২০২০ সালের ইউএস ওপেন, ২০২৪ সালের ফরাসি ওপেন এবং ২০২৫ সালের অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে রানার-আপ হয়েছিলেন।

নতুন রানি
ফরাসি ওপেনে রাশিয়ার উঠতি তারকা মিরা আন্দ্রিভা, ফরাসি ওপেনে মহিলাদের সিঙ্গলসে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। প্রতিযোগিতার অষ্টম বাছাই, ১৯ বছর বয়সী আন্দ্রিভার পেশাদার ক্রীড়াজীবনে এটিই প্রথম গ্র্যান্ড স্লাম। ফাইনালে পোলান্ডের মাহা শোয়ালিস্কাকে ৬-৩, ৬-৩ স্ট্রেট সেটে হারিয়ে স্মরণীয় জয় ছিনিয়ে নেন আন্দ্রিভা।

রাজমিস্ত্রির মেয়ে ঋতুর বিশ্বজয়
যোগাসনে জোড়া সোনা ভারতের

সুমনা মণ্ডল: হুগলি জেলার একটি ছোট গ্রামের রাজমিস্ত্রির মেয়ে ঋতু মণ্ডল। আর্থিক প্রতিকূলতাকে সঙ্গী করেই বড় হয়েছেন তিনি। সেই ঋতুই এবার আহমেদাবাদে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী ওয়ার্ল্ড যোগাসন চ্যাম্পিয়নশিপে দুটি স্বর্ণপদক জিতে দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছেন। এই সাফল্যের মধ্য দিয়ে তিনি বিশ্বের মঞ্চে ভারতের হয়ে প্রথম স্বর্ণপদক জয়ের নজিরও গড়েছেন।

মাত্র ২০ বছর বয়সেই ঋতুর এই কৃতিত্ব এসেছে দীর্ঘদিনের কঠোর পরিশ্রম, ত্যাগ এবং অদম্য মানসিক শক্তির ফল হিসেবে। তাঁর বাবা রাজমিস্ত্রির কাজ করেন। সীমিত সামর্থ্যের মধ্যেও মেয়ের স্বপ্নপূরণে পরিবারের সমর্থন কখনও কমেনি। প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে আহমেদাবাদে উপস্থিত ছিলেন ঋতুর বাবা-মা এবং বড় ভাই। ভারতের পতাকা কাঁধে জড়িয়ে মেয়ের বিজয় উদযাপনের দৃশ্য দেখে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন তাঁরা।

ঋতু জানিয়েছেন, আর্থিক অনটন সত্ত্বেও তাঁর পরিবার সবসময় পাশে থেকেছে। সমবয়সীরা যখন অন্য কাজে ব্যস্ত ছিল, তখন তিনি বছরের পর বছর ধরে যোগাসনের প্রশিক্ষণ ও অনুশীলনে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন। নানা বাধা

এলেও লক্ষ্যের প্রতি বিশ্বাস তাঁকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছে।

ঋতুর সাফল্যের নেপথ্যে বিশেষ ভূমিকা রয়েছে তাঁর বড় ভাই গৌতম মণ্ডলের। একসময় নিজেও যোগাসন খেলোয়াড় ছিলেন তিনি। রাজ্য স্তরে প্রতিযোগিতায় অংশ নিলেও আর্থিক কারণে খেলা চালিয়ে যেতে পারেননি। বর্তমানে ফিজিওথেরাপি কোর্স সম্পন্ন করার পাশাপাশি বোনের প্রশিক্ষণ ও প্রস্তুতিতে নিয়মিত সহায়তা করছেন তিনি। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সেরা যোগাসন অ্যাথলেটদের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ভারসাম্য, নমনীয়তা, শক্তি এবং নিখুঁত দক্ষতার সমন্বয়ে অসাধারণ পারফরম্যান্স উপহার দেন ঋতু। তার ফলস্বরূপ তিনি জিতে নেন দুটি স্বর্ণপদক এবং ওয়ার্ল্ড যোগাসন চ্যাম্পিয়নশিপে জোড়া সোনা জয়ী প্রথম ভারতীয় অ্যাথলেট হিসেবে ইতিহাস গড়েন। তবে এতেই থেমে থাকতে চান না হুগলির এই তরুণী। আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতের প্রতিনিধিত্ব চালিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি যোগাসনকে এশিয়ান গেমস, কমনওয়েলথ গেমস এবং ভবিষ্যতে অলিম্পিকের অন্তর্ভুক্ত দেখতে চান তিনি। একদিন ভারতের হয়ে অলিম্পিক পদক জয়ের স্বপ্নই এখন তাঁর সবচেয়ে বড় প্রেরণা। যোগাসনের অনুশীলনের পথে পাশে থাকার জন্য ঋতু তাঁর পরিবার এবং গালগোটিয়াস ইউনিভার্সিটির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। রাজমিস্ত্রির মেয়ের এই বিশ্বজয় তাই শুধু ব্যক্তিগত সাফল্যের গল্প নয়, বরং প্রতিকূলতাকে জয় করে স্বপ্নপূরণের এক অনুপ্রেরণার নাম।

আইএসএল জট কাটার পথে

নিজস্ব প্রতিনিধি : দীর্ঘ অনিশ্চয়তার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে আইএসএলের ভবিষ্যৎ নিয়ে আশার আলো দেখা গেল। কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডব্য ক্লাবগুলির জোটের তরফে ইন্ডিয়ান সুপার লিগ পরিচালনার প্রস্তাবে সম্মতি জানিয়েছেন। একইসঙ্গে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন (এআইএফএফ)-কে দ্রুত ক্লাব প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকে বসে একটি টাস্ক ফোর্স গঠনের নির্দেশ দিয়েছেন।

এফএসডিএল সরে যাওয়ার পর থেকেই আইএসএলের ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছিল। ফেডারেশনের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে লিগ পরিচালনার বিষয়ে আপত্তি ছিল ক্লাবগুলির। সেই পরিস্থিতিতে সোমবার কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রীর উপস্থিতিতে ফেডারেশন ও ক্লাব প্রতিনিধিদের বৈঠকে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বৈঠকে ঠিক হয়েছে, ক্লাব ও ফেডারেশনের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি টাস্ক ফোর্স গঠন করা হবে। আগামী ১৫ জুনের মধ্যে সেই কমিটি তৈরি করে চুক্তি চূড়ান্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন মাণ্ডব্য। নতুন ব্যবস্থায় আগামী চার বছর আইএসএল পরিচালনার দায়িত্ব থাকবে ক্লাবজোটের হাতে, আর গভর্ন্যান্স ও নিয়ন্ত্রক বিষয়গুলি দেখবে ফেডারেশন। এছাড়া প্রতি বছর ১৫.২ কোটি টাকা ফেডারেশনকে দেওয়া হবে। এর ফলে কমার্শিয়াল ও ব্রডকাস্টিং পার্টনার নির্বাচনের ক্ষেত্রেও ক্লাবগুলির ভূমিকা আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। সবকিছু ঠিকঠাক এগোলে সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহেই আইএসএলের নতুন মরসুম শুরু হওয়ার সম্ভাবনা জোরালো হয়েছে।

নিউ আলিপুরের শিবানীর বিশ্বজয়

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতার নিউ আলিপুরের বাসিন্দা শিবানী আগরওয়াল বিশ্ব কেটলবেল স্পোর্ট ফেডারেশন চ্যাম্পিয়নশিপে সোনা জিতে দেশের মুখ উজ্জ্বল করলেন। মলডোভার রাজধানী কিশিনাউয়ে অনুষ্ঠিত এই প্রতিযোগিতার মিলিটারি স্ন্যাচ বিভাগে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হয়ে ইতিহাস গড়েছেন তিনি। এই ইভেন্টে সোনাজয়ী প্রথম ভারতীয় মহিলা অ্যাথলিট এখন শিবানী।

৪ থেকে ৭ জুন পর্যন্ত চলা প্রতিযোগিতায় বিশ্বের ২৭টি দেশের ৫১০ জন অ্যাথলিট অংশ নেন। ১৬ কেজির কেটলবেল ব্যবহার করে নির্ধারিত ১২ মিনিটে ২২২টি রিপিটেশন সম্পূর্ণ করে মাস্টার্স (৩৫-৪৪) বিভাগে সোনা জেতেন তিনি। পাশাপাশি ওপেন বিভাগে রুপোর পদকও অর্জন করেন। মাত্র তিন রিপিটেশনের জন্য হাতছাড়া হয় সোনা। ২২২ রিপিটেশনই কোনও ভারতীয় মহিলার সর্বোচ্চ পারফরম্যান্স হিসেবে নথিভুক্ত হয়েছে। এই সাফল্যের সঙ্গে 'ক্যান্ডিডেট ফর মাস্টার অফ স্পোর্ট' (সিএমএস) অর্জন করেছেন শিবানী। পেশায় তিনি একজন চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট, পাশাপাশি টেডএক্স বক্তা ও মোটিভেশনাল স্পিকার। শিবানীর সাফল্যের নেপথ্যে রয়েছেন তাঁর কোচ অর্ণব সরকার। গত ১০ বছর ধরে তাঁর তত্ত্বাবধানেই প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন তিনি। নিউ আলিপুরের এই ক্রীড়াবিদের বিশ্বজয় শুধু ব্যক্তিগত সাফল্য নয়, ভারতীয় কেটলবেল ক্রীড়ার জন্যও এক গর্বের অধ্যায়।

আসছে কলকাতা বঙ্গ টাইগার্স

প্রীতম দাস : ভারতের রাগবি মানচিত্রে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করতে চলেছে কলকাতা বঙ্গ টাইগার্স। রাগবি প্রিমিয়ার লিগে কলকাতার প্রথম ফ্র্যাঞ্চাইজি হিসেবে এবারের

মরশুমে আত্মপ্রকাশ করতে চলেছে দলটি। ১১টি দেশের ২৬ জন খেলোয়াড়কে নিয়ে গঠিত এই শক্তিশালী স্কোয়াডে রয়েছেন অলিম্পিয়ান, বিশ্বচ্যাম্পিয়ন, জাতীয় চ্যাম্পিয়ন এবং আন্তর্জাতিক স্তরের বহু অভিজ্ঞ রাগবি তারকা।

পূর্ব ভারতে রাগবির প্রসারে এই উদ্যোগকে একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে। আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা ও প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা দলটি শুধু প্রতিযোগিতায় নিজেদের শক্তিশালী উপস্থিতি জানান দিতেই নয়, বাংলায় রাগবির জনপ্রিয়তা বাড়াতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে মনে করা হচ্ছে।

এবারের মরশুমের আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হল কলকাতা বঙ্গ টাইগার্স মহিলা দলের আত্মপ্রকাশ। এর ফলে ভারত জুড়ে মাত্র ৪টি ফ্র্যাঞ্চাইজির মধ্যে কলকাতা অন্যতম, যারা পুরুষ ও মহিলা—দুই বিভাগেই দল নামাচ্ছে।

দলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বর্তমান রাগবি ইন্ডিয়ার সহ সভাপতি ও খেলোয়াড় সানয়া মেহতা ভিয়াস। তিনি বলেন, 'রাগবির সঙ্গে কলকাতার সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। তাই রাগবি প্রিমিয়ার লিগের মঞ্চে শহরের প্রতিনিধিত্ব দেখতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। কলকাতা বঙ্গ টাইগার্সের আত্মপ্রকাশ পূর্ব ভারতে রাগবির বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। পাশাপাশি মহিলা দল গঠনের মাধ্যমে আরও বেশি নারী খেলোয়াড় সুযোগ ও পরিচিতি পাবেন, যা আগামী প্রজন্মকে এই খেলায় আকৃষ্ট করবে।'

অনুষ্ঠানে উপস্থিত কলকাতা বঙ্গ টাইগার্সের মুখপাত্র শ্রুতি বলেন, 'হাঞ্চ ভেঞ্চার্স দীর্ঘদিন ধরেই ভারতের রাগবির সঙ্গে যুক্ত। রাগবি প্রিমিয়ার লিগে কলকাতা বঙ্গ টাইগার্সের মাধ্যমে আমাদের অংশগ্রহণ সেই প্রতিশ্রুতিরই স্বাভাবিক সম্প্রসারণ। রাগবির ইতিহাসে কলকাতার বিশেষ স্থান রয়েছে, তাই এই শহরই ফ্র্যাঞ্চাইজির জন্য আদর্শ কেন্দ্র।'

অন্যদিকে মহিলা দলের প্রধান কোচ পল ডেলপোর্ট বলেন, 'মহিলা দলের সূচনা ভারতের রাগবির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত। আমাদের কাছে দক্ষ ও প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের একটি শক্তিশালী দল রয়েছে। আশা করি, এই উদ্যোগ দেশের আরও বেশি তরুণীকে রাগবি খেলায় উৎসাহিত করবে।'

উল্লেখ্য, এইচএসবিসি রাগবি প্রিমিয়ার লিগ ২০২৬ আগামী ১৬ জুন থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত গাছিবাউলি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে। ম্যাচগুলি সরাসরি সম্প্রচারিত হবে জিও-হটস্টার এবং স্টার স্পোর্টসের মাধ্যমে।

প্যারা জাতীয় সাঁতারে রুপো জিতে উজ্জ্বল হার্দিক

নিজস্ব প্রতিনিধি : ইস্টার্ন রেলওয়ে একাডেমির সাঁতারু হার্দিক দাস প্যারা ন্যাশনাল সুইমিং চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৬-এ রুপো জিতে বাংলা তথা ইস্টার্ন রেলওয়ের মুখ উজ্জ্বল করলেন। ৮ থেকে ১০ জুন বেঙ্গালুরুতে অনুষ্ঠিত এই প্রতিযোগিতায় দেশের সেরা প্যারা-সাঁতারুরা অংশ নেন। সেই কঠিন প্রতিযোগিতার মধ্যেই ১০০ মিটার ফ্রিস্টাইল ইভেন্টে অসাধারণ পারফরম্যান্স করে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেন হার্দিক। প্রতিযোগিতায় দুরন্ত ছন্দ বজায় রেখে নির্ভুল কৌশলে সাঁতার কেটে তিনি জাতীয় মঞ্চে নিজের দক্ষতার পরিচয় দেন। তাঁর এই সাফল্য শুধু ব্যক্তিগত অর্জন নয়, প্যারা-ক্রীড়াক্ষেত্রে ইস্টার্ন রেলওয়ের ধারাবাহিক উন্নতিরও প্রতিফলন। হার্দিক দাস দীর্ঘদিন ধরে ইস্টার্ন রেলওয়ের অভিজ্ঞ কোচ আকবর আলী মীরের তত্ত্বাবধানে প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন। কোচের বিশেষভাবে পরিকল্পিত প্রশিক্ষণ পদ্ধতি এবং কৌশলগত নির্দেশনাই তাঁকে জাতীয় পর্যায়ে সাফল্য পেতে

গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে বলে মনে করছেন ক্রীড়া মহলের অনেকে। এই কৃতিত্বের জন্য হার্দিককে অভিনন্দন জানিয়েছেন ইস্টার্ন রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার তথা ইস্টার্ন রেলওয়ে স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের (ইআরএসএ) প্যাট্রন মিলিন্দ দেউস্কর এবং ইআরএসএ-র সভাপতি দেবেন্দ্র কুমার। তাঁরা এই সাফল্যকে ইস্টার্ন রেলওয়ের ক্রীড়া পরিকাঠামো ও প্রতিভা বিকাশের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ইস্টার্ন রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শিবরাম মাঝি বলেন, 'হার্দিক দাসের রৌপ্য পদক জয় অধ্যবসায়, কঠোর পরিশ্রম এবং নিষ্ঠার এক অনন্য উদাহরণ। তাঁর এই সাফল্যে সমগ্র ইস্টার্ন রেলওয়ে পরিবার গর্বিত।'

সাফ মহিলা চ্যাম্পিয়নশিপে ইতিহাসের পাতায় নাম লেখাল ব্লু টাইগ্রেসরা

সুমন সরদার : গোয়ার মাদগাঁওয়ে অনুষ্ঠিত সাফ মহিলা চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৬-এর ফাইনালে ভারত বাংলাদেশকে ৩-১ গোলে পরাজিত করে রেকর্ড ষষ্ঠবারের মতো শিরোপা জিতে নিয়েছে। সাত বছর পর ফের এই মর্যাদাপূর্ণ ট্রফি ঘরে তুলল ব্লু টাইগ্রেসরা।

ফাইনাল ম্যাচের শুরু থেকেই উভয় দল দারুণ তীব্রতায় খেলে। প্রথমার্ধে পায়ারি জাক্সার গোলে এগিয়ে যায় ভারত। তবে রিতু পর্ণা চাকমার গোলে সমতা ফেরায় বর্তমান চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ। বিরতিতে স্কোর ছিল ১-১।

দ্বিতীয়ার্ধে সম্পূর্ণ আধিপত্য বিস্তার করে ভারত। সানফিদার চমৎকার গোলে ভারত পুনরায় এগিয়ে যায়। এরপর লিন্ডা কম তৃতীয় গোল করে জয় নিশ্চিত করেন। বাংলাদেশ আর ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি এবং ভারত ৩-১ গোলে ম্যাচ জিতে নেয়।

সমগ্র টুর্নামেন্ট জুড়ে অসাধারণ পারফরম্যান্স দেখানো ভারতীয় দল ফাইনালেও তাদের সেরা ফুটবল উপহার দিল। ব্লু টাইগ্রেসদের এই ঐতিহাসিক জয় ভারতীয় মহিলা ফুটবলের এক নতুন অধ্যায় রচনা করল।

খুদে প্যাডলারে মুখর বালিগঞ্জ ব্রতী সংঘ

নিজস্ব প্রতিনিধি : টেবিল টেনিসের প্রতি ছোটদের আগ্রহ বাড়াতে এবং ভবিষ্যতের প্রতিভাদের তুলে আনতে বালিগঞ্জ ব্রতী সংঘের উদ্যোগে আয়োজিত টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৬-এর পর্দা নামল বর্ণাঢ্য পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। ১৯৩৩ সালে প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যবাহী এই ক্লাবের প্রাঙ্গণে আয়োজিত প্রতিযোগিতায় ৭ থেকে ১৫ বছর বয়সি প্রায় ৫০ জন ছেলে ও মেয়ে অংশ নেয়। প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন আন্তর্জাতিক টেবিল টেনিস খেলোয়াড়, জাতীয় চ্যাম্পিয়ন ও জাতীয় কোচ কিশালয় বসাক। ক্লাব কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় ক্রীড়া প্রশাসক দেবাশিস চক্রবর্তীর তত্ত্বাবধানে সফলভাবে সম্পন্ন হয় গোটা আয়োজন।

অনূর্ধ্ব-১৫ বিভাগে মেয়েদের চ্যাম্পিয়ন হন ভূমি প্রসাদ, রানার্স মোহনা সরকার। ছেলেদের বিভাগে শিরোপা জেতেন স্বপ্নীল রায়, রানার্স কৃষ্ণাংশু মিত্র। অনূর্ধ্ব-১৩ বিভাগে মেয়েদের মধ্যে ভূমি প্রসাদ এবং ছেলেদের মধ্যে নির্ভান বণিক প্রথম স্থান দখল করেন।

রানার্স হন যথাক্রমে বর্ষা মণ্ডল ও বৈভব চক্রবর্তী। অনূর্ধ্ব-১১ বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হন বর্ষা মণ্ডল ও বিল্বশীব দাস। রানার্স হিসেবে শেষ করেন ঐশী সাহা ও নির্ভান বণিক। অনূর্ধ্ব-৯ বিভাগে মেয়েদের শিরোপা জেতেন অদিত্রী দাস এবং ছেলেদের বিভাগে নির্ভান বণিক। রানার্স হন আদ্রিকা মণ্ডল ও বিল্বশীব দাস। এছাড়া অনূর্ধ্ব-৭ মিশ্র বল পাসিং প্রতিযোগিতায় ২৫ পয়েন্ট নিয়ে প্রথম হন সার্থক অধিকারী। ২১ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেন জিনিয়া মণ্ডল। খুদেদের লড়াই, উৎসাহ এবং দক্ষতা দেখে ভবিষ্যতে আরও বড় আকারে এই প্রতিযোগিতা আয়োজনের ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন আয়োজকরা। এই প্রতিযোগিতা থেকেই আগামী দিনের প্রতিভাবান টেবিল টেনিস খেলোয়াড় উঠে আসবে বলেই আশাবাদী ক্রীড়ামহল।

দৈনন্দিন জীবনের নিত্যনতুন সমস্যার প্রতিকার জানতে
পড়তেই হবে

কি রয়েছে
- নারীপাচার ও তার প্রতিকার
- ডাকাতির কবলে পড়লে
- প্রতারণার ফাঁদ
- পুকুর ভরাট
- মোবাইল যখন শত্রু হয়
- বিজ্ঞাপনে বিপদ
- হায়রে চিংড়ি
- আরো অনেক কিছু ....

একজন দুঁদে পুলিশ অফিসারের অভিজ্ঞতা থেকে তুলে এক মলাটের মধ্যে এনে দিয়েছে নিখিল বঙ্গ প্রকাশনী

এখনই সংগ্রহ করুন

দাম মাত্র ৩০/- টাকা

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9088703044 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। কার্যকরী সম্পাদক : প্রণব গুহ। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com